আনন্দময়ী।

[সামাজিক নাটক]

কল্যাণী ও ভবানী প্রণেতা

শ্রীহরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

হাওড়া।

খুরুট—পঞ্চাননতলা হইতে

শ্রীপান্নালাল সাহা কর্ত্তৃক প্রকাশিত

হাওড়া ৪নং তেলকল ঘাট রোড, কর্ম্মযোগ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
হইতে
শ্রীযুগলকিশোর সিংহ দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসর্গ পত্র।

সংসারে

প্রত্যক্ষ দেবীস্বরূপিনী

আমার জননীর

শ্রীচরণকমলে

"আনন্দময়ী"

উৎসর্গ করিলাম।

খুরুট- হাওড়া।
২৫ আশ্বিন, সন ১৩১৯ সাল।

গ্রন্থকার।

নাটকের প্রধান পাত্রগণ।

পুরুষ।

রাঘব চন্দ্র রায়	রমাপুরের জমিদার ও সমাজপতি।
রত্নেশ্বর	রাঘব রায়ের পুত্র।
বিষ্ণুরাম	পুরোহিত।
শম্ভুনাথ	নিঃস্ব ব্রাহ্মণ (সমাজচ্যুত)।
গণপতি	শম্ভুনাথের পুত্র।
কাশীনাথ	শম্ভুনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।
মোহন লাল	ধনাঢ্য যুবক।
রসময়	মোহন লালের বন্ধু!
শিবু	আধ পাগলা।
দিলিপ	দস্যু-সর্দার।
ওয়াটসন	কুঠির সাহেব।

স্ত্রী।

আনন্দময়ী	দস্যু-নেত্রী।
যোগমায়া	শম্ভুনাথের স্ত্রী।
কমলিনী	শম্ভুনাথের কন্যা।
ঘোষের ঝি	শম্ভুনাথের পুরাতন দাসী।
সরস্বতী	গণপতির স্ত্রী।
গয়লা বউ	দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোক।

আনন্দময়ী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

রাঘব রায়ের বহির্বাটী।

রাঘব রায়, শম্ভুনাথ ও কিনুরাম।

রাঘব। আমি কি ক'রবো বলুন শম্ভুবাবু, আমাকে পাঁচ জনের মত নিয়ে কাজ ক'রতে হয়। আমি সমাজপতি বটে—কিন্তু এ সব বিষয়ে আমার একলার মতে ত কিছু ক'রতে পারি না। কি বলেন ভটচার্য্যি মশায়?

কিনু। আজ্ঞে হাঁ, তা বই কি।

শম্ভু। রায় মশায়, এ বিপদ থেকে দয়া ক'রে আমায় উদ্ধার করুন—না হ'লে আমার জাত যায়। মেয়ে যা হ'য়ে উঠেছে আর একদিনও রাখা যায় না। এ গরীব ব্রাহ্মণকে রক্ষা করুন রায় মশায়।

রাঘব। সমাজের মত ত আপনাকে বলেছি। আপনার ছেলেকে ত্যাগ করুন, পাঁচশ' টাকা দণ্ড দিন, আর গ্রামস্থ ব্রাহ্মণগুলিকে একদিন খাইয়ে দিন, তা হ'লেই জাতে উঠবেন। কেমন ভটচার্য্যি মশায়, এই রকমই কথা হ'য়েছিল ত?

কিনু। আজ্ঞে হাঁ, ঠিক এই কথাই হ'য়েছিল বটে।

শম্ভু। আমার একটা পয়সার সংস্থান নেই, এত খরচ আমি কোথা থেকে ক'রবো বলুন।

রাঘব। তা আমি কি ক'রবো বলুন—এর কমে কেউ রাজী নয়।

শম্ভু। আমায় বাঁচান রায় মশায়! আমি এত টাকা কোথায় পা বলুন? আর টাকাই যদি আমার থাকবে, তা হ'লে আমি এক ঘোরে হব কেন? গরীব বলেই ত আমায় এই সব, যন্ত্রণা সহ্য ক'রতে হ'চ্ছে। আমায় বাঁচান রায় মশায়, না হ'লে আমায় আত্মহত্যা ক'রতে হবে।

রাঘব। আর এক যা উপায় আছে, তা ত আপনাকে বলেছি।

শম্ভু। সে আমি কিছুতেই পারবো না। আমার কুল নষ্ট ক'রে কি পিতৃপুরুষ নরকস্থ ক'রবো। তা আমি কিছুতেই পারবো না।

রাঘব। কি? আমার ছেলের সঙ্গে মেয়ের বে দিলে আপনার পিতৃপুরুষ নরকস্থ হবে? আচ্ছা, দেখি কি ক'রে আপনার মেয়ে অন্য পাত্রে পড়ে।

শম্ভু। তা হ'লে এই জন্যেই আমাকে একঘোরে ক'রে রেখেছেন।

রাঘব। আমি একঘোরে ক'রবো কেন? আপনার ছেলে মুসলমানের

সঙ্গে একসঙ্গে খায়, আর সেই ছেলের সঙ্গে আপনি একসঙ্গে থাকেন, তাই আপনি সমাজচ্যুত—তা কি আপনি জানেন না ?

শম্ভূ। সেটাত হ'ল উপলক্ষ মাত্র, আসল কথাত এই ?

রাঘব। তা হ'লে আপনি কি বলতে চান যে আমি আপনাকে জব্দ ক'রছি ?

শম্ভূ। সেটা আপনিই মনে বুঝে দেখুন না।

রাঘব। দেখুন শম্ভূবাবু, একটু বুঝে কথা কইবেন।

শম্ভূ। আমায় মাপ করুন রায় মশায়। আপনার হাতে ধরে বলছি আমায় বাঁচান—গরীবকে জব্দ ক'রে আপনার বাহাদুরী নেই।

রাঘব। মিছি মিছি আমায় জ্বালাতন ক'রবেন না।

শম্ভূ। আপনার পায়ে ধরছি রায় মহাশয়, এ বিপদ থেকে আমায় উদ্ধার করুন।

রাঘব। পায়ে ধরেন কেন ? উপায় ত আপনাকে বলেছি। এ ছাড়া আর কোন উপায় আমার দ্বারা হবে না।

শম্ভূ। হা ভগবান ! মনে রাখবেন রায় মশায়, ভগবান আছেন—এর ফল একদিন আপনাকে পেতে হবে।

রাঘব। আচ্ছা—যান, এখন আমার বাড়ী থেকে যান।

শম্ভূ। আপনার বাড়ীতে কেউ কখনও কি আর ইচ্ছা ক'রে আসে ? নিতান্ত বিপদে ফেলেছেন, তাই এসেছিলাম।

[প্রস্থান]

কিনু। বেটার সাহস দেখুন। আপনার সঙ্গে কেউ কখনও মুখ তুলে কথা কইতে সাহস করে না, আর ও বেটা কি না যা ইচ্ছে তাই বলে গেল।

রাঘব। দেখুন না ভটচার্য্যি মশায়, মজাটা দেখুন না—ফের ওকে এসে আমার পায়ে ধরে মেয়ের বে দিতে হবে। যখন বুঝতেই পারছি দুদিন পরে দুজনের মধ্যে একটা সম্বন্ধ হবে, তখন আর মিছি মিছি কেন একটা চটা চটি করি। তা না হ'লে কি আর আমি চুপ ক'রে থাকি?

কিনু। আমিও ত তাই বলি যে আপনি কি অত লম্বা লম্বা কথা সহ্য করবার লোক। আচ্ছা, আপনি ওর মেয়ের সঙ্গে ছেলের বে দেবার জন্য এত ব্যস্ত হ'য়েছেন কেন? আপনার ছেলের বের জন্যে আবার ভাবনা? একবার মুখের কথা খসালে কত বেটা পায়ে ধরে এসে মেয়ে দিয়ে যাবে।

রাঘব। কি জানেন ভটচার্য্যি মশায়, মেয়েটী অতি সুশ্রী, আর ওরা ঘর খুব উঁচু—তা না হ'লে আমার ছেলের বের জন্যে আবার ভাবনা?

কিনু। আমিও ত তাই বলি—আপনার ছেলের বের জন্যে আবার ভাবনা?

রাঘব। যাক—আপনি না ওর পুরোহিত ছিলেন, আপনি একটু ভজন ভাজন দিয়ে দেখুন না।

কিনু। তার জন্যে আর কি—বলেন ত এখনি গিয়ে বেটাকে জপাই।

রাঘব। না, এত তাড়াতাড়ি কাজ নাই, সময় বিশেষে যাবেন এখন।

[উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মোহনলালের বৈঠকখানা।

মোহনলাল, রসময় ও গণপতি।

মোহন। কেমন হে, আজকের মালটুকু কেমন ?

রস। তুমি ত নিরিমিষ্যি, তোমার আর ভাল মন্দ জেনে লাভ ? খাও একটু, তখন বুঝবে কি মজা।

গণ। আচ্ছা মোহন বাবু, এমন সুধা হেন জিনিষ আপনি খান না কেন বলুন দেখি ?

মোহন। আমার বোঝবার ভুল।

রস। না হে, আর ভাল দেখায় না—এইবার একটু একটু চালাও। এতদিন অসুখের ভান দেখিয়ে এসেছ, কিন্তু এখন ত ভগবানের কৃপায় আর কোন অসুখ নেই, এখন আর খেতে দোষ কি ?

গণ। তা বই কি।

মোহন। আচ্ছা, আমাকে খাওয়াবার জন্য তোমাদের এত আগ্রহ কেন বল দেখি ?

রস। তুমি খেলে আমাদের একটু বেশী আমোদ হয়—এই আর কি।

মোহন। দেখ, কোন জিনিষেরই বেশী ভাল নয়, বেশী কিছুই বড় বেশী দিন থাকে না। ওহে, শিবে পাগলা যাচ্ছে না ? ডাক ত ডাক ত, একখানা গান শোনা যাক

[রসময়ের প্রস্থান]

গণ। (স্বগতঃ) আবার পাগল হাউড় এর ভেতর কেন বাবা? না, আজকের আমোদ সব মাটি।

(শিবু ও রসময়ের প্রবেশ)

মোহন। এস শিবু, বস—অনেক দিন তোমার গান শুনিনি।

শিবু। আমায় ছেড়ে দাও বাবা, অনেক কার্য—আমার কি বসা পোষায়?

মোহন। কি এমন কার্য হে শিবু?

শিবু। কাযের কি আর আমার তোমার মত নাম আছে যে দুট দশটা ক'রে দেব? আচ্ছা মোহনলাল, তুইত রগড় দেখছিস, রগড় ক'রছিস না কেন বল দেখি?

মোহন। ঐ টুকুই ঠিক বুঝতে পারিনি।

শিবু। বেশ, বেশ—না বুঝে থাকিস ত আর কখন বোঝবার চেষ্টাও করিস নি। এখন আমায় ছেড়ে দে, আমি যাই।

মোহন। কি কার্য না বললে ছাড়বো না।

শিবু। ও পাড়ার শম্ভু মুখুয্যেকে চিনিস?

মোহন। চিনি বৈকি।

শিবু। সে আজ তিন দিন জলস্পর্শ করেনি, বুঝি অনাহারে মরে।

মোহন। কেন, কি হ'য়েছে?

শিবু। কন্যাদায়। একেত ব্রাহ্মণ গরীব, তার উপর রাঘব রায় তাকে একঘোরে ক'রে রেখেছে, কাযেই মেয়ের বে কিছুতেই দিতে উঠতে পারছে না। তাই জাত যাবার ভয়ে আত্মহত্যা করবার চেষ্টায় আছে।

মোহন। গণপতি, কই তোমার মুখেত এ সব কিছুই শুনিনি।

শিবু। কোথায় সে ব্যাটা? আ মর, তোর বুড়ো বাপ দিন সাতবার গলায় দড়ি দিতে যাচ্ছে, আর তুই ব্যাটা এখানে বসে মদ গিলছিস?

গণ। খবরদার, ব্যাটা, মুখ সামলে কথা ক'স। জানিস, আমি অপমান হ'চ্ছি?

শিবু। আর তোর বাপ গলায় দড়ি দিতে যাচ্ছে, তাতে বুঝি তোর মান বাড়ছে।

মোহন। এ অন্যায় গণপতি, তোমার একটু লজ্জা করে না? ছি ছি, যাও, এখনি বাড়ী যাও।

[গণপতির প্রস্থান]

আচ্ছা শিবু, তুমি তার জন্য এত ব্যস্ত কেন?

শিবু। আমি গ্রামে গ্রামে তার দুঃখের কথা গেয়ে বেড়াব, তা হ'লে কি কেউ তাকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার ক'রবে না? দুনিয়ার সবাইত আর রাঘব রায় নয়। চল্লুম, আর দেরি ক'রবো না, তোরা বোস।

মোহন। শিবু, আমি তাঁকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার ক'রবো।

শিবু। কি ক'রে?

মোহন। আমি তাঁর মেয়েকে বে ক'রবো।

শিবু। সত্যি বলছিস?

মোহন। আমি কখন মিথ্যা অঙ্গীকার করি না শিবু।

শিবু। তবে চল্লুম। বুড়ো বামুনকে বাঁচালি মোহন, বুড়ো বামুনকে বাঁচালি। এ খবর পেলে সে হাতে স্বর্গ পাবে।

[শিবুর প্রস্থান]

রস। তুমি কি সত্যি সত্যিই বে ক'রবে নাকি ?

মোহন। যদি নিজেকে একটু জড়িয়ে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে বাঁচাতে পারি, তাতে দোষ কি ?

রস। তুমি ভুল বুঝেছ মোহনলাল। আমার কথা শোন, বে ক'রে জীবনের স্বাধীনতা নষ্ট ক'রো না।

মোহন। আমি ঠিক বুঝেছি ভাই—আমায় বাধা দিও না।

[প্রস্থান]

রস। আশা ভরসা সব ত গেল। এতদিন সব আমার হাতে ছিল—যা মনে ক'রতুম, তাই ক'রতুম—কিন্তু বে ক'রলে সে পথ ত বন্ধ। আচ্ছা, আমিও সহজে ছাড়ছি না।

[প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য।

শম্ভুনাথের বাটীর অন্দর।

যোগমায়া ও শম্ভুনাথের প্রবেশ।

যোগ। কোন উপায় হ'ল ?

শম্ভু। দুই উপায় আছে। এক সমাজকে পাঁচশ' টাকা দণ্ড দিতে হবে, আর গ্রামস্থ ব্রাহ্মণগুলিকে খাওয়াতে হবে। এতে সব সমেত খরচা প্রায় হাজার টাকা—তা আমার পক্ষে সম্পূ

অসম্ভব। আর এক কমলের সঙ্গে ওর ছেলের বে' দিতে হবে—তা আমি কিছুতেই পারবো না। যা আমাদের বংশে কেউ কখনও করেনি, তা আমি কিছুতেই পারবো না—তাতে যা হবার হ'ক।

যোগ। তা হ'লে এখন উপায়?

শম্ভু। উপায় তোমরা ক'রবে, আমাকে আর কোন ভাবনা ভাবতে হবে না।

যোগ। এ কি কথা গো?

(কাশীনাথের প্রবেশ)

শম্ভু। দাদা, সব শুনেছেন?

কাশী। হাঁ।

শম্ভু। ওর ছেলের সঙ্গে কমলের বে দিতে বলে।

কাশী। তার চেয়ে পাঁচশ' টাকা দণ্ড দেওয়া ভাল।

শম্ভু। আমার পাঁচকড়া কড়ি নেই, আমি কেমন ক'রে পাঁচশ' টাকা দিই বলুন?

কাশী। তুমি মনে ক'রলেই টাকার উপায় ক'রতে পার।

শম্ভু। কি ক'রে।

কাশী। তোমার অংশটুকু আমায় দাও, আমি তোমাকে পাঁচশ' টাকা দিচ্ছি।

শম্ভু। ওঃ—

কাশী। সেই টাকা নিয়ে তুমি অনায়াসে সমাজে উঠতে পার।

শম্ভু। দাদা, এই উপকারটুকুর জন্য আপনি এসেছেন? আচ্ছা, আজ যদি আমি আপনাকে আমার অংশ টুকু দিয়ে স্ত্রী

পুত্রের হাত ধরে গাছতলায় গিয়ে বসি, তাতে কি আপনার মান ছাড়বে?

কাশী। অত মান অপমান আমি বুঝি না ভাই, তোমার উপকারের জন্য আমি সদাই ব্যস্ত, তাই বলছিলাম। তা যখন তুমি রাজী নও, তখন আর কি বলবো বল। তোমার নেহাত অদৃষ্ট খারাপ।

শম্ভু। অদৃষ্ট নেহাত খারাপ না হ'লে সহোদর ভাই কখনও কি এই বিপদের সময় এসব কথা বলে?

কাশী। বিপদে পড়েছ বলেই ত বলছি, যদি বিপদ থেকে উদ্ধার হও। আমিও রায় মশায়ের হাতে পায়ে ধরে কিছু কম করিয়ে দিতে পারতুম। কিন্তু তুমি ত আর রাজী হ'চ্ছ না।

শম্ভু। দাদা, অনেক উপকার পেয়েছি, আর উপকারে কায নেই।

কাশী। বটে, তোমার মতিচ্ছন্ন হ'য়েছে—তবে মর।

[প্রস্থান]

শম্ভু। সেই আশীর্ব্বাদই করুন দাদা, যেন আমি মরি। শুনলে গিন্নি, মার পেটের ভায়ের কথা শুনলে?

যোগ। দুঃখ ক'রে আর কি ক'রবে বল।

শম্ভু। কিছু হবে না তা জানি—কিন্তু এখন করি কি, যাই কোথা? মেয়েটার মুখের দিকে চাইলে মনে হয় বিষ কিনে খাই।

যোগ। যা ভগবানের মনে আছে তাই হবে। দুঃখ ক'রে আর কি হবে বল। চল, এখন মুখে একটু জল দেবে চল।

নেপথ্যে। শম্ভু বাবু বাড়ীতে?

শম্ভু। ডাকে কে? বুঝি কেউ পাওনাদার এসেছে। (দেখিয়া) না—শিবে পাগলা। শিবু, আয় ভিতরে আয়।

(শিবুর প্রবেশ)

শম্ভু। খবর কি শিবু ?

শিবু। তোমার মেয়ের বের যোগাড় ক'রেছি, আর ভাবতে হবে না।

শম্ভু। সে কি কথা রে শিবু ? বোধ হয় তোর মাথাটা কি রকম ক'রে উঠেছে ?

শিবু। আরে ঠাকুর, শিবে মিছে কথা বলবার লোক নয়। তোমার মেয়েকে মোহনলাল বে ক'রতে রাজী আছে।

শম্ভু। দুঃখের উপর আর দুঃখ দিস্‌নি পাগলা, দুট আবোল তাবোল কথা ক' শুনি।

শিবু। ঠাকুর, আমার কথায় এতটুকুও খাদ নেই। আমার সঙ্গে এস, তা হ'লে প্রমাণ পাবে।

শম্ভু। আরে এও কি কখন সম্ভব ? আমি যে সমাজচ্যুত।

শিবু। অ্যাঃ—ঠাকুর, তুমি বড় গোলমাল লাগালে দেখছি। সে সব বলতে কি আমি বাকি রেখেছি, না সেই তা জানে না। তুমি এস আমার সঙ্গে এস।

শম্ভু। তুই সত্য বলছিস ?

শিবু। আবার গোলমাল ক'রছে, ভাল পাগল রে বাপু।

শম্ভু। শিবু, তোর অক্ষয় স্বর্গ হ'ক।

[উভয়ের প্রস্থান]

(ঘোষের ঝির প্রবেশ)

ঘোঃ-ঝি। বলি হ্যাঁগা, এই সময় ছোঁড়া কিনা আজ দুদিন বাড়ী

ছাড়া। আজ আসুক, ঝাঁটা মেরে তার মদ খাওয়া ঘোচাব। এমন ছেলেও গর্ভে ধরেছিলি বাছা।

যোগ। কি ক'রবো মা, সবই অদৃষ্টের দোষ। এখন ভালয় ভালয় কাজটা হ'য়ে গেলে বাঁচি।

[উভয়ের প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য।

রাঘব রায়ের বৈঠকখানা।

রাঘব রায় ও কিনুরাম।

রাঘব। এ কাযটা যেমন ক'রেই হ'ক আপনাকে করিয়ে দিতেই হবে। মেয়েটাকে দেখে বাড়ীর সকলেই বউ করবার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছে। শুনেছি মেয়েটি যেন লক্ষ্মীর মতন।

কিনু। সে দিন ত তার কথা শুনলেন—সে যে সহজে রাজী হয় বোধ হয় না।

রাঘব। টাকার কাছে সব নরম হ'য়ে যাবে। আপনাকে কিন্তু একটু বিশেষ চেষ্টা ক'রতে হবে। আপনি যদি পেড়াপিড়ি করেন, শম্ভু আপনার কথা কিছুতেই ঠেলতে পারবে না।

(কাশীনাথের প্রবেশ)

আসুন কাশীবাবু, বসুন—খবর কি বলুন।

কাশী। শম্ভু ত মেয়ের বের সব ঠিক ক'রে ফেললে।

রাঘব। উনি সমাজচ্যুত, ওঁর মেয়েকে বে ক'রতে রাজী হ'ল কে?

কাশী। শুনলুম ও পাড়ার মোহনলাল নাকি বে ক'রতে রাজী হ'য়েছে।

রাঘব। সেত ভাল কথাই, কি বলেন ভটচার্য্যি মশায়। একঘোরে হ'য়ে মেয়ের বে দিতে পারে দিক না। আচ্ছা, মোহনলাল কেন এ রকম অন্যায় কাযে রাজী হ'ল?

(মোহনলালের প্রবেশ)

মোহন। আজ্ঞে, আমি কাযটা তত অন্যায় বলে মনে ক'রছি না।

রাঘব। তুমি শম্ভুবাবুর মেয়েকে বে ক'রলে তোমাকেও একঘোরে হ'য়ে থাকতে হবে জান? দেশের ভেতর তোমার ঠাকুর একজন মানী ও মহাশয় ব্যক্তি ছিলেন, তাঁর ছেলে হ'য়ে তোমার এই রকম একটা সমাজবিরুদ্ধ কাযে প্রবৃত্ত হওয়া কি উচিত?

মোহন। কি দোষে তিনি সমাজচ্যুত? বোধ হয় গরীব বলে।

রাঘব। তাঁকে একঘোরে করা হ'য়েছে কেন তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদরকেই জিজ্ঞাসা ক'রতে পার।

কাশী। না হে মোহনলাল, রায় মশায় তাকে একঘোরে ক'রে সমাজের মর্য্যাদা রক্ষাই ক'রেছেন। ঐ ছেলেই হ'ল তার যত অপরাধের মূল।

রাঘব। তা হ'লে তুমি এখনও ওর মেয়েকে বে ক'রতে রাজী আছ?

মোহন। দিন পর্য্যন্ত ধার্য্য হ'য়ে গেছে। এখন কি হ'লে তিনি সমাজ-ভুক্ত হ'তে পারেন অনুগ্রহ ক'রে বলে দিন।

রাঘব। তার সঙ্গে এসব কথার আলোচনা হবে, তোমাকে আমি এ

সম্বন্ধে কি বলবো ?

মোহন। তবু শুনতে কিছু দোষ আছে কি ?

কিম্ব। তোমার এসব কথায় থাকা অন্যায় বাপু। তুমি তার মেয়েকে বে ক'রবে কর, এসব কথা নিয়ে আন্দোলন করবার অধিকার তোমার নেই।

(জনৈক চাষার প্রবেশ)

চাষা। ধর্ম্মাবতার, আর আমরা আপনার ছেলের অত্যাচার সহ্য ক'রতে পারি না। এর একটা উপায় করুন—তা না হ'লে আমাদের ঘর বাড়ী ছেড়ে পালাতে হবে।

রাঘব। কেন, কি হ'য়েছে ?

চাষা। হাড়ী নেই, মুচি নেই দিন রাত বোসে তাদের সঙ্গে তাড়ি খাচ্ছে, আর আমাদের উপর এসে অত্যাচার ক'রছে। বউ ঝি ত রাস্তা ঘাটে বেরুতে পারে না। ধর্ম্মাবতার, আমরা ছোটলোক বলে কি আমাদের ইজ্জত নেই ?

(রত্নেশ্বরের প্রবেশ)

রত্নে। তবে রে শালা, আবার নালিশ ক'রতে এসেছ। (প্রহার)

চাষা। দেখুন বাবু, দেখুন।

রাঘব। কি হ'য়েছে রতন ?

রত্নে। গণপতি ক'রেছে শালার উপর অত্যাচার, শালা কিনা আমার নামে মিছামিছি বলতে এসেছে।

রাঘব। বটে ! যা রতন, বেটাকে মারতে মারতে বাড়ীর বার ক'রে দে।

(প্রহার করিতে করিতে রত্নেশ্বরের চাষাকে লইয়া প্রস্থান)

শুনলে মোহনলাল, গণপতির আচার ব্যবহারের কথা শুনলে? এতেও তার ভগ্নীকে তোমার বে ক'রতে ইচ্ছা হয়?

মোহন। আপনার ছেলের অত্যাচারের কথাইত শুনলুম মশায়।

রাঘব। আমার ছেলে সে ছেলে নয়, অন্যায় অত্যাচারের দিকে নেই।

মোহন। তার প্রমাণ ত ঐ লোকটার মুখেই পেলেন।

রাঘব। ও সব ছোটলোক, ওদের কথা কি বিশ্বাস ক'রতে আছে?

মোহন। তা হ'লে চল্লুম মশায়, আমার অনেক কাজ আছে।

[প্রস্থান]

রাঘব। দেখলেন কাশীবাবু, ছোকরার বুকের পাটাটা একবার দেখলেন—আমার মুখের উপর কিনা চোটপাট জবাব দিয়ে গেল।

কাশী। শিক্ষিত নয় ত না হয় পয়সাই আছে।

রাঘব। উঠলেন যে?

কাশী। আজ্ঞে হঁা, একটু দরকার আছে।

রাঘব। তা হ'লে ভাইঝির বেতে খুব লুচিমণ্ডা খাচ্ছেন।

কাশী। সে দিন বোধ হয় ঘরে চাবি দিয়ে এসে আপনার এখানেই রাত কাটাতে হবে।

[প্রস্থান]

রাঘব। ভটচার্য্যি মশায়, এ বে কিছুতেই ঘটতে দেওয়া হবে না। আমার রতনের সঙ্গে ঐ মেয়ের বে দেবই দেব, এতে যদি আমায় সর্ব্বস্বান্ত হ'তে হয় তাও স্বীকার।

কিনু। তাইত, আপনি কি ক'রে ভরসা ক'রছেন কিছুই বুঝতে পারছি না।

রাঘব। একটা মতলব ঠাউরেছি বই কি—আপনাকে কিন্তু বরাবর আমার সহায় থাকতে হবে।

কিনু। আমি ত আপনার খেয়েই মানুষ, আমায় আর বেশী কি বলবেন।

রাঘব। তা হ'লে আর সময় নষ্ট ক'রে কায' নেই—আবার সব বন্দোবস্ত ক'রতে হবে।

পঞ্চম দৃশ্য।

শম্ভুনাথের বাটীর অন্দর।

শম্ভুনাথ, যোগমায়া ও কমলিনীর প্রবেশ।

শম্ভু। কমল সমস্ত দিন উপোস ক'রে আছে—যা হ'ক কিছু খেতে দাও।

যোগ। চল মা, একটু দুধ খাবে চল।

কম। না মা, আমি কিছু খাব না, আমার খেতে ইচ্ছা নেই।

শম্ভু। তাইত, পুরুতের কি করি? কেউ আসতে চায় না।

যোগ। সে যেমন ক'রে হ'ক হবে এখন, কিন্তু এদিকে বরের সঙ্গে যা হ'ক দুজন পাঁচজন আসবে ত—তার কি যোগাড় ক'রলে?

শম্ভু। কি ক'রবো তাই ভাবছি। পাঁচ টাকার জন্য দাদার হাতে পায়ে ধরলুম—কিছুতেই দিলেন না।

যোগ। কি বললেন?

শম্ভু। যা বললেন তা শুনলে কাণে আঙ্গুল দিতে হয়। বললেন মেয়ে বিক্রি ক'রে অত টাকা পাচ্ছ, আবার আমার কাছে কেন— আমি তোমায় পাঁচটা টাকা দিয়ে কি শেষে একঘোরে হব? আমি বললুম—দাদা, মোহনলাল আমার মেয়েকে দয়া ক'রে বে ক'রছে—কিনছে না। পাছে লোকে কোন কথা বলে তাই মোহনলাল শত ইচ্ছা স্বত্বেও আমাকে আর্থিক সাহায্য ক'রতে ভরসা করেনি। কিন্তু বড় দুঃখ হ'ল যে এ কথা প্রথমেই আপনার মুখে শুনতে হ'ল। তিনি আমার কথা শুনে রেগে ঘরে চাবি বন্ধ ক'রে চলে এলেন। রাস্তায় বেরিয়ে এসে দুটো পায়ে জড়িয়ে ধরে বললুম—দাদা, টাকা না দেন একবার দেখবেন শুনবেন আসুন। কিন্তু কিছুতেই শুনলেন না—গোঁ ভরে চলে গেলেন।

যোগ। তা হ'লে এখন উপায়?

শম্ভু। উপায় এখন ভগবান। না গিন্নি, আর সহ্য হয় না। পেটের জ্বালার ওপর এ জ্বালা আর সহ্য হয় না। তার উপর আবার ছেলের ভয়ে শশঙ্কিত হ'য়ে থাকতে হ'য়েছে—কখন মারে কখন কাটে। ঐ এক ভালমানুষের মেয়েকে নিয়ে এসে পেট ভরে খেতে দিতে পারি না, তার ওপর মেরে আধমরা ক'রচে। হা ভগবান, যাকে জ্বালাও তাকে কি এমনি ক'রে চিরকালই জ্বালাও।

যোগ। চল, মেয়ের বের পর এ দেশ থেকে চলে যাই।

শম্ভু। পৈতৃক ভিটে ছাড়তেও যে প্রাণ চায় না।

যোগ। এদিকে রাত ত প্রায় এক প্রহর হ'য়ে গেল—যা হ'ক একটা বন্দোবস্ত কর।

শম্ভু। যা ঘটীটা বাটীটা আছে দাও দেখি, বিক্রি ক'রে যদি কিছু পাই। হা ভগবান—

(যোগমায়ার প্রস্থান ও থালা ঘটী লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

যোগ। এই নাও।

(ঘোষের ঝির প্রবেশ)

ঘো-ঝি। বলি হ্যাগা, থালা ঘটী নিয়ে কোথায় যাচ্ছ ?

শম্ভু। বুঝতে পারছিস না ঘোষের ঝি—

ঘো-ঝি। থালা ঘটী রাখ—এই নাও নটা টাকা।

শম্ভু। তুই টাকা কোথায় পেলি ঘোষের ঝি ?

ঘো-ঝি। আমার অনেক দিনের ছিল গো, অনেক দিনের ছিল। মনে ক'রেছিলুম বের দিনে ঐ টাকাতে কমলকে আমার আঙ্গট্ গড়িয়ে দেব। তা বাপু আজ তিন দিন পেট কাপড়ে ক'রে ঘুরছি, পোড়া স্যাকরার আর দেখা পেলুম না। তা এখন নাও, তোমার হ'লে দিও—আমার কমলকে আমি আঙ্গট্ গড়িয়ে দেব। বাছাকে আমি কোলে পিঠে ক'রে মানুষ ক'রেছি—অমন টুকটুকে পা দুখানি শুধু থাকবে, তা কি আমি দেখতে পারি গা ?

শম্ভু। ঘোষের ঝি, তোকে কি বলে আশীর্ব্বাদ ক'রবো তা জানিনা।

যোগ। ঘোষের ঝি, কমল আমার নয়, তোমার—তুমিই যথার্থ কমলের মা। আমি তোমাকে আর কি ব'লে আশীর্ব্বাদ ক'রবো।

ঘো-ঝি। তোমাদের দেখছি আশীর্ব্বাদেরই ধুম পড়ে গেল। আমি এখন চললুম।

[প্রস্থান]

শম্ভূ। দেখলে গিন্নি। ইচ্ছা হয় দাদাকে ডেকে এনে দেখাই। তুমি নিশ্চয় জেনো ও না থাকলে আমরা এতদিন অনাহারে মারা যেতুম।

যোগ। ওকি, কিসের শব্দ হ'ল ?

শম্ভূ। বোধ হয় বর আসছে।

যোগ। না না, বাগানের দিকে যেন লোকের পায়ের শব্দ।

কম। আমার বড় ভয় ক'রছে।

যোগ। না মা, ভয় কি ?

শম্ভূ। ওকি, কারা আসছে ? তুমি কমলকে নিয়ে শিগ্‌গির পালাও—

(লাঠিয়ালগণের প্রবেশ)

কে তোরা, বাড়ীর ভেতর ঢুকেছিস ?

প্র-লাঠি। তোর বাবা। নে—বাঁধ, শিগ্‌গির বাঁধ।

শম্ভূ। কে তোরা ? চলে যা বলছি।

প্র-লাঠি। বাঁধ, ছুঁড়িকে বাঁধ—দাঁড়িয়ে রইলি কেন ?

যোগ। খবরদার আমার মেয়েকে ছুঁসনি।

শম্ভূ। খবরদার—

প্র-লাঠি। মার শ'লাকে—

শম্ভূ। দাদা, দাদা, আমায় মেরে ফেললে—

(রক্তাক্ত কলেবরে পতন)

প্র-লাঠি। বাঁধ, ও ছুঁড়িকে বাঁধ।

(আহত হইয়া যোগমায়ার পতন)

ক-২ —বাবা, আমায় ধরে নিয়ে যাচ্ছে, আমায় বাঁচাও। মা, আমায় বাঁচাও।

প্র-লাঠি। বাঁধ, বাঁধ—শিগ্‌গির বাঁধ।

(আঁস বঁটি লইয়া ঘোষের ঝির প্রবেশ)

ঘো-ঝি। তবেরে আঁটকুড়ীর ব্যাটারা—

(ঘোষের ঝিকে আঘাত)

ঘো-ঝি। বাবারে—(পতন)

[কমলিনীকে লইয়া লাঠিয়ালগণের প্রস্থান]

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সেরপুর জঙ্গল—দস্যুদুর্গ।

আনন্দময়ী সিংহাসনে উপবিষ্টা, সম্মুখে দিলিপ ও দস্যুগণ দণ্ডায়মান।

আনন্দ। এ খবর এতদিন পাওয়া যায়নি কেন?

দিলিপ। তুমি ত জান মা, উত্তর দিকে আমাদের যাতায়াত কম—কাযেই খবর পেতে একটু দেরী হ'য়েছে।

আনন্দ। সে ব্রাহ্মণের এখন অবস্থা কেমন?

দিলিপ। ব্রাহ্মণ অত্যন্ত গরীব—সমাজপতির অত্যাচারে সমাজচ্যুত হ'য়ে আছেন, তার উপর মেয়ের শোকে মরণাপন্ন।

আনন্দ। সমাজচ্যুত কি জন্য?

দিলিপ। তা আমি বলতে পারি না মা।

আনন্দ। হুঁ। তাঁর মেয়েকে কি বের রাত্রেই চুরি ক'রে নিয়ে গেছে?

দিলিপ। হাঁ মা।

আনন্দ। কে চুরি ক'রেছে সন্ধান পেয়েছ?

দিলিপ। যে গিয়েছিল সে তার কিছুই সন্ধান ক'রতে পারেনি।

আনন্দ। কোন অকর্ম্মণ্য লোককে না পাঠিয়ে, তোমার নিজের যাওয়াই উচিত ছিল না কি?

দিলিপ। মা, আমার অপরাধ হ'য়েছে—এখন কি ক'রতে হবে বল মা, আমি এখনই প্রস্তুত।

আনন্দ। কি ক'রতে হবে? সেই মেয়েটীকে যেমন ক'রে হ'ক উদ্ধার ক'রতে হবে। আর যে চুরি ক'রেছে তাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে।

দিলিপ। মা, আমি প্রতিজ্ঞা ক'রছি যেমন ক'রে পারি তাঁকে উদ্ধার ক'রবো।

আনন্দ। সে ভার আমি নিজে নিলুম। এখন সেই যুবককে এখানে নিয়ে এস।

[দিলিপের প্রস্থান]

আমাদের মন্ত্রের কথা মনে রেখো—'দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন'।

দস্যুগণ। মনে আছে মা, 'দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন'।

আনন্দ। সব সময়ে ঐ মন্ত্রমত কায ক'রবে।

(রসময়কে লইয়া দিলিপের প্রবেশ)

আনন্দ। আপনি কি জন্য আমার সঙ্গে দেখা ক'রতে এসেছেন?

রস। দেশের মঙ্গলের জন্য।

আনন্দ। স্পষ্ট ক'রে বলুন।

রস। শুনেছি আপনারা অত্যাচারী বড়লোকদের টাকা নিয়ে গরীবদের সাহায্য করেন। এই উদ্দেশ্য অতি মহত বিবেচনা ক'রে এই রকম প্রকৃতির একজন বড়লোকের সন্ধান আপনাদের দেবার জন্য আমি এখানে এসেছি। তিনি অসৎ উপায়ে অনেক টাকা নষ্ট ক'রছেন, কিন্তু দেশের গরীবদের দিকে একবার ফিরেও চান না।

আনন্দ। তা হ'লে তিনি অত্যাচারী নন। অসৎ উপায়ে টাকা নষ্ট ক'রছেন বলে আপনি আমাদের খবর দিয়ে তাঁর টাকা লুট করাবেন, এই আপনার উদ্দেশ্য ?

রস। সেই টাকা নিয়ে দেশের গরীবদের দান করেন, এই আমার ইচ্ছা।

আনন্দ। এতে আপনার লাভ ?

রস। আমার লাভালাভ আপনাদের বিবেচনার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

আনন্দ। তিনি কি আপনার কোন আত্মীয় ?

রস। না।

আনন্দ। তাঁর সঙ্গে আপনার আলাপ পরিচয় আছে ?

রস। আছে।

আনন্দ। তা হ'লে আপনি তাঁর সর্ব্বনাশ করবার জন্য এত ব্যস্ত কেন ?

রস। আমি একদিন পিতৃদায়ে পড়ে তাঁর কাছে কিছু টাকা ধার চেয়েছিলাম, তিনি আমাকে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দেন।

আনন্দ। হাঁ বুঝেছি—আর বলতে হবে না। সেই অপমানের

প্রতিশোধ নেবার জন্য আপনি আমাদের সাহায্যে তাঁর সর্ব্বনাশ ক'রতে চান—কেমন এইত ?

রস। হ্যাঁ, তাও বটে। আরও শুনেছি আপনাদের যে এ রকম খবর দেয়, তাকে আপনারা লুণ্ঠিত ধনের অর্দ্ধেক দেন।

আনন্দ। তাঁর সংসারের অবস্থা কেমন ?

রস। সংসারে তাঁর কেউ নেই—তিনি একা।

আনন্দ। তা হ'লে কি তিনি অবিবাহিত ?

রস। বোধ হয় এতদিনে তাঁর বিবাহ হ'য়ে গিয়েছে।

আনন্দ। সে কি রকম ? এত খবর জানেন আর এ খবর জানেন না।

রস। রমাপুরের এক সমাজচ্যুত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহের ঠিক হ'য়েছে শুনে আমি এখানে এসেছি ; বোধ হয়, এত দিনে বিবাহ হ'য়ে গিয়েছে।

আনন্দ। দিলিপ, বুঝেছ ?

দিলিপ। হাঁ মা।

আনন্দ। আমাদের যতদিন না কায শেষ হয়, ততদিন আপনাকে এখানে থাকতে হবে।

রস। কেন, আমি মনে ক'রলেই আসতে পারি। আর আমার সংসার রয়েছে, এখানে থাকলে চলবে কেন ?

আনন্দ। সে ভার আমাদের। এখন কিছুকালের জন্য আপনি সেরপুর জঙ্গলে বন্দী হ'লেন। জঙ্গলের ভিতর যেখানে ইচ্ছা আপনি যেতে পারবেন, কিন্তু বাইরে নয়।

রস। কেন, বন্দী ক'রছেন কেন ?

আনন্দ। এখন নয়—পরে জানতে পারবেন।

রস। কতদিন বন্দী হ'য়ে থাকতে হবে ?

আনন্দ। যত দিন না আমাদের কায শেষ হয়। দিলিপ, মার পূজার সময় হ'য়েছে :

দস্যুগণ। জয় মা আনন্দময়ীর জয়।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

গ্রাম্যপথ।

দুইজন লোকের প্রবেশ।

প্র—লোক। আচ্ছা, ব্যাপার কি বল দেখি ভাই, কিছুই ত বুঝতে পারছি না।

দ্বি—লোক। ব্যাপার আর কি—বের দিন লোপাট। আহা, বুড়ো বামুনের মুখের দিকে চাইলে চোখে জল আসে।

প্র—লোক। আচ্ছা, চুরি ক'রলে কে ?

দ্বি—লোক। কি ক'রে জানবো বল। যারা নিয়ে গেছে, তারা কি আর পরিচয় দিয়ে গেছে।

প্র—লোক। তা না হ'ক, একটা অনুমানে ত বোঝা যায়।

দ্বি—লোক। অনুমান ক'রে দাওয়ান বাড়ী আর ঘর কে ক'রবে বল। যাদের ইচ্ছা গেছে তারা নিয়ে গেছে।

প্র—লোক। গ্রামের একটি লোকও বুড়ো বামুনের সঙ্গে একটি কথা কয়েও সাহায্য করে না।

দ্বি—লোক। আপনার মায়ের পেটের ভায়েরই যখন ঐ রকম ভাব, তখন আর পরের কথা কেন বলছো ভাই।

প্র - লোক। সত্যি কথা বলতে কি আজকাল পরেই বরং উপকার করে—আপনার লোক সর্ব্বনাশ ক'রতেই চেষ্টা করে।

দ্বি—লোক। দেশের অবস্থা ত দেখছো—কে কার খবর নেয় তার ঠিক নেই। চোর করেন সাধের বিচার। যে দাওয়ানের পেট-ভরাতে পারবে, তার সাতখুন মাপ।

প্র—লোক। চুপ কর ভাই, পথে ঘাটে অত চেঁচিয়ে ও সব কথা ক'সনি—যে দিন কাল পড়েছে।

দ্বি—লোক। দেখ, দেখ—শিবু পাগলা কেমন সেজে গুজে আসছে দেখ—

(শিবুর প্রবেশ)

বলি ও শিবু, যাচ্ছ কোথায় ?

শিবু। কৈলাসে।

দ্বি—লোক। কেন—কি দুঃখে ?

শিবু। দুনিয়ায় অনেক খুঁজে খুঁজে দেখলুম, শান্তির সংসার একটাও পেলুম না—তাই কৈলাসে যাচ্ছি।

প্র—লোক। সেখানে কেন ?

শিবু। সেখানে মিতে' বলে পড়ি গিয়ে, দেখি দয়া ক'রে যদি আমায় স্থানটা দেয়। আর সেও বুড়ো হ'য়েছে, পারে না—উপযুক্ত লোকও খুঁজে বেড়াচ্ছে। এই সময় গিয়ে পড়ি, যদি লেগে যায়।

প্র—লোক। তা না হয় হ'ল—কাঁধে ও গিরগিটে কেন ?

শিবু। বোঝ না ত বাবা, একেবারে নতুন হ'য়ে গেলে ত আর চলবে না—কিছু শিক্ষা ক'রে যাওয়া চাই।

দ্বি—লোক। কি শিক্ষা ক'রেছ ?

শিবু। সে যেমন ফণীভূষণ হ'য়ে কৈলাস পর্ব্বতে বসে তপ জপ ক'রেছে, আমিও তেমনি গিরগিটিভূষণ হ'য়ে বেনে মুচির পাঁজার উপর বসে জপ তপ ক'রেছি। মনে ক'রেছিলুম আর কিছুদিন তপ জপ ক'রে এই গিরগিটিগুলি ছেলেতে দাঁড় করিয়ে তবে গিয়ে কৈলাসে উঠবো। কিন্তু তা আর হ'ল না—আগেই বেরিয়ে পড়তে হ'ল। যাই—যদি মিতের দয়া থাকে, তা হ'লে কৈলাসে উঠতে উঠতেই গিরগিটেরা চক্কর ধরবে। আর তা যদি না থাকে, তা হ'লে মিতের হাতে পায়ে ধরে উপস্থিত জল ঢোঁড়া করিয়ে নেব—তার পর গাঁজাটা ভাংটা তৈরি ক'রে দিতে দিতেই সন্তুষ্ট হ'য়ে বলবে এখন, আমার বরে তোর ঢোঁড়া গোখরো হ'ক। ব্যস, তা হ'লেই মেরে দিলুম আর কি।

দ্বি—লোক। কিন্তু এগুলি ছেলে হবার আগে নেবে এলে কেন?

শিবু। এত শিগ্‌গির শেষ হ'ত না—তবে পাঁজার উপরেও যে গোলমাল, তাতে কান পাতা যায় না। জপ হওয়া দূরে থাকুক, ওঠা নাবা ক'রতে ক'রতেই প্রাণ বেরিয়ে যায়।

প্র—লোক। কি রকম গোলমাল?

শিবু। এই তুই এর চেয়ে সবল, একে এমনি মারলি যে এ হাউ হাউ ক'রে কাঁদতে লাগলো। আবার ধর তোর চেয়ে আর একজন বলবান তোকে এমনি জব্দ ক'রলে, যে প্রাণের দায়ে চীৎকার ক'রে তুই জগতটাকে ফাটিয়ে ফেলতে লাগলি। এই রকম ভাবেই চলছে।

প্র—লোক। এ রকম কেন হয় শিবু?

শিবু। কার দোষ কার গুণ কিছু বুঝতে পারছি না বলেই এই সব ধোকড়া ধুকড়ি জড়িয়ে কৈলাসে চলেছি। দেখি, সেখানে গিয়ে যদি কিছু বুঝতে পারি।

প্র—লোক। তা হ'লে একটা গান শুনিয়ে দিয়ে যা—অনেক দিন তোর গান শুনিনি।

শিবু। গান শুনবি? আচ্ছা শোন।

গীত।

মন তুমি আর বুঝবে কবে।
তোমার ষোল কড়াই কানা ভবে।
ঘুরছো তুমি চতুর্দ্দিকে আপন আপন ক'রে সবে,
চেঁচিয়ে তুমি হ'চ্ছ সারা ধরাটাকে আপন ভেবে।
(ভাবছো) আমার পুত্র আমার দারা
আমার সবই আমার রবে,
ধন রতন বিষয় ভবন আমার জিনিষ আর কে নেবে।
চক্ষু মিলে দেখনারে ঠিকে জমির ফসল সবে।
(তোর) খেত ভরা সব রবে পড়ে
(যবে) পাট্টাখানির মেয়াদ যাবে।
(তখন) আপন ভরা ধরা থেকে
তুমিই তোমার চলে যাবে।
আপন জেনে শেষের দিনে কেউ না তোমার সঙ্গী হবে।
পাগল শিবে বলেরে মন (তুমি) মায়ার বশে সব হারাবে,
দিন থাকিতে ভাব তাঁরে অন্তের ভয় আর নাহি রবে।

[প্রস্থান]

প্র—লোক। দেখ, শিবু একটা যে সে লোক নয়।

দ্বি—লোক। সে আমি অনেক দিন জানি। এখন চল যাওয়া যাক, রাস্তায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে কাটালুম।

[উভয়ের প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য।

শম্ভুনাথের বাটীর অন্দর।

শম্ভুনাথ, যোগমায়া ও ঘোষের ঝি।

শম্ভু। গিন্নি, এই অসুখেতেই আমার শেষ হবে।

যোগ। তুমি কথা কোয়ো না, বেশী কথা কইতে বদ্যি বারণ ক'রে দিয়েছে।

ঘো-ঝি। হ্যাঁগা, তা হ'লে কি আর কমলকে দেখতে পাব না? আমাদের কি সর্ব্বনাশ হ'ল গা? কে এমন সর্ব্বনাশ ক'রলে গা?

শম্ভু। ঘোষের ঝি, দুদিন পরে আর কাকেও দেখতে পাবে না— সব শ্মশান হবে।

ঘো-ঝি। বালাই—ও কথা কি বলতে আছে।

যোগ। ভগবান, এত দুঃখ দিয়েও কি তোমার আশা মিটলো না? আহা, সোণার প্রতিমা আমার কোথায় বিসর্জ্জন দিলুম।

শম্ভু। ছেলেটাত আজ দুদিন বাড়ী আসেনি। ঘোষের ঝি, কোথায় আছে কিছু সন্ধান পেয়েছ?

ঘো-ঝি। শুনে এলুম মদ খেয়ে রাস্তায় রাস্তায় হৈ হৈ ক'রে বেড়াচ্ছে।

শম্ভু। ঘোষের ঝি. এত লোক মরে, আমি কেন মরি না বলতে পার ?

যোগ। আবার কথা কইছো, অসুখ বাড়বে যে।

শম্ভু। না গিন্নি, আমি বুঝেছি ভগবান আমাকে মেরেও সুখী ক'রবেন না। আমাকে বিষ এনে দিতে পার ?

ঘো-ঝি। কার বুকে আমরা ভাতের হাঁড়ি উলিয়েছি যে বান্ধবলেরা এত দুঃখ দিচ্ছে। কালই দাওয়ান বাড়ীর সুমুখে দাঁড়িয়ে গালাগাল দিয়ে ভুত ছাড়িয়ে দেব। দেখি, আমার কমলকে পাওয়া যায় কি না।

যোগ। ভগবান যখন দুঃখ দেন তখন মানুষ কি তার কোন প্রতিকার ক'রতে পারে ঘোষের ঝি ? কার উপর রাগ ক'রবে বল।

শম্ভু। খুব দাদা পেয়েছি কিন্তু গিন্নি। বাড়ীর পাশে যদি একটা কুকুর থাকে, সেও বোধ হয় এ বিপদে এসে একবার উঁকি মারে। কিন্তু উনি আমার মার পেটের ভাই হ'য়ে এত বিপদেও আমার বাড়ী মাড়ালেন না। হা ভগবান!

ঘো-ঝি। ওর ভয় পাছে ও একঘোরে হয়।

শম্ভু। ভাগ্যি মোহনলাল ছিল, তাই রক্ষে—তা না হ'লে আমাদের এত দিন কি হ'ত ভাবতে পারিনি।

(মত্ত অবস্থায় গণপতির প্রবেশ)

গণ। লে আও, রূপিয়া লে আও—নেশা ছুটে যায়, শিগ্‌গির টাকা দাও।

ঘো-ঝি। বেরো বাড়ী থেকে, হাড় হাবাতে। বাড়ীর এই ব্যাপার, আর তোর কিনা আমোদ বিঁধেছে।

গণ। চুপ্ রও হারামজাদি। রূপেয়া লে আও।

যোগ। একটা পয়সার জন্যে মিছরি আসে না, আর তোর এই রকম করা কি ভাল দেখায়? যা, ঘরে গিয়ে শুগে যা—চেঁচামেচি করিস নি—কত্তার বড় অসুখ।

গণ। ওসব আমি বুঝি না—টাকা দাও, সুপুত্র হ'য়ে যাচ্ছি।

যোগ। টাকা কোথায় পাব?

গণ। তোর বাবাকে দিতে হবে।

শম্ভূ। দূর হ' বাড়ী থেকে।

গণ। টাকা দাও, দূর হ'চ্ছি। টাকা না পেলে আজ খুনোখুনি ক'রবো।

ঘো-ঝি। তবে রে হাড়হাবাতে—বেরো বাড়ী থেকে।

গণ। চুপ রও, এই ও বুড্ডা মাগী।

(ঘোষের ঝিকে পদাঘাত ও ঘোষের ঝির পতন)

শম্ভূ। বেরো—দূর, হ'। অমন ছেলে এখুনি মরুক।

যোগ। ক'রলি কি রে? অ্যাঁ—বুড়ো মানুষকে এমনি ফেলে দিলি যে অজ্ঞান হ'য়ে গেল? বেরিয়ে যা বাড়ী থকে—এখানে মাতলামি করিস নি।

গণ। টাকা দিবিত দে, না হ'লে আজ সব খুন ক'রবো।

যোগ। কোথায় টাকা পাব?

গণ। টাকা দেবে না? আচ্ছা, দেখি টাকা বেরোয় কি না।

(যোগমায়াকে পদাঘাত ও শম্ভূর গলা ধরিয়া ছুরি বাহির করিয়া)

টাকা দাও বলছি, না হ'লে খুন ক'রবো। অনেক টাকা কমলির বের জন্য রেখেছো।

শম্ভূ। গেলুম—গেলুম।

(সরস্বতীর প্রবেশ)

সর। ছেড়ে দাও বাবাকে।

গণ। তোর বাবাকেলে বাবারে হারামজাদি ? (সরস্বতীকে পদাঘাত) এখনও বলছি টাকা দাও।

শম্ভূ। দাদা! দাদা! খুন ক'রলে।

গণ। যে আসবে তাকে খুন ক'রবো। হয় টাকা দাও, না হয় মর।

শম্ভূ। বাবা'রে—গেলুম।

গণ। এখনও ন্যাকামি ? তবে সত্যি সত্যি মর।

(মোহনলালের প্রবেশ ও গণপতিকে ভূতলে নিক্ষেপ)

গণ। খবরদার শালা, ছাড় বলছি।

মোহন। আবার ?

(সকলের মুখে জল সিঞ্চন)

গণ। আচ্ছা শালা, তোমাকে দেখে নেব।

শম্ভূ। কে, মোহনলাল ? বাবা—বাবা—

মোহন। ভয় নেই, আগে একটু সুস্থ হ'ন।

শম্ভূ। সকলকেই মেরে অজ্ঞান ক'রে ফেলেছে।

মোহন। ভয় নেই—সকলেই সুস্থ হবেন।

চতুর্থ দৃশ্য।

বনমধ্যস্থ ভগ্ন অট্টালিকা।

কমলিনী ও গয়লা বউ।

গ—বউ। বেশ মন খুলে কথা কও না মা। এই এতদিন এখানে আছ, একটী দিনও মন খুলে কি হেসে কথা কইলে না। অমন পদ্মের মত মুখখানি হাসি না হ'লে কি মানায়?

কম। কি সুখে হাসবো গয়লা বউ—হাসির পথ কি আর রেখেছ? জানি না বাবা মা কেমন আছেন—হয়ত কেঁদে কেঁদে এতদিন মরে গেছেন। আমার কেন মরণ হয় না গয়লা বউ?

গ—বউ। আজকের দিনে কেঁদ না মা। আজ শুভদিন—আজ কাঁদলে তোমারও অকল্যাণ হবে, আর রতন বাবুরও অকল্যাণ হবে। আজ হাসলে দুজনে চিরকাল হেসে কাটাবে।

কম। কিসের শুভদিন গয়লা বউ?

গ—বউ। ওমা, তা শোননি? আজ যে তোমার বে গো। এ শুভ কাজটা যদি তোমার বাপেতে আর রায় কর্ত্তাতে মিল হ'য়ে হ'ত, তা হ'লে আজ গ্রামে হৈ হৈ পড়ে যেত। কত বাজনা, কত লোকজন আসতো, তার কি কিছু ঠিক আছে।

কম। আজ আমার বে? কার সঙ্গে জানিস গয়লা বউ?

গ—বউ। ওমা, সে কি কথা গো? রতন বাবুর সঙ্গে।

কম। আমার বে চিতার সঙ্গে।

গ—বউ। ওমা, চিতা আবার কে গো—নূতন বাবুর ডাক নাম বুঝি ? তা আমি কেমন ক'রে জানবো মা।

কম। চিতার ডাক নাম চুলো।

গ—বউ। কি বল বাছা, কিছু বুঝতে পারিনি। চুলো ত উনুনকে বলে—তার সঙ্গে আবার বে কি। এমন ছিষ্টিছাড়া কথা ত কখনও শুনিনি।

কম। আমার বে হবে শ্মশানের চুলোর সঙ্গে। কেমন সুখের বে বল দেখি গয়লা বউ ? একদিনের সংসার একদিনেই ছাই হ'য়ে যাবে।

গ—বউ। কি অমঙ্গুলে কথাই বল মা। কোথায় আজ কার্ত্তিকের মত স্বামী পাবে, আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে বেড়াবে—তা না হ'য়ে চোখ নদীনালা ক'রছো, আর কেবল ঐ কথাগুলো বলছো। কেন, আমাদের কি বে হয়নি বাছা ?

কম। গয়লা বউ, আজ যদি তোমাকে এই রকম বয়সে এই বনের ভিতর ভাঙ্গা বাড়ীতে রেখে একজনের সঙ্গে জোর ক'রে বে দিত, তা হ'লে তুমি কি ক'রতে ? তোমার মুখে কি হাসি বেরুত—না কেঁদে কেঁদে দিন কাটাতে ?

গ—বউ। এত গয়না দেবে বললে কি আর আমার কান্না আসতো মা। তোমার যে কেন এত কান্না পায় তা বলতে পারি না। এত গয়না পাবে, বড়লোকের বউ হবে, কার্ত্তিকের মত স্বামী পাবে, এতেও তোমার আহ্লাদ হয় না ? আমরা হ'লে আহ্লাদে কিছু খেতে পারতুম না—বোধ হয় হেসে হেসে মরে যেতুম।

কম। তুমি হেসে মরতে, আমি না হয় কেঁদে কেঁদে মরছি।

গ—বউ। ছি মা, অমন ক'রতে আছে কি। শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে

প্রায় পনের ষোল বছর বয়স হ'ল, এখন সব বুঝতে সুঝতে পার ত। রতন বাবুর সঙ্গে বে হ'লে কত সুখে থাকবে, কত সোণা দানা পরবে, কত ঝি চাকর তোমার হুকুম শুনবে। তখন বুঝবে গয়লা বউ যা বলেছিল তা ঠিক।

কম। আচ্ছা গয়লা বউ, তুই আমাকে ছেড়ে দে দেখি, আমি চলে যাই—তা হ'লে আমি সুখী হব।

গ—বউ। কি বল বাছা। তোমাকে এই বনে একলা ছেড়ে দিয়ে কি আমি বাঘ ভাল্লুকের পেট ভরাব। ঐ দেখ কারা আলো নিয়ে আসছে—বুঝি তোর বর আসছে। ওমা, সত্যিই যে গো।

কম। গয়লা বউ, আমি আড়ালে যাই—

(কমলিনীর প্রস্থান ও অপর পার্শ্ব হইতে রাঘব রায়, রত্নেশ্বর, কিনুরাম, নাপিত ও দুইজন পাইকের প্রবেশ)

গ—বউ। এলে না বাঁচালে বাপু—আমি আর এ বনের ভিতর একলা থাকতে পারি না।

রাঘব। আর থাকতে হবে না।

গ—বউ। যে মেয়ে বাপু, দিন রাত ঘেন ঘেন ক'রছে—কিছুতেই বে ক'রতে রাজি নয়।

কিনু। মন্তরের চোটে রাজি হবে। নাও, আসন টাসন সব পেতে ফেল—লগ্নের আর দেরী নেই। কাজ যত শিগ্গির মিটে যায় ততই ভাল।

রাঘব। তা বই কি—এ সব শুভ কায শীঘ্রই সম্পন্ন হওয়া উচিত।

কিনু। তা হ'লে ঐ একটা মস্ত কায পড়ে রইল।

রাঘব। সে ভয় নেই। কাল বর কনে বরের মামার বাড়ী পাঠিয়ে

দেব। এর মধ্যে শম্ভু বাবুকে জাতে তুলে নিয়ে, রটিয়ে দেব ছেলের মামার বাড়ীতে বে হ'য়ে গেছে।

কিনু। সে বেশ কথা। দে রে দে, কোশাকুশি দে। বোস বাবা রতন, ঐ আসনে বোস। কই, কনেকে নিয়ে এস।

রাঘব। কোথায় গেলে মা, এধারে এস। ভয় কি—আমি তোমার বাপের মত—এধারে এস।

(কমলিনীর প্রবেশ)

কম। (রাঘব রায়ের পদতলে পড়িয়া) সত্যি সত্যি যদি আপনি আমাকে মেয়ের মত দেখেন, তা হ'লে আমাকে বাড়ীতে রেখে আসুন।

রাঘব। এ কি কথা বল মা—তোমাকে আমি বউ ক'রবো, কত গয়না দেব। ছিঃ, অমন ক'রতে নেই—ঐ আসনে বোস

কিনু। বোস মা, বোস—লগ্ন বয়ে যাবে।

কম। না, তা কিছুতেই হ'তে পারে না। তা যদি হ'ত, তা হ'লে বাবা আপনার কথায় মত দিতেন।

রাঘব। হবে না কি বল? তোমাকে লুকিয়ে নিয়ে এলুম বে হবার জন্যে—আর হবে না।

কম। হ'তে পারে না। একজনের দুই স্বামী হ'তে পারে না।

রাঘব। একজনের দুই স্বামী কি?

কম। আমি একজনের বাগ্‌দত্তা পত্নী—আমার আবার বে হ'তে পারে না।

রাঘব। ন্যাকামি রাখ—এদিকে এস—ঐ আসনে বোস।

কম। না, তা কিছুতেই হ'তে পারে না—আমায় ছেড়ে দিন।

রাঘব। আহা, বড় সরল কথাই বললে। নাও বোস, তা না হ'
জোর ক'রে বসাব—দেখি কে তোমায় রক্ষা করে।

কম। না, আমি বসবো না।

কিনু। দেখ, অবাধ্য হ'য়ো না—বোস।

রাঘব। বোস বলছি—রাগ বাড়িয়ো না।

কম। না, আমি বসবো না।

রাঘব। তবে রে বেটি! ধর শঙ্করা বেটিকে। ভটচায্যি মশায়, মন্তর পড়ুন।

কম। কে কোথায় আছ রক্ষা কর—

রাঘব। জোর ক'রে নিয়ে বসা।

কম। কে কোথায় আছ—

(আনন্দময়ীর প্রবেশ)

আনন্দ। ভয় নাই বোন! ছাড়, হাত ছাড়। এস বোন, আমার কাছে এস।

রাঘব। কে তুমি? বুঝেছি, এ সব মোহনলালের চালাকি। রামা, শঙ্করা, ধর বেটিকে।

(পাইকগণের আনন্দময়ীকে ধরিবার চেষ্টা)

আনন্দ। সাবধান!

কিনু। আঁ্যা, এ শুভকাযটা মাটি ক'রে দিলি কে তুই?

আনন্দ। আমার পরিচয় শুনবে? আমার নাম আনন্দময়ী।

(সকলের পলাইবার চেষ্টা ও কিনুরামের গড়াইতে গড়াইতে গিয়া রাঘবরায়ের পার্শ্বে আশ্রয় গ্রহণ)

রাঘব। তুমি আনন্দময়ী ? মিথ্যা কথা—সে অমন যেথা সেথা যায় না। আমার কাছে জোচ্চুরি খাটছে না।

আনন্দ। খবরদার—

(বংশীধ্বনি ও কতিপয় দস্যুর প্রবেশ)

সব বন্দী কর।

কিনু। রায় মশায়, বাঁচান রায় মশায়—আমার অসামাল হবার যোগাড় হ'য়েছে।

গুভে। বাবা, আর বেতে কায নেই—বাঁচাও বাবা।

রাঘব। আপনাকে চিনতে পারিনি মা, আমাদের ক্ষমা করুন—মারবেন না।

আনন্দ। হত্যা করা আমার ধর্ম্ম নয়। কিন্তু যদি অঙ্গীকার কর আর কখনও কারুর উপর অত্যাচার ক'রবে না, আর সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে সমাজভুক্ত ক'রবে, তা হ'লে তোমাদের নিষ্কৃতি দেব। তা না হ'লে সেরপুর জঙ্গলে চিরকাল বন্দী হ'য়ে থাকতে হবে।

রাঘব। হ্যাঁ মা, অঙ্গীকার ক'রছি।

কিনু। একটু চেঁচিয়ে বলুন রায় মশায়, মা শুনতে পাননি।

রাঘব। হাঁ মা, আমি অঙ্গীকার ক'রছি।

আনন্দ। দাও, সকলকে ছেড়ে দাও। কিন্তু মনে থাকে যেন অঙ্গীকার ভঙ্গ ক'রলেই আবার আমার সঙ্গে দেখা হবে। এস বোন, আমার সঙ্গে এস।

[আনন্দময়ী, কমলিনী ও দস্যুগণের প্রস্থান]

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

শম্ভুনাথের বহির্বাটি।

রাঘব রায়, কাশীনাথ, কিনুরাম ও শম্ভুনাথ।

রাঘব। কি বলেন শম্ভুবাবু, এতে আপনি রাজি আছেন ?

শম্ভু। মড়ার উপর আর কেন খাঁড়ার ঘা দেন মশায়।

কাশী। কেন, আমার কাছ থেকে তুমি পাঁচশ' টাকা নাও না—আমিত দিতে প্রস্তুত।

রাঘব। মোট কথা সমাজের মর্য্যাদা না রাখলে কিছুতেই আপনাকে সমাজভুক্ত ক'রতে পারি না।

শম্ভু। আর আমি সমাজভুক্ত হ'তে চাই না মশায়। যার জন্য আপনার হাতে পায়ে ধরেছিলুম, সেই কমলকে আমার ডাকাতে নিয়ে গেছে—আমার পাঁজরা ভেঙ্গে গেছে। এখন আমার সমাজে ঘৃণা হ'য়েছে, মনে ঘৃণা হ'য়েছে, প্রাণে ঘৃণা হ'য়েছে। আর আমার যন্ত্রণা দেবেন না।

রাঘব। কে বললে আপনার মেয়েকে ডাকাতে নিয়ে গেছে? টাকার জন্য আপনি তাকে কোন নগরে বেশ্যাবৃত্তি ক'রতে পাঠিয়েছেন। কেমন ভটচার্য্যি মশায়, এই না?

কিনু। আজ্ঞে হাঁ, এই রকমইতো বাজার গুজব।

শম্ভু। জ্বলে গেল—জ্বলে গেল। দাদা, আপনি কি ক'রে এসব সহ্য ক'রছেন?

রাঘব। অবশ্য আপনি ভদ্রলোক—বিপদে পড়েছেন। যাতে আপনি এ বিপদ থেকে মুক্ত হন, সেই জন্যই আমরা এখানে উপযাচক হ'য়ে এসেছি। কিন্তু আপনি সৎপরামর্শ কিছুতেই শুনবেন না, তা আমরা কি ক'রবো।

কাশী। রায়মশায় কিছু অন্যায় কথা বলছেন না শম্ভু।

কিনু। না, অন্যায় কথা বলবার লোকই রায়মশায় নন।

শম্ভু। উঃ—ভগবান, এই সংসার! আমায় মাপ করুন, আপনাদের কথা অনুযায়ী কায করবার উপায় আমার নেই—আপনাদের যা ইচ্ছা হয় করুন।

রাঘব। অন্যায় কথা বলেন কেন শম্ভুবাবু—একি আমাদের ঘরের কথা। সমাজের মত অনুযায়ী কায ক'রতে হবেত।

শম্ভু। আমাকে এত কষ্ট দিয়েও কি সমাজের মনঃপুত হয়নি?

রাঘব। আমরা অত বুঝিনা মশায়। দণ্ড দিন—তা না হ'লে সমাজের হুকুম আপনাকে গ্রাম ত্যাগ ক'রতে হবে।

শম্ভু। অ্যাঁ—আমাকে বাস্তভিটে থেকে তাড়িয়ে দেবেন?

রাঘব। হাঁ, সমাজের এই রকম ইচ্ছা।

শম্ভু। রায়মশায়, আপনার পায়ে পড়ি আমাকে বাস্তভিটে ছাড়া ক'রবেন না।

কাশী। নিজের দোষে বাস্তুছাড়া হবে, তা আর কে কি ক'রবে বল। আমিত বলছি আমার কাছ থেকে তুমি পাঁচশ' টাকা নাও। তুমি ছোট ভাই, তোমার যাতে ভাল হয় তাই ক'রবো—আমি কি আর তোমার মন্দর চেষ্টায় যাব ?

শম্ভু। দাদা, আমাকে একটা কড়িও দিতে হবে না, আপনি স্বচ্ছন্দে আমার ভিটে নিন। কিন্তু আমার জন্মভূমি যে পরে মাড়াবে, তা প্রাণ থাকতে আমি কিছুতেই দেখতে পারবো না।

কাশী। তা তুমি ছোট ভাই, তোমাকে আমি ফাঁকি দিয়ে নিতে চাই না—আমি ন্যায্য দাম দিয়ে ওটুকু কিনতে চাই।

শম্ভু। দাদা, আমার মাথা ঘুরছে—আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

রাঘব। আমি আর বেশী সময় নষ্ট ক'রতে পারি না, আমায় যা হয় একটা সাফ জবাব দিন।

শম্ভু। না, আমি পারবো না—জন্মস্থান ত্যাগ ক'রতে পারবো না।

রাঘব। তা হ'লে সমাজকে হাজার টাকা দণ্ড দিন।

(মোহনলালের প্রবেশ)

মোহন। আচ্ছা মশায়, শম্ভুবাবু হাজার টাকা দণ্ডই দেবেন।

কাশী। শম্ভু টাকা পাবে কোথায় ?

মোহন। সে কথা পরে হবে। এখন সমাজপতি মশায়, টাকা কখন চাই ?

রাঘব। দণ্ড দিতে হয় শম্ভুবাবু গিয়ে সমাজের সামনে দেবেন—তোমার সঙ্গে এ বিষয়ে কোন কথা কইতে চাই না। আসুন ভটচায্যি মশায়।

[রাঘব রায় ও কিনুরামের প্রস্থান]

কাশী। দেখ মোহনলাল, আমি বুঝতে পেরেছি. তুমি আমার ভাইকে টাকা দান ক'রছো।

মোহন। তাই যদি হয়, তাতে দোষ কি ?

কাশী। দেখ, আমরা সে বংশে জন্মাইনি। আমার ভায়ের অবস্থা খারাপ হ'য়েছে বলে তুমি দান ক'রতে এসেছ। আমার ভাই তেমন নয়—তোমার টাকার দিকে ফিরেও চাইবে না।

মোহন। তা হ'লে আপনিই শম্ভুবাবুকে সাহায্য করুন। আপনার টাকা ভোগ ক'রবে কে ? শম্ভুবাবু ছাড়া ত পৃথিবীতে আপনার আর কেউ নাই।

কাশী। সে আমি বুঝবো—তোমার সে বিষয়ে কোন কথা বলবার দরকার নেই। আর আমি আমার ভাইকে সাহায্য করি না করি, সে কথা একটা অপর লোকের আলোচনা করাই অন্যায়। আমাদের ঘরের কথা আমরা বুঝবো।

শম্ভু। দাদা, মোহনলালকে আপনি অন্যায় তিরস্কার ক'রছেন। মোহনলাল ছাড়া বোধ হয় পৃথিবীতে আমার দ্বিতীয় শুভাকাঙ্ক্ষী নেই।

কাশী। তা হ'লে তুমি মোহনলালের দান নেবে ?

মোহন। আমি দান ক'রছি না কাশীবাবু—আমি শম্ভুবাবুকে এ টাকা ধার দিচ্ছি।

কাশী। কত টাকা ধার দেবে ?

মোহন। ওঁর যা দরকার হবে।

কাশী। ও বুঝেছি। আচ্ছা শম্ভু, তুমি ওকে নিয়ে থাক। কিন্তু আজ থেকে তুমি আর আমার কেউ নও।

[প্রস্থান]

শম্ভূ। হাঁ বাবা মোহন, কমলের কিছু সন্ধান পেলে?

মোহন। না, কিছুতেই কিছু ক'রে উঠতে পারছি না। আজ একবার দেখবো দেওয়ান কি বলে। তা হ'লে আমি এখন আসি।

[প্রস্থান]

(নেপথ্যে)। শম্ভূবাবু বাড়ী আছেন?

শম্ভূ। তাইত, কোথায় লুকুব, কি বলে আজ ওকে ফেরাব?

(নেপথ্যে)। শম্ভূবাবু বাড়ী আছেন।

শম্ভূ। উত্তর দেব, না বাড়ীর ভেতর লুকুব। কি করি—কি করি। ভগবান, আর যে পারি না।

(নেপথ্যে)। শম্ভূবাবু বাড়ী আছেন? উত্তর দেন না কেন মশায়?

শম্ভূ। উত্তর দিই—উত্তর দিই, নইলে জোচ্চর বলবে। হাঁ আছি, এখানে এস।

(জনৈক মুদির প্রবেশ)

মুদি। বাড়ী থেকেও উত্তর দেন না কেন মশায়? ঘরের মাল ছেড়ে কি আপনার দরজায় এসে হত্যা দিতে হবে। দিন, টাকা দিন—চলে যাই।

শম্ভূ। সাধখাঁর পো, তোমার সঙ্গে লজ্জায় মুখ তুলে কথা কইতে পারছি না—আমি এখনও টাকার যোগাড় ক'রে উঠতে পারিনি।

মুদি। একি খেলা পেয়েছেন মশায়? দিন, টাকা দিন। আট টাকা আড়াই বছরে যোগাড় হ'ল না, এ কি কাযের কথা।

শম্ভূ। ভগবান সাক্ষী সাধখাঁর পো, উপস্থিত আমার আটটা পয়সারও সংস্থান নেই।

মুদি। ওসব বাজে কথা রাখুন—হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে দম বার ক'রে দিয়েছেন। আজ যখন দেবেন বলে পাকা কথা দিয়েছেন, তখন যেখান থেকে পারেন দিতেই হবে।

শম্ভু। আমার অবস্থাত জান সাধখাঁর পো। কোন দিন বা অতি কষ্টে একবেলার অন্ন যোগাড় ক'রতে পারি, কোন দিন বা উপবাস ক'রে থাকি।

মুদি। আমাদের কি এত দুঃখের কথা শুনতে গেলে চলে মশায়। আমরা কারবারি লোক, দেনদারের দুঃখু শুনতে গেলে কারবার তুলে দিয়ে গেরুয়া বসন পরতে হয়। দুঃখু বড়লোকদের কাছে গিয়ে জানান, যারা সাহায্য ক'রবে। এখন আমায় বিদেয় করুন, অনেক তাগাদা বাকি।

শম্ভু। কি বলবো সাধখাঁর পো—কিছুই বুঝতে পারছি না।

মুদি। বলবেন আর কি—টাকা দিন, আমি যাই।

শম্ভু। আরও কিছুদিন দেরী ক'রতে হবে সাধখাঁর পো।

মুদি। না মশায়, আমি আর একদিনও দেরী ক'রতে পারবো না। আপনার ভাই আমাকে সব বলেছে—রায়মশায় আপনাকে এ গ্রাম থেকে তুলে দিচ্ছেন। কেবল তাঁর বিপদ গেল বলেই এতদিন কিছু করেননি, তা না হ'লে অনেক দিন আগেই আপনাকে গ্রাম ছাড়তে হ'ত।

শম্ভু। দাদা তোমায় বলেছেন? হা ভগবান।

মুদি। আপনার কিছু দোষ না থাকলে কি আর কাশীবাবু আপনার সঙ্গে শত্রুতা করেন?

শম্ভু। দোষের ভিতর দাদাকে আমার ভিটেটুকু দিয়ে গাছতলায় দাঁড়াইনি।

মুদি। তা মশায়, আমার এত বাড়ীর খবর শোনবার দরকার নেই—
টাকা দিন, চলে যাই।

শম্ভু। দুঃখের কথা তুললে, তাই বললুম।

মুদি। যাক—টাকা দিন, চলে যাই।

শম্ভু। আর কেন লজ্জা দাও সাধখাঁর পো—কিছুদিন আর দেরী কর,
যেমন ক'রে পারি তোমার টাকা শোধ ক'রবো।

মুদি। ঐ এক বুলি আর শুনতে পারি না মশায়। জুচ্চুরি কথা
ছাড়ুন—টাকা দিন।

শম্ভু। সাধখাঁর পো, আমি গরীব বটে, কিন্তু জোচ্চর নই।

মুদি। সে অনেক দিন জানা গেছে। আজ না টাকা দিলে কিন্তু
আপনি নিশ্চয়ই অপমান হবেন।

শম্ভু। হা ভগবান!

(শিবুর প্রবেশ)

শিবু। এই নে তোর ব্যাংএর আদুলি। তোর পাওনা টাকা নে—
আমি দিচ্ছি।

শম্ভু। শিবু—শিবু—তুই কে?

শিবু। আমি কলুর যম। নে—ব্যাটা ঘানিশ্বর, টাকা নে।

মুদি। (স্বগতঃ) একি বাবা, কিছুইত বুঝতে পারছি না। শিবে টাকা
পেলে কোথায়—আর কেনই বা শম্ভুবাবুর দেনা দিতে এসেছে?

শিবু। কি ভাবছিস? নগদ টাকা পেয়ে ভাবছিস বুঝি কেন দুটাকা
চড়িয়ে বললুম না? দেখ, যার জন্য তুই এত ঝগড়া ক'রছিস, সে
ঠিক থাকবে—তুই কেবল চলে যাবি। শেষের দিনে একটি
কানাকড়িও তোর টেঁকে গিয়ে পাক খাবে না। সব থাকবে,
তুইই যাবি।

মুদি। আমি কি গোলমেলে লোক? হিসেবের কড়ি চুকিয়ে দিলে কেন যাব না। (অর্থ গ্রহণ)

শিবু। সন্তুষ্ট হ'য়েছিস? দেখ, এটা যেন মনে থাকে এখানেও যেমন চব্বিশ ঘণ্টা ঘানিতে আছিস, সেখানেও ঠিক এই ভাবে থাকতে হবে।

মুদি। চব্বিশ ঘণ্টা যদি ঘানির কাছে থাকতে পেতুম, তা হ'লে কি আর আট টাকার জন্যে শম্ভুবাবুকে এত তাগাদা করি—এতদিন পাকা বাড়ী ক'রে ফেলতুম।

[প্রস্থান]

শিবু। শম্ভু, কিছু মনে করিসনি—এ ঘটির জল বাটিতে ঢাললুম। এখনও একটু বাকি আছে, এই নে ধর।

শম্ভু। কোথায় পেলি শিবু?

শিবু। কোথায় পেলুম শুনবি? তোর দাদা দিয়েছে। কেন দিয়েছে জানিস? তোকে বুঝিয়ে যদি তোর ভিটেটুকু তাকে দেওয়াতে পারি, তা হ'লে আমায় পঞ্চাশ টাকা দেবে বলেছে—আর তার জন্য আগাম এই দশ টাকা দিয়েছে। শুনলি—

শম্ভু। হা ভগবান!

[উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সেরপুর জঙ্গল—দস্যুদুর্গ।

সিংহাসনে আনন্দময়ী, সম্মুখে মোহনলাল,

রসময় ও দিলিপ।

আনন্দ। মোহনলাল বাবু, কেন আপনার সর্ব্বস্ব হরণ ক'রেছি, আর আপনাকে বন্দী ক'রে এনেছি, তার কারণ আপনি জানেন কি ?

মোহন। জানি—এর কারণ রসময়।

আনন্দ। রসময় আপনার বন্ধু ?

মোহন। হাঁ।

আনন্দ। রসময় বাবু, মোহনবাবু আপনার বন্ধু ?

রস। না—মোহন আমার প্রতিবেশী।

মোহন। মিথ্যাকথা বলো না রসময়।

আনন্দ। আমার প্রশ্নের সরল উত্তর করুন—মোহনবাবু আপনার বন্ধু কি না।

রস। হাঁ, মোহন আমার বন্ধু।

আনন্দ। উত্তম। আপনিই আমাকে মোহন বাবুর সর্ব্বস্ব লুট ক'রতে অনুরোধ ক'রেছিলেন কি না।

রস। হাঁ।

আনন্দ। উদ্দেশ্য ?

রস। অসৎ উপায়ে মোহনলাল অনেক টাকা নষ্ট ক'রছে দেখে আপনাকে ওর সর্ব্বস্ব লুট ক'রতে অনুরোধ ক'রেছিলাম।

আনন্দ। তাতে আপনার লাভ?

রস। সেই টাকায় দেশের গরীবপ্রতিপালন হয়, এই কেবল আমার উদ্দেশ্য।

আনন্দ। সেই টাকায় আমরা গরীব প্রতিপালন করি কি না আপনি জানলেন কি ক'রে?

রস। শুনেছি আপনারা লুণ্ঠিত অর্থ সৎকার্য্যে ব্যয় করেন।

আনন্দ। এমনও হ'তে পারে সেই অর্থ কোন অসৎ কার্য্যে ব্যয় ক'রবো। তা হ'লে আপনার উদ্দেশ্য সফল হয় কি ক'রে? নিরুত্তর কেন—উত্তর দিন।

রস। আমি উত্তর দিতে অশক্ত।

আনন্দ। তা হ'লে আপনি নিজের স্বার্থের কথা নিজমুখে প্রকাশ করুন।

রস। দেবি, আমায় ক্ষমা করুন—আমি অন্যায় কায ক'রেছি।

আনন্দ। অন্যায়ের সঙ্গে ভয়ানক বিশ্বাসঘাতকতা ক'রেছেন।

রস। হাঁ, আমি বিশ্বাসঘাতকতা ক'রেছি।

আনন্দ। তা হ'লে বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি নিতে আপনি প্রস্তুত?

রস। হাঁ, আমি প্রস্তুত।

আনন্দ। এখানে বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি কি জানেন?

রস। আজ্ঞা করুন।

আনন্দ। চিরকাল অন্ধকূপে রুদ্ধ হ'য়ে থাকতে হবে।—

রস। শাস্তি দেবার পূর্ব্বে আমাকে একটা কথা বলবার সাহস দেবেন কি?

আনন্দ। বলুন।

রস। আপনি আমাকে লুণ্ঠিত টাকার অর্দ্ধেক দেবেন বলে অঙ্গীকার ক'রেছিলেন, অথচ দিলেন না—তাতে কি আপনার বিশ্বাসঘাতকতা করা হ'চ্ছে না?

আনন্দ। না, আমি ওরূপ অঙ্গীকার করিনি—মিথ্যা কথা বলবেন না।

রস। তা হ'লে আমায় ঐ শাস্তিই নিতে হবে?

আনন্দ। নিশ্চয়ই। দিলিপ!

দিলিপ। মা।

রস। দেবি, আমায় ক্ষমা করুন।

মোহন। দেবি, আমি রসময়ের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা ক'রছি—রসময়কে ক্ষমা করুন।

আনন্দ। রসময়ই আপনার সমস্ত অনিষ্টের মূল, তা কি আপনি জানেন না।

মোহন। প্রকৃত কথা বলতে কি রসময়ই আমার মহা ইষ্টের কারণ।

আনন্দ। কেন?

মোহন। রসময়ের জন্যই আজ আমি এই তীর্থে এসেছি—ওরই জন্য এই শান্তিকাননে এসে মনে মহা শান্তি উপভোগ ক'রছি। দেবি, রসময় আমার অপকার করেনি, মহা উপকার ক'রেছে। ওর পরিবর্ত্তে আমি দণ্ড নিতে প্রস্তুত।

রস। ভাই মোহন, আমি মহাপাপী—তোমার মত বন্ধুরও আমি সর্ব্বনাশ ক'রতে চেষ্টা ক'রেছি—আমায় মাপ কর। দেবি, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু—আমার প্রতি প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করুন।

আনন্দ। শাস্তির ব্যবস্থা এখন স্থগিত রাখলুম। আপনি আপনার আগারে যেতে পারেন।

[রসময়ের প্রস্থান]

মোহনলাল বাবু, আপনাকে এখানে আনবার উদ্দেশ্য বোধ হয় জানেন না ?

মোহন। না।

আনন্দ। বোধ হয় শুনে থাকবেন আমার একটী ভগিনী আছে।

মোহন। হাঁ, শুনেছি।

আনন্দ। আমার ভগিনী অবিবাহিতা—আর আপনিও অবিবাহিত। এখন বোধ হয় আমার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছেন।

মোহন। এ উদ্দেশ্য সাধন হওয়া যে অসম্ভব দেবী।

আনন্দ। কেন—আপনি তার পরিচয় জানেন না বলে ?

মোহন। হাঁ, কতকটা তাই বটে।

আনন্দ। যদি আপনার সঙ্গে মেলে ?

মোহন। তা হ'লেও—

আনন্দ। ও বুঝেছি— যদি পাত্রী পছন্দ না হয় ? দিলিপ; বোনকে এখানে নিয়ে এস।

[দিলিপের প্রস্থান]

মোহন। আমার চেয়ে আরো অনেক ভাল পাত্র আছে—

আনন্দ। পাত্র নির্ব্বাচন করা কন্যাপক্ষের কার্য্য। আমিই আমার ভগিনীর অভিভাবিকা—তার উপযুক্ত পাত্র আমি আপনাকে মনোনীত ক'রেছি।

মোহন। অবশ্য আমার অভিভাবক আমি এখানে নিজেই।

আমারও বোধ হয় পাত্রী মনোনীত করবার সমান অধিকার আছে।

আনন্দ। নিশ্চয়ই আছে।

(দিলিপের সহিত কমলিনীর প্রবেশ)

এই দেখুন আমার ভগিনীকে। ওকি—ঘোমটা দাও কেন? কই, এত লোক যাচ্ছে আসছে ঘোমটা দাও না--আর এঁকে দেখেই ঘোমটা দিতে হয়? এই দেখুন মোহন বাবু।

মোহন। (স্বগতঃ) একি স্বপ্ন! না, সত্য সত্যই ত কমলিনী! না, আর সন্দেহ নেই। ভগবান, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে, মানুষ কি ক'রতে পারে প্রভু!

আনন্দ। আপনি যে দেখছি আমার ভগিনীকে দেখে মুগ্ধও হ'লেন আর নির্ব্বাকও হ'লেন। দুটা একটা কথা কন? যা বোন চ'লে যা, বেশীক্ষণ এখানে থাকলে মোহন বাবু পাথর হ'য়ে যাবেন।

[কমলিনীর প্রস্থান]

মোহন। ইনি কি আপনার ভগিনী?

আনন্দ। হাঁ।

মোহন। কি রকম ভগিনী?

আনন্দ। ভগিনী আবার কি রকম হয়?

মোহন। না—সহোদরা কি না তাই জিজ্ঞাসা ক'রছি;

(জনৈক দস্যুর প্রবেশ)

দস্যু। মা, কোম্পানীর সেপাই বন ঘিরেছে—তাদের সঙ্গে একজন সাহেব আছে।

আনন্দ। দিলিপ, সব প্রস্তুত ?

দিলিপ। হঁা মা—সব প্রস্তুত।

আনন্দ। কত সেপাই এসেছে ?

দস্যু। প্রায় পাঁচশ'।

আনন্দ। তা হ'লে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী ?

দিলিপ। হাঁ মা, এবারে বোধ হয় যুদ্ধ ক'রতেই হয়।

আনন্দ। পারত পক্ষে অস্ত্র ব্যবহার ক'রো না।

দিলিপ। তাই হবে মা।

[দিলিপ ও দস্যুর প্রস্থান]

আনন্দ। মোহন বাবু, আপনি আপনার আগারে যেতে পারেন।

মোহন। দেবি, আমার একটি প্রার্থনা আছে।

আনন্দ। কি বলুন ?

মোহন। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষেই কত হত আহত হবে—অনুগ্রহ ক'রে আমায় যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে আহতগণের শুশ্রূষা করবার অধিকার দিন।

আনন্দ। বেশ।

[উভয়ের প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য।

বনের অপর প্রান্ত।

ওয়াটসন, দেওয়ান ও সিপাহীগণ।

ওয়াট। হামাকে অবাক কড়িল ডেওয়ান—এটডুর আইলো, কিণ্টু একটা ডাকাট পাইলো না।

দেও। সাহেব, বলেছিত তারা যে কোথায় লুকিয়ে থাকে, তা জানতে পারা যায় না।

ওয়াট। হামি জঙ্গল ঘেড়াও কড়িবে—যেমন কড়িয়ে পাড়ি ডাকাট ঢড়িবে।

দেও। তাদের দেখা পেলে তবেত ধরবেন।

ওয়াট। হামি গড় attack কড়িবে—আনণ্ডময়ীকে ঢড়িবে।

দেও। সাহেব, আমি যুদ্ধ ক'রতেও পারবো না, আর ডাক হাঁক ক'রতেও পারবো না—আমাকে রেখে আর ফল কি বলুন, আমায় ছেড়ে দিন।

ওয়াট। না ডেওয়ান, টোমাকে ঠাকিটে হইবে। টুমি না রাষ্টা ডেখাইলে, ডাকাট গ্রেপ্টাড় কড়া difficult হইবে।

দেও। সাহেব, আপনিই সব দেখে শুনে নিন না, আপনিত আর কাঁচা লোক নন।

ওয়াট। টুমি এ ডেশের লোক আছে, টোমাড় সব জানা আছে। সুটড়াং তুমি ঠাকিলে গ্রেপ্টাড় easy হইবে।

দেও। আমি আপনাদের সহায়তা ক'রছি, অত চেঁচিয়ে বলবেন না—কোথায় কোন ব্যাটা লুকিয়ে আছে, শুনতে পেলে আমাকে আর বাড়ী যেতে হবে না, একেবারে যমের বাড়ী পাঠিয়ে দেবে।

ওয়াট। কোন ডড় আছে না ডেওয়ান। টোমড়া জানেড় এটো মায়া কড় বলিয়া, জান বড়ো জোলডি টোমাডেড় ছাড়িয়া যায়।

দেও। না সাহেব, তা নয়—এই ডাকাতদের একটি বিশেষ গুণ আছে বলেই ভয় হয়। যদি দেশের কোন লোক তাদের শত্রুতা করে, যেমন ক'রে হ'ক তারা তার প্রতিশোধ নেবেই। আমি তাদের দেশীয় লোক সাহেব, কাজেই বুকটার ভিতর ধড়াস ধড়াস করে।

ওয়াট। হামাডের সাঠে আউড় ঠোড়া ডোজ ঠাকিলে, টোমাড় বুক হইটে ঢড়াস ঢড়াস পলাইয়া যাইবে—টাহাড় ষ্ঠানে সাহস আসিবে।

(জনৈক সিপাহির প্রবেশ)

সিপাই। সাহাব, উধার ঐ পেড়কা নিচুমে বহুত ডাকু খাড়া হায়।

ওয়াট। টোমলোক কেয়া কড়টা হায়? শালা লোককো পাকড়ো। Come on ডেওয়ান।

(সকলের প্রস্থান ও অপর পার্শ্ব হইতে পুনঃ প্রবেশ)

strange! strange! ডেওয়ান, হামাডের সিফাই টিন চাড়জন আঘাট পাইলো, কিণ্টু একটা ডাকাট ডেখিলো না।

দেও। ঐত মজা সাহেব।

ওয়াট। হামি আজ ডেখিব শালা লোককো কাঁহা আড্ডা আছে।

(দিলিপের প্রবেশ)

দেও। ওরে বাবা রে!

দিলিপ। ফিরে যাও সাহেব, ফিরে যাও। অনর্থক কেন কষ্ট ভোগ ক'রছো—ফিরে যাও। আমরা মনে ক'রলে তোমাদের পাঁচটি সেপায়ের ভবলীলা এখুনি সাঙ্গ ক'রতে পারি। কিন্তু অনর্থক প্রাণনাশ করা মায়ের উদ্দেশ্য নয়—তাই ব'লছি ফিরে যাও।

ওয়াট। টুমি কে আছ ?

দেও। সাহেব—শীঘ্র গ্রেপতার করুন—শীঘ্র গ্রেপতার করুন। ওই সর্দ্দার।

ওয়াট। জলডি পাকড়ো।

দিলিপ। ক্ষান্ত হও সাহেব—আগে আমার কথা শোন, তারপর নিযেই ধরা দেব। যদি বল প্রয়োগ ক'রতে চাও, তা হ'লে তোমাদেরই বিপদ হবে।

ওয়াট। টোমাকে গ্রেপটাড় কড়িয়া পড়ে টোমাড় বাট শুনিব।

দিলিপ। সাবধান। (স্বগতঃ) না, মায়ের হুকুম লঙ্ঘন করা হবে না। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা সাহেব, ধর।

(দিলিপকে বন্দী করন)

ওয়াট। টুমি সড্ডার আছ ?

দিলিপ। হাঁ, আমিই মায়ের জ্যেষ্ঠ সন্তান।

ওয়াট। আজ হামি টোমাড় gang গ্রেপটাড় কড়িবে।

দিলিপ। পারত ভালই। কি দেওয়ান, আমাদের ধরিয়ে দিতে এসেছ ?

দেও। না, না, আমি সাহেবের সঙ্গে এসেছি।

দিলীপ। তোমার সঙ্গেই দেখা করবার উদ্দেশ্যে আজ আমি ধরা দিলুম। দেওয়ান, একদিন না মায়ের হুকুমে সহস্র বিপদ তুচ্ছ জ্ঞান ক'রে মুসলমান কারাগার থেকে উদ্ধার ক'রে তোমার প্রাণ রক্ষা ক'রেছিলাম—আজ কি তার পুরস্কার দিতে এসেছ? ইংরাজ দেওয়ানি পেয়ে সব ভুলে গেছ?

ওয়াট। হামি ডেওয়ানকে সঙ্গে আনিয়াছে।

দিলিপ। তা জানি সাহেব, তোমরা সঙ্গে এনেই কায মেটাও একজন ঘরের লোক সঙ্গে না থাকলে কি আর এত বড় ব বিদ্রোহ দমন ক'রতে পার?

দেও। আমার কি দোষ? আমি পরের চাকর—হুকুমের দাস।

দিলিপ। এই পাঁচখানা গ্রামের লোক যে মায়ের নাম না ক' সকালে শয্যা ত্যাগ করে না—যাঁর কৃপায় তুমি জীবন পেয়েছ আজ কিনা সামান্য স্বার্থের জন্য সেই পূণ্যময়ী মাকে ধরি দিতে এসেছ। ধিক তোমার দাসত্বে, ধিক তোমার স্বার্থে সাহেব, তা হ'লে এখন কি ক'রবে বল?

ওয়াট। হামি এখন টোমাড় gang arrest কড়িটে চাই।

দিলিপ। চেষ্টা কর।

ওয়াট। টোমাকে ঢড়াইয়া ডিটে হইবে।

দিলিপ। কেন, আমিত এখনও তোমাদের দাসত্ব স্বীকার করিনি কিম্বা অনুগ্রহেরও প্রার্থী নই, যে আমি তোমাকে সাহায্য ক'রবো ইচ্ছা হয় তুমি নিযে চেষ্টা ক'রে ধর।

ওয়াট। জান, টুমি এখন হামাড় বণ্ডী।

দিলিপ। এই কথা বলবার জন্য ইচ্ছা ক'রেই বন্দী হ'য়েছি।

ওয়াট। টুমি যডি টোমাড় ডল ঢড়াইয়া না ডাও, টোমাড় প্রা

ডণ্ড হইবে।

দিলিপ। একটা প্রাণ যাবে বলে কি শত শত প্রাণের অনিষ্ট ক'রবো ?

ওয়াট। টোমাড় ডল কোঠায় আছে ডেখাইয়া ডাও।

দিলিপ। এই বনের ভিতরই আছে, খুঁজে নাও।

ওয়াট। টোমাকে বোড়ো কঠিন শাষ্টি পাইটে হইবে।

দিলিপ। কত কঠিন শাস্তি দেবে দিও না সাহেব। আমার দেহত আর বাঙলা রাজ্য নয়, যে শাস্তি দিলেই অর্থ বেরুবে ? সাহেব, আমরা বনে বাদাড়ে থাকি, মরনকে অত ভয় ক'রতে গেলে কি আমাদের চলে ?

ওয়াট। আচ্ছা, হামি সব ঠিক কড়িবে। ডেওয়ান, আউড় সব সেফাই কোঠায় গেলো ?

দেও। তারা বোধ হয় বন অনুসন্ধান ক'রছে।

ওয়াট। আউড় ডেড়ি কড়িয়ে কুচ ফয়ডা আছে না। এই, ডাকুকো ঠিকসে লে আও।

[সকলের প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য।

দস্যুদুর্গ।

আনন্দময়ী ও মোহনলাল।

আনন্দ। যুদ্ধ দেখেছেন? কত সৈন্য আহত হ'ল?

মোহন। তা বলতে পারি না। কোথায় যুদ্ধ হ'ল তাও জানি না।

আনন্দ। কেন?

মোহন। সমস্ত বন খুঁজলুম—কিন্তু যুদ্ধের চিহ্ণ পর্য্যন্ত দেখতে পেলুম না।

আনন্দ। আপনার এখানে আসতে এত দেরী হ'ল কেন?

মোহন। রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিলুম।

আনন্দ। তারপর?

মোহন। অনেক চেষ্টা ক'রেও রাস্তা খুঁজে পেলুম না। যেখান থেকে বেরুই আবার সেই খানেই এসে পড়ি। শেষে বুঝলুম যে বনের রাস্তাগুলি এমন কৌশলে প্রস্তুত যে রাস্তা খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত দুরূহ।

আনন্দ। কেমন ক'রে রাস্তা খুঁজে পেলেন?

মোহন। বোধ হয় ঘুরে বেড়াচ্ছি দেখে আপনারই একজন লোক হঠাৎ কোথা থেকে বেরিয়ে এসে বললে "আপনি হাজার চেষ্টা ক'রলেও রাস্তা খুঁজে পাবেন না—আসুন আপনাকে পথ দেখিয়ে দিই।" সেই আমাকে এইখানে পৌঁছে দিয়ে গেল।

আনন্দ। তার সাহায্য না পেলে বোধ হয় আপনাকে রাস্তাতেই আজ রাত কাটাতে হ'ত।

মোহন। তা হ'লেও বিশেষ ক্ষতি ছিল না।

(জনৈক দস্যুর প্রবেশ)

দস্যু। মা, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে—সর্দ্দার ধরা পড়েছে।

আনন্দা. দিলিপ ধরা পড়েছে ? কে তাকে ধরেছে ?

দস্যু। কুঠীর সাহেব।

আনন্দ। (ক্ষনেক চিন্তা করিয়া) কোন ভয় নেই—নিজের কাযে যাও।

দস্যু। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান]

মোহন। এ বিপদে চুপ ক'রে বসে থাকা আপনার উচিত কি না তা আপনিই জানেন। কিন্তু বিপদ সমূহ।

আনন্দ। অস্থির হ'য়েই বা কি ক'রবো ?

(ওয়াটসন, দিলিপ ও দেওয়ানের প্রবেশ)

দিলিপ। সাহেব, এখন তুমি আমাদের বন্দী।

দেও। সাহেব, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে—আমরা কোথায় আসতে কোথায় এসেছি, আমরা বন্দী হ'য়েছি।

ওয়াট। What ? Is this not the way out ?

দেও। না সাহেব, আমরা এদের দুর্গে এসে পড়েছি। আমাদের কৌশলে এরা বন্দী ক'রেছে।

ওয়াট। চুপড়াও শুয়াড়—(পদাঘাত)

আনন্দ। সাবধান সাহেব, আপনি আমার বন্দী—স্বাধীন ভাবে পদাঘাত করবার ক্ষমতা এখানে আপনাকে কে দিয়েছে?

ওয়াট। (হঠাৎ আনন্দময়ীকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া) Good Heavens! What is this?

দিলিপ। সাহেব, ইনিই আমার মা।

ওয়াট। By Jove! টোমাড় নাম আনণ্ডময়ী?

আনন্দ। হঁা সাহেব, আমারই নাম আনন্দময়ী। এই বন আমার রাজ্য। আপনি বিনা অনুমতিতে আমার রাজ্যে প্রবেশ ক'রেছেন. সেই জন্য আপনাকে বন্দী ক'রলুম।

(বংশীধ্বনি ও কতিপয় দস্যুর প্রবেশ)

দিলিপ যে শৃঙ্খলে বদ্ধ, ঐ শৃঙ্খলে সাহেবকে বন্দী কর।

(দস্যুর তৎকরন)

দেও। মা, আমার কোন অপরাধ নেই।

আনন্দ। সাহেব, এখন আপনি কি শাস্তি নিতে চান?

ওয়াট। হামি যখন টোমার বণ্ডী হইয়াছি, টখন যেড়ুপ অভিড়ুচি কড়িতে পাড়। টবে হামাড়া বণ্ডী ঠাকা অপেক্ষা মৃট্যু ভাল বলিয়া জানি।

আনন্দ। আপনি আমাদের বন্দী ক'রতে এসেছিলেন কেন?

ওয়াট। টোমড়া ডাকাট আছ—টাই বণ্ডী কড়িয়া আইনেড় মর্য্যাডা ড়ক্ষা কড়িটে আসিয়াছি।

আনন্দ। বেশ,—তা হ'লে আপনাকে বন্দী ক'রে আমিও আইনের মর্য্যাদা রক্ষা ক'রেছি। আমার রাজ্যের ভিতর আপনিও একজন ডাকাত।

ওয়াট। হামি ডাকাট!

আনন্দ। আমরা যদি আপনাদের কাছে ডাকাত হই, তা হ'লে আপনিও আমাদের কাছে ডাকাত।

ওয়াট। হামি বুঝিটে পাড়িল না।

আনন্দ। বুঝতে পারছো না? তবে শোন। তোমরা যেমন তোমাদের রাজ্যে স্বাধীন, আমিও তেমনি আমার এই বনরাজ্যের ভিতর স্বাধীন। তোমরা যেমন স্বাধীনতা অমূল্য রত্ন মনে কর—আমিও তেমনি করি। তোমারা যেমন স্বাধীনতার জন্য অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে পার, আমরাও তেমনি স্বাধীনতার জন্য হাসতে হাসতে মরতে পারি। তোমাদের যে উদ্দেশ্য, আমাদেরও ঠিক সেই উদ্দেশ্য। প্রভেদের ভিতর বড় আর ছোট। তোমাদের রাজ্য সুবিশাল, আমাদের রাজ্য ছোট। তোমাদের রাজ্য নগর উপনগরের সমষ্টি, আমাদের রাজ্য শাল তমালের আশ্রয়। তা হ'লে সাহেব, এখন বোধ হয় বেশ বুঝতে পেরেছ, এই সামান্য বনের স্বাধীনতা রক্ষা করবার জন্য যদি আমরা ডাকাত বলে পরিগণিত হ'ই, তা হ'লে তোমাদের বিশাল সাম্রাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষা করবার জন্য তোমাদেরও আমরা ডাকাত বলতে পারি।

ওয়াট। কিণ্টু এ কঠা টোমাকে বলিটে হইবে, যে হামাড়া এখানে শান্টি ষ্ঠাপন কড়িয়াছে। হামাড়া না ঠাকিলে এটোদিন বাঙলা শ্মশান হইটো। শান্টি স্থাপন করা যখন হামাডের motto আছে, টখন টোমাডেড় ডমন কড়া হামাডের duty.

আনন্দ। সাহেব, এ কথা আপনি ঠিক বলেছেন, যে আপনারা না এলে বাঙলা এত দিন শ্মশান হ'ত। প্রকৃতই এদেশের লোকেদের ভীষণ অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা ক'রে জগতের কাছে আপনারা

ধন্যবাদের পাত্র। আপনারা শান্তি স্থাপন, দুষ্টের দমন, আর শিষ্টের পালন কার্য্যেই প্রাণপাত ক'রতে শিখেছেন বলেই বোধ হয় ভগবান এ দেশ আপনাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। কিন্তু সাহেব, একটা কথা বলি—আমরা এই বনে বাস ক'রছি বলে ভুলেও ভাববেন না যে আমরা কর্ত্তব্য হারিয়েছি। আপনারা যেমন কর্ত্তব্য পরায়ণ, আমরাও ঠিক তাই। বাঙ্গালী নিজেদের কর্ত্তব্য হারিয়েছে বলেই আজ আপনাদের আশ্রয়প্রার্থী। তা না হ'লে কি আজ আপনাদের সাত সমুদ্র তের নদী পার হ'য়ে এসে বাঙলায় শান্তি স্থাপন করবার জন্য এত পরিশ্রম ক'রতে হয়। আপনাদের সুশাসনে প্রকৃতই বাঙলা শান্তিময়। বাঙ্গালীরা সে জন্য আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞ। কিন্তু সাহেব, এই পাঁচ ক্রোশব্যাপী সেরপুর জঙ্গল বাঙলার মধ্যে হ'লেও, আপনারা ভুলেও মনে ক'রবেন না সেটী এ বাঙলা রাজ্যের একটা অংশ। এ বনরাজ্যে বিশ্বাসঘাতকতা নেই, শঠতা নেই, মনের অনৈক্য নেই। আছে কেবল কর্ম্ম—কর্ম্ম—কর্ম্ম। যে দিন আমরা সেই কর্ম্মভ্রষ্ট হ'য়ে কর্ত্তব্য হারাব, সেই দিন বাঙলার মত আমাদের এই ক্ষুদ্র—অতি ক্ষুদ্র—বনরাজ্য আপনাদের পদতলে আশ্রয় নেবে। তার পুর্ব্বে যদি আপনারা এ বনরাজ্য অধিকার করেন, তা হ'লে নিশ্চয় জানবেন শ্মশান অধিকার ক'রবেন।

ওয়াট। এখন হামি টোমাড় বণ্ডী হইয়াছি, হামাকে সব বলিটে পাড়। কিণ্টু হামাডেড় কাছে যডি টুমি বণ্ডী হইটে, টাহা হইলে হামড়া টোমাকে ডাকাইট বা বাটপাড় বলিটো!

দিলিপ। সাবধান সাহেব।

আনন্দ। স্থির হও দিলিপ। সাহেব, আপনাদের ক্ষমতা বেশী—

কাজেই রাজ্য আক্রমণ, লুণ্ঠন, পীড়ন ও স্বাধীনতা স্থাপন আপনাদের রাজকার্য্য—আর আপনাদের রাজ্যের অধীশ্বরের নাম সম্রাট। আর আমি এই ক্ষুদ্র বনের অধিশ্বরী বলেই ডাকাত বাটপাড় নামে পরিগণিত। কিন্তু সাহেব, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখুন দেখি প্রভেদ কি। প্রভেদের মধ্যে বড় আর ছোট।

ওয়াট। Nonsense! হামি এখন টোমাড় বণ্ডী আছে, যাহা ইচ্ছা বলিটে পাড়—হামি contradict কড়িটে চায় না।

আনন্দ। তা হ'লে আপনি এই অপরাধের জন্য কি শাস্তি নিতে চান? এখানকার নিয়ম, অপরাধী নিজের অপরাধযোগ্য দণ্ড নিজের মুখেই ব্যক্ত ক'রবে।

ওয়াট। টোমাড় যাহা ইচ্ছা ডণ্ড ডিতে পাড়, হামি কিছু বলিবে না।

আনন্দ। আমায় যদি বন্দী ক'রতেন, তা হ'লে আমার উপর আপনাদের কি শাস্তির ব্যবস্থা হ'ত?

ওয়াট। বিচাড় হইটো, পড়ে যেমন অপড়াঢ প্রমাণ হইটো সেই মট শাষ্টি হইটো।

আনন্দ। তা হ'লে আমার বিচারে আপনার প্রাণদণ্ড হবে।

ওয়াট। হামি প্রষ্টুট আছে।

দেও। মা, আমার কোন অপরাধ নেই—আমি চাকর—আমায় মারবেন না।

আনন্দ। সাহেব, আপনি প্রাণদণ্ড নিতে প্রস্তুত?

ওয়াট। হাঁ—হামি প্রষ্টুট।

আনন্দ। মরবার আগে একবার আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছা হ'চ্ছে না?

ওয়াট। হামি যখন হামাড় ডেশ ছাড়িয়া আসিয়াছে, তখন জানেড় মায়া ছাড়িয়া আসিয়াছে। মড়িটে কিছু ডড় আছে না।

আনন্দ। দিলিপ, সাহেবকে খুলে দাও।

(দিলিপের তৎকরণ)

সাহেব, আমি আপনাকে ছেড়ে দিলুম। আপনার মত বীরের প্রাণ নিতে পারবো না। আর সাহেব, এই বঙ্গরাজ্যে যে এসেছিলেন তার স্মরণচিহ্ন স্বরূপ এই সামান্য উপহার নিন। (সাহেবকে মুক্তার মালা প্রদান)

ওয়াট। Good gracious ! কে বলিলো আপনি ডাকাট আছে, আপনি ডেবী আছে।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

শম্ভুনাথের বাটীর অন্দর।

শম্ভুনাথ, যোগমায়া ও ঘোষের ঝি।

শম্ভু। দাদার কাছ থেকে টাকা নেওয়া ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। গেল গিন্নি, এবার ভিটেটুকু গেল।

ঘো-ঝি। ভিটে যাবে কেন গা—যাবে বললেই যাবে ?

শম্ভু। তুমি আর কি ক'রবে ঘোষের ঝি ? অদৃষ্টকে বাধা দিতে এ পর্য্যন্ত কেউ পারে নি।

যোগ। তুমি যা না করবার তাও ক'রেছ—ভিক্ষে পর্য্যন্ত ক'রে এনে আমাদের খাওয়াচ্ছ। কিন্তু ভিক্ষা ক'রে আর ক দিন চলবে মা।

ঘো-ঝি। ও—বুঝেছি। কালকের চাল কম হ'য়েছিল বলে বলছো। তা বাপু, কামারপাড়াতে গেলেই পুরো চাল পেতুম। যেতে যেতে

পায়ে এমনি হোঁচট লাগলো, যে আর যেতে পারলুম না—গাছ তলাতেই বসে পড়লুম।

শম্ভু। না ঘোষের ঝি, আর তোমাকে ভিক্ষায় যেতে দেব না। অনাহারে মরি, সকলে এক সঙ্গে মরবো—কিন্তু তোমাকে দগ্ধে দগ্ধে মারতে পারবো না। তুমি আমাদের সংসারে বুড়ো হ'য়েছ, আমার উচিত তোমাকে এখন তীর্থ ধর্ম্ম করান। তা চুলোয় যাক, উল্টে আমাদের জন্য তোমাকে এই বুড়ো বয়সে ভিক্ষা পর্য্যন্ত ক'রতে হ'চ্ছে।

ঘো-ঝি। আমাকে যে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ভিটে বাঁধা দেবে, তা হবে না। যে দিনই তুমি ভিটে বাঁধা দেবার কথা তোল, সেই রাত্রেই যেন কর্ত্তা গিন্নি আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলে, "দিগম্বরী, কিছুতেই তুই শম্ভুকে ভিটে ছাড়া হতে দিসনি।" ভিটে বাঁধা দিও না, বাবা মা রাগ ক'রবে।

শম্ভু। তুমি কি সত্য সত্যই ঘোষের ঝি, না কোন দেবী আমার ব্যথায় ব্যথিত হ'য়ে এসেছ।

ঘো-ঝি। তা বাপু দেবীই বল, আর যাই বল, আমি ভোলবার মেয়ে নই। বাড়ী বাঁধা দিতে গেলেই বেহ্মাণ্ড রসাতলে যাবে।

শম্ভু। তাই যাক ঘোষের ঝি, তাই যাক। ভিটে হারাবার আগে ব্রহ্মাণ্ড রসাতলেই যাক।

(জনৈক লোকের প্রবেশ)

শম্ভু। কে—কে তুমি, হঠাৎ বাড়ীর ভেতর ঢুকলে ?

লোক। আজ্ঞে, আমার উপর হঠাৎ বাড়ীর ভেতর ঢোকবারই হুকুম আছে, তাই ঢুকিছি।

শম্ভু। জান, বাড়ীর ভেতর মেয়েছেলেরা আছে—

লোক। তাঁরা সকলে আমার মা। মার কাছে ছেলের আসতে দোষ নাই।

শম্ভু। কে তুমি?

লোক। তা আমি বলবো না—আপনার নামে এই চিঠি আছে।

শম্ভু। কই দেখি। (পত্র পাঠ করিয়া) অ্যাঁ—অ্যাঁ—কমল বেঁচে আছে? কে তুমি?

যোগ। মাগো, এতদিন পরে কি তোর দুঃখিনী মায়ের কথা মনে পড়েছে?

শম্ভু। কেঁদো না গিন্নি, কেঁদো না—আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রতে দাও। কে এ চিঠি লিখেছে?

লোক। আজ্ঞে, তা বলবার হুকুম নাই।

বো-ঝি। হাঁ গা, আমার কমল কোথায় আছে গা?

শম্ভু। চুপ কর—আগে ওকে জিজ্ঞাসা করি, তারপর আমি সব বলছি।

যোগ। মা গো, আমি যে তোর দুঃখিনী মা—

শম্ভু। তোমরা এ রকম ক'রলে আমি কি ক'রে ওর সঙ্গে কথা কই বল দেখি। নাও, চুপ কর। তোমাকে কে পাঠিয়েছে? কে চিঠি লিখেছে?

লোক। আজ্ঞে, কোন কথা বলবার হুকুম নাই।

শম্ভু। সে কি রকম?

লোক। চিঠি পেয়েছেন—এই টাকা নিন। আর কোন কথা জিজ্ঞাসা ক'রবেন না—আমি বলবো না, হুকুম নাই।

শম্ভু। এ কি কথা?

লোক। আমার এখানে বেশীক্ষণ দেরী করবার হুকুম নাই—টাকা নিন।

শম্ভু। বলি কে লিখেছে, কে দিয়েছে, না জানলে কি ক'রে টাকা নিই।

লোক। আর দেরী ক'রতে পারলুম না, মাপ ক'রবেন।

[অর্থ রাখিয়া প্রস্থান]

শম্ভু। এ কি আশ্চর্য্য! কে টাকা দিলে, কিছুই ত বুঝতে পারছি না। ভগবান, এ আবার তোমার কি খেলা প্রভু?

যোগ। কি ভাবছো? বলি মেয়ে কোথায় আছে? তাকে নিয়ে এস।

শম্ভু। তাইত ভাবছি, যে মেয়ে আছে কোথায়। চিঠি লিখেছে কি শুনবে? "ভাবিবেন না—আপনার কন্যা কুশলে আছেন—শীঘ্রই উপযুক্ত পাত্রে পরিণীতা হইবেন। বিবাহের পর বর কন্যা একত্রে পাইবেন। পাঁচ শত টাকা পাঠাইলাম. গ্রহণ করিবেন, পাপ নাই।"

যোগ। ওগো, এ যে আমার হরিষে বিষাদ হ'ল, গো। কমলের কার সঙ্গে বে হবে গো? ওগো, তুমি চেষ্টা ক'রে দেখ না, তা হ'লেই হবে—

শম্ভু। স্থির হও গিন্নি, স্থির হও।

যোগ। ওগো, কেমন ক'রে স্থির হবো বল। আমার মেয়ে কোথায় আছে আগে বল—তার পর স্থির হ'চ্ছি।

শম্ভু। বলি তাইত ভাবছি—চিঠিই বা কে লিখলে, আর টাকাই বা কে পাঠালে।

(মত্ত অবস্থায় গণপতির প্রবেশ)

গণ। আমি চিঠি লিখেছি—আমি টাকা পাঠিয়েছি। দাও, আমার টাকা আমায় ফেরৎ দাও।

শম্ভু। দেখ, ছেলের অবস্থা দেখ। ভগবান, কেন লোকে এই ছেলের কামনা করে? আমি বাইরে চললুম গিন্নি—

[প্রস্থান]

ঘো-ঝি। দুদিন কোথায় ছিলি রে হাড়হাবাতে? তোর জন্যে যে হাড় মাস কালী হ'য়ে গেল।

গণ। বুড়ী, তুই খুব রসিক আছিস বাবা। আমার সঙ্গে তোর হোলি খেলবার ইচ্ছা হ'য়েছে?

ঘো-ঝি। হোলি খেলা কি রে পোড়ারমুখো।

গণ। কেন, এই যে বললি আমার জন্যে তোর হাড় মাস কালী হ'য়েছে।

ঘো-ঝি। তা হয়নি রে বিটলে?

গণ। তাইত বলছি—ফাঁকি দিয়ে হাড় মাসটুকু আবার লাল ক'রে নিবি বলে আমার সঙ্গে হোলি খেলবার ইচ্ছা হ'য়েছে। বাবা, আমার নাম গণপতি—আমি কি সহজে তোমার গায়ে লাল রঙ দেব? দিতে আবার ঐ কালীই দেব।

যোগ। ঘোষের ঝি, তুমি এস—ও মাতালের সঙ্গে বকে কি হবে?

গণ। যাবে যাও,—কিন্তু টাকা দিয়ে তবে যাও।

যোগ। টাকা কোথায়?

গণ। এই যে বাবা নিয়ে চম্পট দিলে।

ঘো-ঝি। মুখপোড়া টাকার স্বপ্ন দেখছে। একটু ভাল হ'—তারপর

দেখবো এখন।

[ঘোষের ঝি ও যোগমায়ার প্রস্থান]

গণ। বাহবা—সব চলে গেল। এ কি তারিফ বাবা! টাকা দাও বললেই সব সরে যায়—কিন্তু নাও বলতে না বলতেই এক জনের জায়গায় দশ জন ছুটে আসে। চুলোয় যাকগে.—আমি একলা এইখানে পড়ে থাকি।

(সরস্বতীর প্রবেশ)

সর। কেন তুমি একলা থাকবে—এই যে আমি এসেছি।

গণ। হাঁ—হাঁ, ভুলে গিয়েছিলুম। তোমাকেই যে আমার দরকার।

সর। আমি তোমার দাসী—যখনই আমাকে মনে ক'রবে, তখনই পায়ের তলায় পাবে। বল, কি ক'রতে হবে।

গণ। আমি যা বলবো, তুমি তা ক'রবে?

সর। এ কি কথা প্রভু? তুমি যা বলবে, আমি তা ক'রবো না?

গণ। ঠিক ক'রবে?

সর। ক'রবো—কিন্তু আমি একটা কথা বলবো শুনবে?

গণ। বল—বল—ঝাঁ ক'রে কি বলবে বল।

সর। তোমার পায়ে ধরে বলছি, দিনান্তে একটি বারের জন্যে আমাকে দেখা দিয়ো।

গণ। ভেবো না সরস্বতী, এবারে গহনায় তোমার গা ভরিয়ে দেব।

সর। আমি কিছু চাই না প্রভু—চাই শুধু তোমাকে। তোমার আদরই আমার গহনা—তুমিই আমার প্রত্যক্ষ দেবতা।

গণ। এঃ, তুমি বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ ক'রলে। আমি তোমার সব কথা শুনবো, কিন্তু তুমি আমার কথায় রাজী হও দেখি।

সর। বল, কি ক'রতে হবে।

গণ। দেখ—আমাকে বাবা মা বড় অপমান করে—আমি আলাদা হব। তোমাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে।

র। সে কি কথা?

গণ। আ-হা-হা, কথার উপর কথা কও কেন। বলি শোন, আমি আর এ বাড়ীতে অপমান সহ্য ক'রে থাকবো না—আলাদা বাড়ীতে যাব। তুমি আমার সঙ্গে যেতে রাজী আছ কি না।

সর। সে কথা পরে হবে,—এখন এস তেল মাখিয়ে নাইয়ে দিইগে।

গণ। ওহো সরস্বতি, তুমি থাকতে আবার আমার আলাদা হবার ভাবনা? কি পতিভক্তি! ওহো-হো!

[উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কিনুরামের বহির্ব্বাটী।

কিনুরাম ও কাশীনাথের প্রবেশ।

কিনু। ভাবনা কি কাশীবাবু, যেমন ক'রে পারি আপনার কায উদ্ধার ক'রে দেবই দেব।

কাশী। সেই জন্যেইত আপনার আশ্রয় নিয়েছি ভটচায্যি মশায়। আপনি পণ্ডিত—আপনি যে কাজে হাত দেবেন, সে কায হাসিল হবেই হবে।

পাওনার কাযটা পূর্ব্বেই মেটাতে হবে। এ সব ঝঞ্ঝাট যত মিটে থাকে, ততই ভাল।

কাশী। ওটা দশ আনা ছ আনা হ'লেই ভাল হয়।

কিনু। আপনি নতুন—এ সব কাজত আর কখন করেননি—তাই জানেন না। কিছু দিন ক'রলেই বুঝতে পারবেন, যে এ সব কাজে কোন পক্ষেই আনা কমে না।

কাশী। আচ্ছা, আপনার কথাই রইল। কিন্তু কাযটা যেন পাকা হয়।

কিনু। কায না একেবারে পাকা ক'রতে পারলে কি আর এত যজমান শিষ্য নিয়ে ঘর ক'রতে পারি? তাঁকে ডাকুন—কিছু ভাবতে হবে না।

কাশী। তবে আমি এখন চললুম।

কিনু। আসুন।

[কাশীনাথের প্রস্থান]

এ দিকে যা হ'ক আড়াই শ'র ব্যবস্থা করা গেল—এখন ও দিককার ব্যবস্থাটা ক'রতে পারলেই, গয়লা বউএর দোহারা দুখানি কুটুরির বন্দোবস্ত ক'রে ফেলি। নাগাড় আর বেটির ইঁদুরমাটিতোলা মেজেতে বসে দামোদর পুজো পোষায় না। আর সে বেটিও আজ ছ মাস ধরে ঘেনর ঘেনর ক'রছে। দেখি একবার তাল ঠুকে, যদি বেটির বরাতে লেগে যায়।

(রাঘব রায়ের প্রবেশ)

আসুন রাঘববাবু, আসুন। এই আপনার কথাই ভাবছিলুম।

রাঘব। আমিও ভাবলুম, যখন ভটচার্য্যি মশায় এখনও এলেন না,

তখন নিজেই গিয়ে একবার দেখা ক'রে আসি। তারপর কতদূর কি ক'রলেন?

কিনু। সব ঠিক ঠাক—জুড়ে দিলেই হয়।

রাঘব। দস্তখত হ'য়ে গেছে?

কিনু। সে সব কায চুকিয়ে রেখেছি। দেখবেন? দাঁড়ান, আনছি—

(প্রস্থান ও কাগজ লইয়া পুনঃপ্রবেশ)

এই দেখুন। এমন কালী দিয়ে লিখেছি, ঠিক যেন দেড় বৎসর পূর্ব্বের লেখা।

রাঘব। (পাঠ) "আমি রমাপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত রাঘবচন্দ্র রায়ের নিকট হইতে শতকরা মাসিক এক তঙ্কা সুদে দশ সহস্র মুদ্রা কর্জ্জ লইলাম। উক্ত তঙ্কা প্রয়োজন হইলে আমি এক মাসের মধ্যে পরিশোধ করিতে বাধ্য রহিলাম।" বাঃ, বেশ লেখা হ'য়েছে। আচ্ছা, সইটা যেন একটু কেঁপে গেছে না?

কিনু। ঠিক আছে মশায়, ঠিক আছে। আমি কি আর কাঁচা কায করি? খতে যে তারিখ দেওয়া হ'য়েছে, কাশীবাবুর যদি সেই তারিখের সই দেখেন, তা হ'লে বুঝতে পারবেন, কেন সই বাঁকা হ'য়েছে।

রাঘব। কেন বলুন দেখি।

কিনু। জানেন না—সেই ভারি ব্যায়রামের পর কাশীবাবুর দিন কতক হাত কাঁপতো।

রাঘব। ওহো-হো—ঠিক বলেছেন! আমার অত স্মরণ ছিল না। তা হ'লে আমি এই টাকা নিয়ে মাল খাজনা দাখিল ক'রতে পারবো ত?

কিনু। নিশ্চয়ই। আপনি যে তারিখে খাজনা দেবেন, তার পনের দিন আগে আপনার বাড়ীতে টাকা পৌঁছুবে—কিছু ভয় নেই। আর খাজনা দাখিল করবার এখনও অনেক সময় আছে।

রাঘব। দেরী আছে বটে, কিন্তু আমার এই টাকাই ভরসা। ডাকাতে আমারত যথাসর্ব্বস্ব নিয়ে গেছে—একটি পয়সা নাই। ঐ টাকা না পেলে বড়ই বিপদ—জমিদারী বিকিয়ে যাবে।

কিনু। আপনার কিছু ভাবনা নাই। এ বিপদ থেকে আপনাকে উদ্ধার ক'রতে না পারলে, আমার যে অধর্ম্ম হবে। আমরা গুরু পুরুত মানুষ, অধর্ম্মকে বড় বেশী ভয় করি। কোন ভয় নেই, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। তা হ'লে আমাদের যা বন্দোবস্ত আছে—

রাঘব। নিশ্চয়ই। মনে ক'রেছিলুম সাহেব যখন উদ্যোগী, তখন ডাকাতদের কাছ থেকে টাকাকড়ি ফিরিয়ে পাব। কিন্তু সাহেবত কিছুই ক'রতে পারলে না। যাক, যা হবার তাই হবে। আমি তা হ'লে এখন চললুম—ওদিকে অনেক কায আছে।

[প্রস্থান]

কিনু। যাক বাবা, হ'ল নিন্দের নয়। গয়লা বউ, তোরই বরাতে আমি ক'রে খাচ্ছি বেটি, তোরই বরাতে ক'রে খাচ্ছি।

[প্রস্থান]"

তৃতীয় দৃশ্য।

সেরপুর জঙ্গল—শঙ্করীর মন্দির।

আনন্দময়ী।

আনন্দ। বল দে মা—অন্তরের কথা যেন কেউ ঘুনাক্ষরেও না জানতে পারে। মোহনলাল, তোমাকে কি ভুলতে পারবো না? অনেক চেষ্টা ক'রেছি পারিনি—আর বোধ হয় পারবো না।

(দিলিপের প্রবেশ)

দিলিপ। মা!

আনন্দ। কে, দিলিপ? কি খবর?

দিলিপ। খবর কিছু নেই—একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রতে এলুম মা।

আনন্দ। কি বল।

দিলিপ। দেখিস, ছেলের কাছে লুকুসনি।

আনন্দ। তোমার কাছে আমার লুকোবার কি আছে বাবা।

দিলিপ। মা, হোড়েলের জঙ্গলে যে দিন তোকে কুড়িয়ে পাই, সে দিন তোর জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি দেখে, তোকে দেবী বলে মনে হ'য়েছিল। তোকে এনে লালন পালন ক'রতে লাগলুম—সঙ্গে সঙ্গে তোর উপর আমাদের ভক্তি বাড়তে লাগলো। আমরা সকলেই তোকে ইষ্টদেবীর মত পূজা ক'রতে লাগলুম। যদিও তোর পরিচয় পাইনি, কিন্তু তোর মনের উচ্চ ভাব দেখে, তোকে কোন উচ্চবংশীয় কুমারী জেনে, 'আনন্দময়ী' নাম দিয়ে আমাদের

নেত্রী ক’রলুম। তার পর বোধ হয় তোর সবই মনে আছে।

আনন্দ। হঁা দিলিপ, আমার সমস্তই মনে আছে।

দিলিপ। সেই জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিতে আজ ভাবান্তর কেন মা? তোর সেই প্রফুল্ল মুখখানি মলিন কেন মা? বল মা তোর কি হ’য়েছে? আমি তোর শক্তিহীন বৃদ্ধ সন্তান বলে, মনে করিসনি যে তোর কষ্টের প্রতিকারের জন্য প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত হব। বল মা তোর মনে কি কষ্ট হ’য়েছে।

আনন্দ। আমার মনেত কোন কষ্ট নেই বাবা—ওটা তোমার ভ্রান্তি।

দিলিপ। মা, আমি বুড়ো হ’য়েছি—আমার ভূল হ’তে পারে, কিন্তু আমার মনের ভুল হবে কেন? ছেলেকে কাঁদাসনি মা, বল তোর কি হ’য়েছে।

আনন্দ। দিলিপ, বুড়ো হ’লে বোধ হয় মাথা একটু খারাপ হয়।

দিলিপ। তা জানি না মা। তবে এই জানি, যে তোর জন্যে প্রাণ দিতে পারি।

আনন্দ। দুঃখ ক’রো না বাবা, আমার কোন কষ্ট নেই।

দিলিপ। মা, পাপ বুঝি না, পূণ্য বুঝি না—সুখ বুঝি না, দুঃখ বুঝি না—বুঝি কেবল মা। সেই মায়ের দুঃখ প্রাণ থাকতে কি ক’রে দেখবো মা! যদি তোর কিছুমাত্র দুঃখ থাকে বল—আমি এখনি তার প্রতিকার করি। যদি মরি, মার জন্য মরছি ভেবে হাসতে হাসতে মরবো।

আনন্দ। বাবা, প্রার্থনা করি, বাঙলার লোক যেন তোমার মত মাতৃভক্তি শেখে।

দিলিপ। মা, আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোর হাসিমুখ দেখতে দেখতে, মা মা বলে মরতে পারি। মায়ের ছেলে হওয়া যে কি কষ্ট, তা

তুই কি বুঝবি বল—তোর তো আর মা নেই!

আনন্দ। আমার মা নেই? চেয়ে দেখ দিলিপ, মায়ের আমার মূর্ত্তি দেখ। মুক্তকেশী কঙ্কালবদনী মা আমার নৃমুণ্ডমালিনী হ'য়ে দানব দলনে নিযুক্তা। মা আমার এক হাতে অসি, এক হাতে দানবমুণ্ড নিয়ে, অপর দুই হাতে মাভৈ মাভৈ রবে জগতকে বরাভয় দিচ্ছেন। গেল—সৃষ্টি লোপ হ'ল—মায়ের হুঙ্কারে বুঝি ধরা রসাতলে গেল ভেবে, চেয়ে দেখ দিলিপ, দেবাদিদেব মহাদেব মায়ের গতি রোধ করবার জন্য মায়ের পদতলে। দানব-রুধির পানাশক্তা মা আমার পশুপতিকে পদতলে দেখেও তাঁর বুকের উপর তাণ্ডব নৃত্য ক'রছেন। দেখ দিলিপ, ঐ আমার মা।

দিলিপ। তুই যে মূর্ত্তি বললি, আমিত সে মূর্ত্তি দেখতে পেলুম না মা—অপূর্ব্ব সিংহাসনে স্থির ধীর জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিতে মা,—মা,—আমি তোকেই যে দেখতে পেলুম।

(শিবুর প্রবেশ)

শিবু। মা, মা, ছেলেকে কোলে তুলে নেবার লোভ দেখিয়ে নিয়ে এসে কোথায় গেলি মা? এই যে, এই যে তুই আবার ডাকছিস—(শঙ্করীর পদতলে পতন)

আনন্দ। একি—কে ঐ? এখানে কি ক'রে এল?

দিলিপ। কে তুমি? এখানে কি ক'রে এলে?

শিবু। তাইত, কে আমি? এখানে কি ক'রে এলুম? তোমরা কে? এ কোন জায়গা?

আনন্দ। আমাদের পরিচয় জানবার আগে তোমার পরিচয় দাও।

শিবু। আমার পরিচয় আমি—এর বেশী আর আমার পরিচয় নেই।

আনন্দ। এখানে কি ক'রে এলে ?

শিবু। স্বপ্নে এসেছি—স্বপ্নেই বোধ হয় চলে যাব—বিরক্ত ক'রো না। মা, মা, কোথায় গেলি মা ?

আনন্দ। স্বপ্নে এখানে কি ক'রে এলে ?

শিবু। হাঁ স্বপ্নেই এসেছি। সে এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন। এক গাছের তলায় শুয়ে ঘুমুচ্ছিলুম। ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলুম, যেন একটি বালিকা মাথার কাছে এসে ডাকছে। ডাক শুনে যেন উঠে জিজ্ঞাসা ক'রলুম কে তুমি ? বালিকা বললে, আমি সকলের মা—তুই আমার বড় দুঃখী ছেলে, তাই তোকে কোলে নিতে এসেছি।

আনন্দ। তার পর—

শিবু। মা যেন আমায় কোলে নিতে হাত বাড়ালে। মায়ের হাতে একটা প্রকাণ্ড গোলাকার বস্তু দেখলুম। জিজ্ঞাসা ক'রলুম, ওটা কি মা ? মা আমায় বললে, ওটা ব্রহ্মাণ্ড। এই ব্রহ্মাণ্ডটা কখন বা উদরস্থ করি, কখন বা প্রসব করি, কখন বা হাতে ক'রে ধরে রেখে দিই। একবার স্থির দৃষ্টিতে এই ব্রহ্মাণ্ডটার দিকে চেয়ে দেখ দেখি, বলে মা আমার সম্মুখে ব্রহ্মাণ্ড ধরলেন। দেখলুম, কোটি কোটি প্রাণী তার ভিতরে অস্থির হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার কোন স্থানটি বা স্বর্গ, কোন স্থানটি বা সংসার, কোন স্থানটি বা নরক। দেখলুম, সংসার কি যন্ত্রণার স্থান। কেউ বা হাসতে হাসতে সিংহাসনে উঠছে—কেউ বা স্ত্রী পুত্রের হাত ধরে রাজ-প্রাসাদ ছেড়ে কুটিরে যাচ্ছে। কেউ বা সুখাদ্যে উদর পরিপূর্ণ ক'রে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় আরামে নিদ্রা যাচ্ছে—কেউ বা ক্ষুধার যন্ত্রণায় অস্থির হ'য়ে ছুটাছুটি ক'রে বেড়াচ্ছে। লোকের যন্ত্রণা দেখে আমি ভয়ে চীৎকার ক'রে বললুম—মা মা, আমিও

কি ওই ব্রহ্মাণ্ডের জীব? মা উত্তর দিলে, হাঁ। আমি ভয়ে কেঁদে উঠে বললুম—মা, আমি এ ব্রহ্মাণ্ডে থাকতে চাই না। বল মা, কি ক'রলে এখানে থাকতে হয় না—আমি তাই ক'রবো। মা বললে, আমি যাকে কোলে তুলে নিই, তাকে আর ওখানে থাকতে হয় না। ভয় কি—তুমি আমার কোলে এস। এই বলে মা হাত বাড়ালে—আমিও মা মা বলে কোলে উঠতে গেলুম। আব একটু এস বাবা, বলে মা আমার ক্রমশঃই সোরে যেতে লাগলো। আমিও দৌড়ুলুম—কিন্তু মাকে ধরতে পারলুম না। এইখানে এসে মা আমার কোথায় যে মিশিয়ে গেল, তা আমি বলতে পারি না। আমিও চেয়ে দেখি আমি এইখানে এসেছি। কি ক'রে এলুম কিছুই জানি না। এ কিন্তু আমার সে মা নয়, তা হ'লে কথা কইত। আমি যাই।

দিলীপ। কোথায় যাবে?

শিবু। সেই গাছতলায় আবার ঘুমুব।

দিলিপ। তুমি হাজার চেষ্টা ক'রলেও এ বন থেকে বেরুতে পারবে না।

শিবু। কেন পারবো না! যখন রাস্তা হারিয়ে ফেলবো, তখন মা মা বলে ডাকবো, তা হ'লেই রাস্তা পাব।

[প্রস্থান]

দিলিপ। কিছুইত বুঝতে পারলুম না মা।

আনন্দ। আমিও নির্ব্বাক হ'য়েছি দিলিপ। ইনি একজন মহাপুরুষ সন্দেহ নাই—কিন্তু তবুও আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত। তুমি নিজে ওঁর সঙ্গে যাও—দেখবে উনি কোথায় যান।

দিলীপ। আচ্ছা মা-

[প্রস্থান]

আনন্দ। আশ্চর্য্য—কিছুই বুঝতে পারলুম না।

[প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য।

গয়লা বউএর কুটির।

গয়লা বউএর প্রবেশ।

গ-বউ। হায় রে পোড়া অদৃষ্ট, হ'তে হ'তেও হ'চ্ছে না। কোথায় মনে ক'রলুম বে'টা হ'য়ে গেলে দাঁও মারবো। তা চুলোয় যাক, প্রাণটা নিয়ে যে ফিরে এসেছি এই ভাগ্যি। আজ পোড়ারমুখো ভটচায্যিকে মেজেতে শুইয়ে রাখবো—দেখি মড়ার চাড় হয় কি না। আজ নয় কাল নয় ক'রে তিন মাস হ'য়ে গেল, তবু মিনসে দুখানা ইট বোন্দে গাড়তে পারলে না।

নেপথ্যে। গয়লা বউ, দোর খোল।

গ-বউ। এই যে, পোড়ারমুখো এসেছে।

(প্রস্থান ও কিনুরামের সহিত পুনঃপ্রবেশ)

কিনু। হুড়কোটি খুলে দিয়ে, বোবার মত চলে এলি যে? কই, আজ 'এস' বলে মুচকে হাসলিনি? ও কি! মুখখানা অমন

চালুনির মত হ'য়ে আছে কেন?

গ-বউ। আমার মুখ চালুনি হ'য়ে থাকে থাক, তোমার মুখ ত পদ্মের মত—তা হ'লেই হ'ল।

কিনু। না গয়লা বউ, তোর সেই ঠোঁটের কোলে হাসি লুকান 'বলি বলি বলা হ'ল না'র মত মুখখানির বদলে যে আমি ভিমরুলের চাকখানি দেখবো, তা পারবো না। দোহাই তোর, মুখখানার চেহারা একটু বদলে ফেল। অজানা লোক হঠাৎ দেখলে আঁৎকে উঠবে। আমার অভ্যাস আছে বলেই সামনে গেলুম।

গ-বউ। কে আমার মুখ দেখবার জন্যে তোমাকে মাথার দিব্যি দিচ্ছে? তুমি তোমার কাজ কর না।

কিনু। আহা, ও রকম মুখ দেখলে কি আর কাজে হাত পা আসে? শেষকালে কি মনসার মাথায় ফুল দিতে গিয়ে, হাতে কাঁটা ফুটিয়ে ফেলবো? নিমেষের তরে একটু ফিক ক'রে হেসে ফেল দেখি, আমি একটু সতেজ হ'য়ে উঠি।

গ-বউ। কি সুখে হাসবো? এ পোড়া চালা ত আর ঘুচলো না। এমনও অদৃষ্ট ক'রেছিলুম, যে মনের আশা মনেই মিশিয়ে গেল।

কিনু। আশার বাপের সাধ্যি কি যে আমি থাকতে সে ব্যাটা তোর মনের মধ্যে মিশে যায়। ব্যাটার ল্যাজ ধরে টেনে বার ক'রবো না।

গ-বউ। যাও যাও, বোকো না, তোমার মুখই সর্ব্বস্ব।

কিনু। আর মাসখানেক সবুর কর গয়লা বউ। দু দুটো মোষ বলি হবার জন্যে হাঁড়কাঠে গলা দিয়ে আছে—কেবল ঢাক বাজাবার লোক পাচ্ছি না বলেই বলি হ'চ্ছে না। ভাবিসনি গয়লা বউ,

খুব শিগ্‌গিরই ইট পোড়াবার বন্দোবস্ত ক'রছি—আর কোটায় বসে তোর হাসিমুখ দেখতে দেখতে মনসা পূজা ক'রছি।

গ-বউ। আর খুব শিগ্‌গির আমিও মরবো বোলে ঠিক ক'রছি।

কিনু। বাপরে—একি কথা বলিস গয়লা বউ? তুই মরবি কি বল? ও কথা ভাবতে গেলে যে আমি মন্ত্র তন্ত্র সব ভূলে যাই। আমার মাথার দিব্যি, একটু হাস—আমি তোর কোঠা তিন মাসের ভেতর ক'রে দিচ্ছি।

গ-বউ। যাও, যাও, ন্যাকামি ক'রো না।

কিনু। এই যে হেসেছিস। বাঁচালি গয়লা বউ—অপঘাতের হাত থেকে আমায় বাঁচালি। আচ্ছা, আমার এ সংসারে আর কে আছে বল দেখি? থাকবার ভিতর পুরাণ পাঁজি পুঁথিগুলো, আর তুই। তা তুই যদি আমার প্রাণে এই রকম ক'রে কষ্ট দিস, তা হ'লে আমি কোথায় দাঁড়াই বল দেখি।

গ-বউ। বলি আজ নয় কাল নয় ক'রে ত তিনমাস কাটালে, এখনও হ'ল না?

কিনু। হ'য়ে এসেছে। সব ঠিক ক'রে রেখেছি, জুড়ে দিলেই হয়। একটু কেবল সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছি—আবার সামলাতে হবে ত?

নেপথ্যে। ভটচার্য্যি মশায় আছেন?

কিনু। কে, কে—ডাকে কে?

নেপথ্যে। ভটচার্য্যি মশায় আছেন?

কিনু। শিগ্‌গির দে—শিগ্‌গির দে—

গ-বউ। দরজা খুলে দেব?

কিনু। আরে না, না—আগে ঘটিটা আর চালের পুঁটলিটা হাতে দে।

(গয়লা বউয়ের তৎকরণ)

নেপথ্যে। ভটচার্য্যি মশায় আছেন ?

কিনু। হাঁ আছি। দে—দরজাটা খুলে দে।

(গয়লা বউএর প্রস্থান ও একজন লোকের সহিত পুনঃপ্রবেশ)

লোক। প্রণাম মশায়। আপনার বাড়ীতেই যাচ্ছিলুম, কিন্তু আপনি গয়লা বউএর বাড়ীতে ঢুকলেন দেখে, এখানে এলুম। এসে দেখি দরজা বন্ধ।

কিনু। যে বুনো শোরের উৎপাত বাপু, দরজা না দিলে কি আর রক্ষা আছে। শালার শোরেরা চাল কলার গন্ধে বাড়ীতে পর্য্যন্ত এসে ঢোকে। যাক, তারপর তোমার কি দরকার ?

লোক। এমন অসময়ে আপনি এখানে আসবেন জানি না।

কিনু। কি জান, সকালে তাড়াতাড়িতে মনসা পূজার একটা মন্ত্র বলতে ভুলে গিয়েছিলুম—তাই মন্ত্রটা পূরণ ক'রে দিতে এসেছি। কাল ক'রলেও হ'ত—কিন্তু কি জানি, বাসি মন্ত্রে যদি দেবতা আবার রাগ করেন। আর যে সে দেবতা নয়, মনসা—ভারি রাগী। তা তোমার কি দরকার ?

লোক। আজ্ঞে, একটা ব্যবস্থা নেব। তা একবার বাড়ীর দিকে আসবেন কি ?

কিনু। এই খানেই দিচ্ছি, তার জন্য আর ভাবনা কি। আমায় ত আর পুঁথি টুঁথি দেখতে হবে না—সবই কণ্ঠস্থ। কিসের ব্যবস্থা চাই ?

লোক। আজ্ঞে, আমার একটা এঁড়েকে কাল বিকালে গোয়ালে বেঁধে রেখেছিলুম — রাত জাব দিতে গিয়ে দেখি, মরে রয়েছে।

গেরামের লোককে বলতে বললে, পেরাচিত্তির ক'রতে হবে। তাই আপনাকে নিবেদন ক'রতে আসছি, এ জন্যে কি পেরাচিত্তির ক'রতে হবে?

কিনু। প্রায়শ্চিত্ত বলে প্রায়শ্চিত্ত—মস্ত প্রায়শ্চিত্ত ক'রতে হবে। গলায় দড়িশুদ্ধ এঁড়ে তোমার মরে গেছে, এ কি সাধারণ কথা বাপু।

লোক। তা হ'লে কি ক'রতে হবে?

কিনু। দাঁড়াও, ভেবে দেখি শাস্ত্রে কি লিখেছে। হাঁ, হ'য়েছে। এ কিন্তু গুরুতর ব্যাপার। শাস্ত্রে বলছে, 'এক মালসা চাল, তার উপরে সোণার তাল।' অর্থাৎ এক মালসা চালের উপরে তিন ভরি পক্ক কাঞ্চন। আর 'এক মালসা কড়ি, তার উপরে সোণার দড়ি।' অর্থাৎ এক মালসা কড়ির উপরে, যে দড়িগাছটি এঁড়ের গলায় ছিল, ঠিক সেই মাপের একগাছি সোণার দড়ি উৎসর্গ ক'রলেই, যার এঁড়ে তার সব পাপ খণ্ডন হ'য়ে যায়। হাঁ, আর ভুলে গেছি—ওর সঙ্গে সঙ্গে আট সের খাঁটি দুধ দিতে হয়।

লোক। বলেন কি ভটচার্য্যি মশায়! এত খরচ?

কিনু। তা হবে না? পাপটা কি সোজা পাপ? শাস্ত্রে বলছে, "এঁড়েস্য বন্ধনে মৃত্যুঃ", অর্থাৎ বাঁধা এঁড়ে মরে গেলে—

"এক মালসা চাল, তার উপরে সোণার তাল"
"এক মালসা কড়ি, তার উপরে সোণার দড়ী"

এইগুলি উৎসর্গ ক'রতে হবে—অর্থাৎ ভগবানকে দিতে হবে। আর ঐ দুধটুকুর কথা যা বললুম, সেটী ঐ এঁড়ের যম শেষকালে খেয়ে তোমায় পাপ মুক্ত ক'রবেন।

লোক। এত খরচ ভটচার্য্যি মশাই—বলেন কি? গেল সালে এই

গয়লা বউএর গরু মরে গেলে, পাঁচ টাকা খরচ ক'রে ত গয়লা বউ পেরাচিত্তির ক'রলে। আর আমার বেলায় এত?

কিনু। আহা, সে যে আলাদা বিধান। সে হ'ল—"ধেনুসা বন্ধনে মৃত্যুঃ"। অর্থাৎ যদি ধেনু বন্ধনে মরে, তা হ'লে ঐ পাঁচ টাকাতেই হয়। কিন্তু এ ত তোমার ধেনু নয়, এ যে এঁড়ে।

লোক। আজ্ঞে হাঁ—এঁড়ে।

কিনু। "এঁড়েস্য বন্ধনে মৃত্যুঃ" হ'লেই, যা বললুম তাই ক'রতে হবে। তবে তুমি যদি অত না পার, কিছু কম হ'লেও ক্ষতি নেই।

লোক। আজ্ঞে, আমি অত পারবো না। মোট পঞ্চাশটি টাকা আমার সাধ্যিতে আসে ভটচার্য্যি মশায়।

কিনু। পাগল হ'য়েছ—তাতেও কি হয়?

লোক। অনুগ্রহ ক'রে ক'রে দিতেই হবে—তা না হ'লে ও পাপ ঘাড়ে ক'রে আমায় চিরকাল থাকতে হবে।

কিনু। (স্বগতঃ) না, আর নয়—বেশী বাড়াবাড়ি ক'রে কাজ নেই—শেষকালে একেবারে ফস্কে যাবে। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা বাপু, যাতে রয় সয়, ক'রে দেব এখন।

লোক। আজ্ঞে, তা হ'লে কত লাগবে?

কিনু। আর কি হবে—আমাকে পঞ্চাশ টাকা দক্ষিণা দিয়ো, তা হ'লেই তুমি এই ভীষণ পাপ থেকে মুক্তি পাবে। জান ত, আমরা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত—ঈশ্বর জানিত লোক। আমি ঈশ্বরকে বলবো এখন, তোমাকে যেন তিনি পাপমুক্ত ক'রে দেন। আমরা তাঁর ভক্ত, আমাদের কথা তিনি শুনবেনই শুনবেন। জান ত, লোকে বলে' ভক্তেরই ভগবান। তোমার পাপও নষ্ট হবে, অথচ অল্প পয়সায় কায মিটবে।

লোক। যা হয় ক'রবেন—আমি বড় গরীব জানেন ত ?

কিনু। আহা, গরীব বলেই ত অত অল্পে মিটছে।

লোক। তা হ'লে এখন আমি চললুম—কাল চরণ দর্শন ক'রবো।

[প্রস্থান]

কিনু। গয়লা বউ—ও গয়লা বউ—পোঁটলা পুটলি আর কতক্ষণ ধ'রে থাকবো। কোথায় গেল ?

[প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য।

শম্ভুনাথের বাটীর অন্দর।

শম্ভুনাথ, যোগমায়া ও ঘোষের ঝি।

শম্ভু। না গিন্নি, আর আমায় বুঝিয়ো না। এইবারে বিষ খাব—আর সহ্য ক'রতে পারি না।

যোগ। বিপদে অস্থির হ'লে কি চলে ? দেখ না কোথায় গেল। অবিশ্যি এ গ্রাম ছেড়ে কোথাও যেতে পারেনি।

ঘো-ঝি। বলি বউএরই বা আক্কেল কি ? না বলা, না কওয়া, দুড়ুম ক'রে রাত দুপুরে ভাতারের সঙ্গে চলে গেল। শ্বশুর, শাশুড়ী রয়েছে, একবার জিজ্ঞাসা ক'রতে ত হয়।

যোগ। আমার অদৃষ্টের দোষ মা। তা না হ'লে, অমন বউ—যার সাত চড়ে রা বেরোয় না, সে কি না এমন হ'ল। তা গেছে ত

তার স্বামীর সঙ্গে, তাতে আর দোষ কি।

শম্ভু। দোষ আমার মাথার—দোষ আমার মুণ্ডুর। দোষ আমার—দোষ তোমার—দোষ জগতের। আর ভাবতে পারি না—আমি গেলুম। সে কি মানুষ, যে তার সঙ্গে গেছে কোন ভাবনা নেই। সে একটা দুর্দ্দান্ত মাতাল, নিজেকেই রক্ষে ক'রতে পারে না, তা আবার স্ত্রীকে রক্ষা ক'রবে। নিশ্চয়ই কোন লোকের পরামর্শে ঐ কায ক'রেছে। দেখ, আবার কি সর্ব্বনাশ হয়।

যোগ। কি বলছো গো, আমিত কিছুই বুঝতে পারছিনি।

শম্ভু। বলছি আমার শ্রাদ্ধ আর পিণ্ডী।

ঘো-ঝি। আমি গেরামে তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে তাদের বার ক'রে নিয়ে আসবো।

শম্ভু। আমি কি আর খুঁজতে বাকি রেখেছি ঘোষের ঝি? তবে আর বলছি কি। এর ভিতর ভয়ানক কুচক্র আছে। কোন লোকের পরামর্শে হতভাগা ছেলে আমার ঘরের লক্ষ্মীকে নিয়ে গেছে। না জানি এতক্ষণে কি সর্ব্বনাশই হ'য়েছে।

যোগ। একবার দেওয়ান বাড়ীতে না হয় যাও না।

শম্ভু। না, সেখানে আর যাব না। সে দেওয়ান বাড়ী নয়, গরীবের যমের বাড়ী।

ঘো-ঝি। আচ্ছা, আমি যাচ্ছি। দেখি, দেওয়ান কেমন না আমার বউএর খোঁজ ক'রে দেয়। গালাগাল দিয়ে ভুত ছাড়িয়ে দেব না।

শম্ভু। যেও না ঘোষের ঝি, গরীবের কথায় কেউ কান দেয় না।

নেপথ্যে। শম্ভু বাড়ীতে আছ?

শম্ভু। কে ডাকে—দাদা নয়? হাঁ আছি, আসুন।

(কাশীনাথের প্রবেশ)

খবর কি দাদা? সব শুনেছেন ত?

কাশী। হাঁ, সব শুনেছি। বড় দুঃখের বিষয় বলতে হবে বই কি। এই সময়ে ছেলেটা আলাদা হ'য়ে গেল। তা হ'ক। তারা কোন বাড়ীতে আছে?

শম্ভু। কোথায় যে আছে, কি ক'রে জানবো বলুন? না বলা, না কওয়া, রাত্রে কোথায় চলে গেছে।

কাশী। তাইত, এমন আহাম্মুখ ছেলেও ত দেখিনি। বাপের এই অবস্থা—আজ বাদে কাল বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে হবে—তা না বুঝে, তুই কি না বউটিকে নিয়ে নিজের রাস্তা দেখলি। এখন তোমরা কোথায় যাবে ঠিক ক'রেছ?

শম্ভু। গ্রামেত তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজেছি, পাইনি—আর কোথায় যাব বলুন।

কাশী। আমি সে কথা বলছিনি। আর এক সপ্তা পরে যে এ বাড়ী ছেড়ে যেতে হবে, তার কি বন্দোবস্ত ক'রেছ?

শম্ভু। এ বাড়ী ছেড়ে দিতে হবে কেন?

কাশী। ন্যাকা সাজছো কেন শম্ভু? জান না, তুমি আমায় এ বাড়ী বিক্রি ক'রেছ?

শম্ভু। অ্যাঁ—

কাশী। যেন আকাশ থেকে পড়লে যে। এই কাগজখানি দেখ দেখি, তা হ'লেই বুঝতে পারবে।

শম্ভু। এ ত দেখছি বিক্রি কওলা। কই, আমিত আপনাকে বাড়ী বিক্রি করিনি। এ কওলা কে দিলে?

কাশী। তোমার মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে শম্ভূ। তুমি এতগুলো সাক্ষীর সামনে এই দলিলে সই ক'রে টাকা নিয়েছ, আর মনে নেই? না, তুমি বড় গোল মেলে লোক। মনে ক'রেছিলুম মাস খানেক রাখবো, কিন্তু তা আর হ'ল না। এক সপ্তাহের মধ্যেই তোমাকে এ বাড়ী ছেড়ে যেতে হবে।

শম্ভূ। দাদা, প্রকৃতই আমার মাথা খারাপ হ'য়েছে। কি ভয়ানক চক্রান্ত! দাদা, এক মায়ের কোলে যে প্রতিপালিত হ'য়েছিলুম, তার প্রমাণ আজ হাতে হাতে পেলুম।

কাশী। যাও, যাও, বেশী বোকো না। আমি কোন কথা শুনতে চাই না—সাত দিনের ভিতর উঠে যাওয়া চাই।

ঘো-ঝি। বড় কর্ত্তা, ছোট গিন্নি বলছে—বড় ঠাকুরের যদি এ বাড়ী নেবারই ইচ্ছে ছিল, তা হ'লে আমাদের বললেই হ'ত, আমরা সকলে এক সঙ্গে বিষ খেয়ে মরতুম—জাল করবার দরকার কি ছিল। ঐ দেখ, মাথা খুঁড়ে রক্ত বার ক'রে ফেলেছে। বড় কর্ত্তা, তোমাদের বাড়ীতে থেকেই আমি বুড়ো হ'য়েছি, তোমার পায়ে পড়ি, এ বুড়ো দাসীর কথা রাখ—শম্ভূকে এ বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়ো না। শম্ভূর মতন দুঃখী বড় কর্ত্তা, এ পৃথিবীতে আর কেউ নেই।

কাশী। তুই থাম্ বুড়ো মাগি। শম্ভূ, তবে এই কথা রইলো—আমি এখন চললুম। যদি আট দিনের দিন তোমাদের এ বাড়ীতে দেখি, তা হ'লে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দেব। তুমি আমায় বড় জ্বালাতন ক'রেছ।

[প্রস্থান]

শম্ভু। গিন্নি—আমায় ধর—আমি চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছিনি।

[পতন]

ঘো-ঝি। এত লোক মরে, আমার মরণ হয় না গা।

যোগ। হাঁ গা, কি কষ্ট হ'চ্ছে গা?

শম্ভু। উঃ—বড় যন্ত্রণা—

[শম্ভুকে লইয়া যোগমায়া ও ঘোষের ঝির প্রস্থান]

ষষ্ঠ দৃশ্য।

বনমধ্যস্থ ভগ্ন অট্টালিকা।

রত্নেশ্বর।

রত্নে। এখনও আসছে না কেন? গণপতি কি আমায় মিথ্যা কথা বলে এতগুলো পয়সা বাজে খরচ করালে? না, তা ত সে ক'রবে না। দশ বোতল মদ কিনে রেখেছি, সে যে দেখে গেছে। তবে কি বেশী মদ খেয়ে মাতাল হ'য়ে পড়েছে? না, তা হ'লে সে গড়াতে গড়াতেও এখানে আসতো। তবে কি হ'ল? এত দেরী হ'চ্ছে কেন? আমাদের পরামর্শ কেউ জানতে পারলে না কি? কি জানি—মাতালকে বিশ্বাস নেই—হ'য় ত প্রকাশ ক'রে ফেলেছে। ঐ বুঝি আসছে। না। তাই তো, কি করি?

কতক্ষণ এই অজাগর বনের মধ্যে একলা বসে থাকি। দেখি, একটু এগিয়ে দেখি।

[প্রস্থান]

(অপর পার্শ্ব হইতে গণপতির প্রবেশ)

গণ। কই, রত্নেশ্বর কোথায় গেল? রত্নেশ্বর! রত্নেশ্বর! বা, বেশ নির্জ্জন জায়গা—কেউ জানতে পারবে না। কোথায় গেল রত্না? চালাকি নয় বাবা, মদ নিয়ে এস—নেশা চট্‌বার আগে একটু খেয়ে নিই।

"যেয়ো না যমুনা কূলে, কালা সেথা জল সেঁচিছে।
কাছে গেলেই সে পাজি ছোঁড়া
(রাই) দেবে তোমার গায়ে হেঁচে॥"

না, এখন আর গান ভাল লাগছে না—এখন মদ চাই।

(রত্নেশ্বরের প্রবেশ)

রত্নে। এই যে গণপতি এসেছ। কই, সে কই?

গণ। আমায় কি এত বোকা পেলে, যে আমি একলা আসবো। তোমার খোরাক নিয়ে তবে এসেছি বাবা। এখন দাও দেখি একটু মদ—ধাতে ধাত বসুক।

রত্নে। কই, সে কোথায়?

গণ। অত উতলা হ'য়ো না—আগে একটু মদ দাও।

রত্নে। আচ্ছা দিচ্ছি।

(মদ্য প্রদান ও গণপতির পান)

গণ। মা সুরাধনি, তোর কি মহিমা। (পুনরায় পান) বোতল থেকে যখন তুই কল কল নাদে পড়িস, তখন প্রাণ মাতিয়ে তুলিস।

রত্নে। গণপতি, মদ পেলে ত, এখন ব্যাপারটা বল।

গণ। দেখ, তুমি একটু আড়ালে থাক--আমি তাকে নিয়ে আসি। তোমাকে দেখতে পেলেই চাট ছুড়বে। এখনো তার বিশ্বাস, যে বাবার সঙ্গে আলাদা হ'য়ে, আমরা অন্য বাড়ীতে যাচ্ছি। আমি তাকে বাঁশ বাগানে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছি।

রত্নে। আমি কোথায় যাব?

গণ। এই একটু আশ পাশে লুকিয়ে থাক না।

রত্নে। আচ্ছা, আমি যাচ্ছি। তুমি কিন্তু দেরী ক'রো না।

[প্রস্থান]

গণ। সরস্বতি, আশীর্ব্বাদ করি, চিরজীবি হও। তোমার কৃপায় আর আমায় মদের ভাবনা ভাবতে হবে না।

(প্রস্থান ও সরস্বতীকে লইয়া পুনঃপ্রবেশ)

এই বাড়ীতে থাকবো সরস্বতী। কেমন, পারবে তো?

সর। তুমি যেখানে থাকবে, সে জায়গা আমার মহাতীর্থ। কিন্তু—

গণ। কিন্তু কি বল।

সর। এ যে অজাগর বন, এখানে থাকতে যে তোমার কষ্ট হবে।

গণ। আমার কষ্ট হ'ল তো তোমার কি? তুমি এখানে থাকতে পারবে কি না বল।

সর। কেন পারবো না। হ'লেই বা এ অজাগর বন—তুমি কাছে

থাকলে এ আমার নন্দন-কানন।

গণ। এখানে কোন ভয় নেই সরস্বতী। আর তিন জনে বেশ মিলে মিশে থাকা যাবে এখন।

সর। তিন জন কে ?

গণ। এই আমি, তুমি, আর একটী আমার বন্ধু।

সর। তোমার বন্ধু ? কে সে ?

গণ। রত্নেশ্বর।

সর। অ্যাঁ, কি বললে ?

গণ। রত্নেশ্বর গো—রত্নেশ্বর।

সর। না, চল আমরা বাড়ী ফিরে যাই।

গণ। ফিরে যাবার জন্যেই ত এলুম। নাও, ন্যাকামি রাখ—আসল কথা শোন। রত্নেশ্বরের জন্যেই তোমাকে এই খানে নিয়ে আসা, বুঝেছ ?

সর। ভগবান, এ কি শুনি ? তুমি কি বলছো ? বোধ হয় তোমার বড্ড নেশা হ'য়েছে—চল ফিরে যাই।

গণ। বলি তোমার ফিরে যাওয়া কি আমাকে চিরকাল মদ যোগাবে যাদুমণি ? নাও, আর কথা কোয়ো না। কোথায় হে রত্নেশ্বর, এস।

সর। আমি যে তোমার ধর্ম্ম-পত্নী, তা কি তুমি ভুলে গেছ ? তুমিই যে আমায় রক্ষা করবার ভার নিয়েছ—তোমারি এই কাজ ?

গণ। কেউ মারলে ধরলে তোমাকে নিশ্চয় রক্ষা ক'রবো।

সর। উঃ—এতদূর অধঃপতন ?

গণ। কোথায় গেলে হে রত্নেশ্বর ?

সর। ভগবান, রক্ষা কর।

(রত্নেশ্বরের প্রবেশ)

রত্নে। এই যে। নাও, ঘোমটা খোল। ভয় কি, আমি রত্নেশ্বর।

সর। খবরদার, আমায় ছুঁসনি—হাত খোসে যাবে। স্বামি, প্রভু, আমার ধর্ম্ম যায়—চক্ষু খুলে দেখ আমি তোমার কে।

গণ। এখনও ত চোখ বুঁজে থাকবার মত নেশা হয়নি—আমি সব দেখতে পাচ্ছি।

রত্নে। ওর অমতে কি আর আমি এসেছি? এস, আমার কাছে এস।

সর। ভগবান রক্ষা কর।

রত্নে। বটে, ভাল কথায় হ'ল না। দেখি, তোমায় কে রক্ষা করে। গণপতি, ঐ খানে মদ আছে—খাও গিয়ে। আমি একবার দেখি ও কত বড় মেয়েমানুষ। (হস্ত ধারণ) এস।

সর। মধুসূদন রক্ষা কর।

(শিবুর প্রবেশ)

শিবু। ছেড়ে দে, ছেড়ে দে—

(রত্নেশ্বরকে ভূতলে নিক্ষেপ ও সরস্বতীর পতন)

মা, মা, গুলি কেন মা—আমায় কোলে নে—

রত্নে। কোলে নেওয়াচ্ছি বেটা পাগলা।, গণপতি, ধর বেটাকে।

শিবু। মা, কোলে তুলে নেবার লোভ দেখিয়ে, এখানে এসে গুলি কেন?

(গণপতি ও রত্নেশ্বরের শিবুকে ভূতলে নিক্ষেপ)

রত্নে। গণপতি, বেটাকে একেবারে মেরে ফেলি?

গণ। ফেল।

শিবু। মা, কোলে নে মা—গেলুম।

গণ। আরও চাপ দাও।

শিবু। মা—মা—

(দিলীপের প্রবেশ)

দিলীপ। (গণপতি ও রত্নেশ্বরকে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া) নড়লেই খুন ক'রবো। মা, মা—

সর। কে বাবা তুমি? আমায় রক্ষা কর।

দিলীপ। ভয় নেই মা।

(শিবুকে বস্ত্রদ্বারা বন্ধন)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সেরপুর জঙ্গল—দস্যুদুর্গ।

সিংহাসনে আনন্দময়ী, সম্মুখে দিলীপ, দস্যুগণ ও বন্দী অবস্থায় গণপতি দণ্ডায়মান।

আনন্দ। তার পর—

দিলীপ। তার পর আসতে আসতে, মহাপুরুষ যে কোথায় গেলেন, তা বুঝতে পারলুম না।

আনন্দ। কিন্তু দিলীপ, এর বন্ধুকে পালাতে দেওয়া তোমার পক্ষে বড় কলঙ্কের কথা।

দিলীপ। মা, যখন ক্ষণিকের তরে আত্মবিস্মৃত হ'য়ে তোর আদেশ

পালন ক'রবো কি না ভাবছিলুম, সেই অবকাশে সে পাষণ্ড পালিয়েছে।

আনন্দ। যুবক, সংসারের নিয়মে চোরের কি শাস্তি জান?

গণ। কারাবাস।

আনন্দ। নরহত্যাকারীর?

গণ। শূল।

আনন্দ। যে পাপিষ্ঠ নিজের সহধর্ম্মিণীর ধর্ম্ম নষ্ট করবার জন্য প্রয়াসী—তার? নীরব কেন, উত্তর দাও।

দিলীপ। উত্তর দাও, নইলে এখনি ঘাড় থেকে মাথা সরে যাবে।

আনন্দ। স্থির হও দিলীপ।

দিলীপ। না মা, আর স্থির থাকতে পারছি না। মনে হ'চ্ছে যেন ওকে জীবিত রেখে আমরা পাপ বাড়াচ্ছি।

আনন্দ। যুবক, যে পাষণ্ড সুরার লোভে নিজের পত্নীকে অপর পুরুষের বুকে ফেলে দিতে পারে, প্রাণদণ্ড তার পক্ষে খুব লঘু দণ্ড নয় কি?

গণ। মা, আমায় মাপ করুন—আমি বুঝতে পারিনি।

আনন্দ। এ বিবেচনা শক্তি পশুদেরও আছে, কিন্তু তোমার নেই। মরণই তোমার মঙ্গল।

গণ। মা, মা, আমায় মারবেন না। আমি মদের জন্যই এই কায ক'রেছি—আর আমি মদ খাব না।

আনন্দ। কখন কি ভেবে দেখেছ, যাকে তুমি বিবাহ ক'রেছ, সে তোমার কে,—তার প্রতি তোমার কর্ত্তব্য কি?

গণ। সে আমার স্ত্রী—কিন্তু তার প্রতি আমার কি কর্ত্তব্য তা জানি না।

আনন্দ। না যুবক, তোমার বাঁচা হবে না। তোমার মৃত্যুতে জগতের অনেক কুকার্য্য লোপ পাবে। যাও, যুবককে তপ্ত তৈলে নিক্ষেপ কর। মৃত্যুর পর দেহটা গ্রামের ভিতর কোন উচ্চ স্থানে ঝুলিয়ে দিয়ে, বড় বড় অক্ষরে লিখে রেখো—"সুরাপায়ীর পরিণাম।"

গণ। রক্ষা কর—রক্ষা কর—আমি মরতে পারবো না।

আনন্দ। চুপ—মরণই তোমার শ্রেয়। যাও—

গণ। বাঁচাও—বাঁচাও—তোমার পায়ে পড়ি বাঁচাও।

(সরস্বতীর প্রবেশ)

সর। না, না, আমার স্বামীকে ছেড়ে দাও—ওঁর বদলে আমার প্রাণ নাও।

আনন্দ। ইনিই তোমার স্বামী?

সর। হাঁ মা, উনিই আমার স্বামী। ওঁকে ছেড়ে দিয়ে আমার প্রাণ নাও মা। প্রভু, ভয় কি? আমার প্রাণ থাকতে কার সাধ্য তোমার অনিষ্ট করে।

গণ। আঁা—সরস্বতী!

সর। ভয় কি প্রভু! তোমার পায়ের কাঁটা দাঁতে ক'রে তোলবার জন্যেইত আমার জন্ম। ভয় কি? নাও, আমার স্বামীর বদলে আমার প্রাণ নাও। কার সাধ্য আমার সামনে আমার ইষ্টদেবের কেশ স্পর্শ করে।

আনন্দ। ঠিক বলেছ—কার সাধ্য সতীর সামনে পতির অঙ্গস্পর্শ করে। তোমার স্বামীকে আমি মুক্তি দিলাম। যুবক, চেয়ে দেখ—এই দেবীপ্রতিমাকে তুমি পদদলিত ক'রেছ, এই পবিত্র

মূর্ত্তিকে তুমি অহরহঃ কাঁদাচ্ছ। হা নিষ্ঠুর পুরুষ!

গণ। মা, মা, আমার চক্ষু খুলেছে। এবার বুঝেছি সরস্বতী আমার কে—এবার বুঝেছি সরস্বতীর প্রতি আমার কর্ত্তব্য কি। মা, আর জীবনে প্রয়োজন নেই—মরণই আমার মঙ্গল। আমার প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা দিন। কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে একটু সময় দিন, আমি এই দেবীপ্রতিমাকে একবার প্রাণভরে পূজা ক'রে নিই। সরস্বতী, আমি এতদিন পশু হ'য়েছিলাম, তাই তোমাকে বিসর্জ্জন দেবার চেষ্টা ক'রেছিলাম। কিন্তু আজ তোমাকে চিনেছি। তুমি আমার মত পাষণ্ডের জন্য নও—তুমি স্বর্গের দেবী। সরস্বতী, সরস্বতী, আমায় মাপ কর।

সর। ও কি কথা বল প্রভু? আমি যে তোমার দাসী।

গণ। মা, আমার প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা দিন—বেঁচে থেকে আমার মরণের অধিক যন্ত্রণা হ'চ্ছে। আমি আর বাঁচতে চাই না।

(শিবুর প্রবেশ)

শিবু। মা, ছেলেকে ফেলে পালিয়ে এলি—ছেলের জন্যে তোর দুঃখ হয় না? তুই কি রকম মা? কোলে উঠবার জন্য কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছি—আর তুই লোভ দেখিয়ে ছুটে পালাচ্ছিস? এইবার না কোলে নিলে গালাগালি দেবো।

আনন্দ। দেব, আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

(আনন্দময়ীর ও সকলের প্রণাম করন)

শিবু। বটে, বটে,—আবার পালিয়ে যাওয়া? আচ্ছা—আমিও পেছু পেছু যাব।

[প্রস্থান]

আনন্দ। যুবক, তুমি এ মহাপুরুষকে চেন?

গণ। এত দিন পাগল বলে জানতুম, কিন্তু এখন বুঝতে পেরেছি, উনি প্রকৃতই মহাপুরুষ।

সর। জগতের উপকার করাই ওঁর উদ্দেশ্য। আমাদের—

আনন্দ। আমি জানি—তোমাদের জন্য উনি সদাই ব্যস্ত।

গণ। আপনি কি ক'রে জানলেন?

আনন্দ। সব খোঁজ রাখাই যে আমার কায। যাও, এঁকে ওঁর ভগিনীর কাছে নিয়ে যাও।

গণ। আমার ভগিনী?

আনন্দ। হাঁ, তোমার ভগিনী কমলিনী।

গণ। সে কি? কোথায় সে?

সর। এ কি—আমি কি স্বপ্ন দেখছি? কমল কি ক'রে এখানে এল?

আনন্দ। তার সঙ্গে দেখা হ'লেই সব শুনতে পাবে। যাও, এঁদের সেই খানে নিয়ে যাও।

[সরস্বতী ও গণপতিকে লইয়া একজন দস্যুর প্রস্থান]

আনন্দ। দিলীপ, কার্য্য শেষ প্রায়—এইবার এঁদের রেখে আসবার বন্দোবস্ত কর।

দিলীপ। আচ্ছা মা।

আনন্দ। কিন্তু তুমি নিজে যেয়ো না—কি জানি যদি কোম্পানির ফৌজ এসে বন আক্রমণ করে।

দিলীপ। হাঁ মা, সে আশঙ্কা পদে পদে আছে। বোধ হয় খুব

শীঘ্রই বন আক্রমণ ক'রবে।

আনন্দ। আক্রমণ করে করুক—ভয় করি না—আমার মা শঙ্করী আছেন।

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাঘব রায়ের বৈঠকখানা।

রাঘব রায়।

রাঘব। সর্ব্বনাশ হ'ল, সর্ব্বনাশ হ'ল—এখনও টাকা এসে পৌঁছুল না। আমার সর্ব্বস্ব গেল—জমিদারী, মান, মর্য্যাদা, সব বুঝি গেল। যে টাকা দেওয়ানের কাছে কর্জ্জ ক'রে গেলবারে মাল খাজনা দিয়েছি, এবারে সে টাকাও চুকিয়ে দিতে হবে। নূতন রাজপ্রতিনিধি এসে জমিদারদের চিরস্থায়ী সত্ত্ব দানের বন্দোবস্ত ক'রছেন, এবারে না খাজনা দিতে পারলে, চিরকালের জন্যে আমার সব যাবে। ভবিষ্যতে যে দেওয়ানকে ঘুস দিয়ে জমিদারী ফিরিয়ে নেব, সে উপায়ও থাকবে না।

(কিনুরামের প্রবেশ)

আসুন ভটচায্যি মশায়। কৈ—কাশীবাবুর দরুণ টাকা কই ?

কিনু। আপনি কি কিছু শোনেননি ?

রাঘব। টাকা নিয়ে এসেছেন, এই কথাই ত শুনবো ভেবেছিলুম—

আর কিছু শোনবার আছে তা ত জানতুম না। কৈ, টাকা কোথায়?

কিনু। কাল কাশীবাবু সব টাকা দেওয়ানের কাছে জমা দিয়েছেন; দেওয়ান কিন্তু সে টাকা আপনাকে দিতে নারাজ।

রাঘব। কেন, আমার টাকা দেওয়ান কি সত্বে আটকে রেখেছে?

কিনু। দেওয়ান বলেন—আমি রাঘব বাবুর কাছে টাকা পাব, এই টাকা থেকে তাঁকে আমার প্রাপ্য টাকা পরিশোধ ক'রতে হবে। সেই জন্য তিনি আপনার পত্র সত্বেও আমায় টাকা দিতে অসম্মত হ'লেন। আরও বললেন, রাঘব বাবুকে আমার কাছে আসতে বলবেন, আমি টাকা সম্বন্ধে মিটমাট ক'রবো।

রাঘব। সর্ব্বনাশ হ'ল মশায়—সর্ব্বনাশ হ'ল। আমার টাকা কাশী বাবু দেওয়ানকে দিলে কেন?

কিনু। নিয়ম অনুসারে টাকা সরকারীতে জমা দিয়েছেন—কাজেই দেওয়ানের হস্তগত হ'য়েছে। তা দেওয়ান আপনাকে টাকা দেবে এখন, তার জন্য ভাবনা নাই।

রাঘব। ছাই দেবে। সে টাকা কি আর আমি পাব? আমার দেনা হিসাবে অন্যায় রকমে জমা খরচ ক'রে নেবে।

কিনু। বলি সে দেনাওত আপনাকে একদিন শোধ ক'রতে হ'ত—না হয় আজই শোধ হ'লু।

রাঘব। সে আমি সময় বুঝে শোধ ক'রতুম। তার পাওনা ত আর কোম্পানির খাজনা নয়, যে না দিলে জমিদারী বিকিয়ে যাবে। এখন করি কি—আজ খাজনা দিতেই হবে। আমার সব গেল ভট্টাচায্যি মশায়—আমার সব গেল।

কিনু। কেন—আপনি দেওয়ানকে বলুন না, যে এ টাকা আপনার

মাল খাজনা হিসাবে জমা খরচ করুক—পরে আপনি তার টাকা পরিশোধ ক'রবেন।

রাঘব। তা আর হবে না মশাই, তা আর হবে না। দেওয়ান যে উদ্দেশ্যে আমায় টাকা ধার দিয়েছিল, এখন সে পথে কাঁটা পড়েছে— কাজেই সে হাতে পেয়ে কেটে নিচ্ছে।

কিনু। তার উদ্দেশ্যটা কি?

রাঘব। কোন গতিকে আমাকে দেনদার ক'রে, কোম্পানির কাছ থেকে বেনামিতে আমার জমিদারী ইজারা নেবে। কিন্তু কোম্পানি বাহাদুর জমিদারীর সব নূতন বন্দোবস্ত ক'রছেন দেখে, টাকাটা হাতে পেয়ে আদায় ক'রে নিচ্ছে—পাছে পরে আর আদায় না হয়।

কিনু। তা হ'লে এখন উপায়?

রাঘব। এবারে জমিদারী রক্ষা ক'রতে না পারলে, দুনিয়াতে আমার আর কোন উপায়ই থাকবে না।

কিনু। আচ্ছা, কোন গতিকে দেওয়ানকে মিষ্টি কথা বলে টাকাটা আদায় হয় না?

রাঘব। যখন দেওয়ানের এমন মিষ্টি দিন চলে যাচ্ছে, তখন সে কি আর মিষ্টি কথায় ভোলে? এই সময় কোম্পানির লোকের একটা সন্ধিক্ষণ। সব নূতন বন্দোবস্ত হ'চ্ছে দেখে কোম্পানির লোকেরা গোলমেলে কাজগুলো মিটিয়ে ফেলবার চেষ্টা ক'রছে: এখন কোন কাজ আর মিষ্টি কথায় হয় না।

কিনু। তবু একবার চেষ্টা ক'রলে হয় না?

রাঘব। যে কাযের মতলব কিনুরাম ভটচায্যি মশায়ের দ্বারা হ'য়েছে, সে কায ওলটান মুখের কথায় হয় না মশায়।

কিনু। কি বলছেন কিছু বুঝতে পারছি না।

রাঘব। আপনি যে কথা বুঝতে পারেন না, সে কথার সৃষ্টি বোধ হয় দুনিয়াতে এখনও কোন ভাষায় হয়নি।

কিনু। আপনি আমায় ভৎ‍র্সনা ক'রছেন কেন—আমার কি দোষ?

রাঘব। উঃ, ভটচায্যি মশায়, আমাকেও ডোবালেন? আপনার বিদ্যাকে কোটী কোটী প্রণাম।

কিনু। ভগবান সাক্ষী, এতে আমার কোন দোষ নাই।

রাঘব। মনে পড়ে, এই রকম আর এক দিনও ভগবানকে সাক্ষী ক'রে বলেছিলেন, যে এ সই কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়ের? সেই আপনি ত—

কিনু। না না, আপনি ভুল বুঝছেন।

রাঘব। আগে বুঝেছিলুম, এখন সেটা শুধরে ফেলেছি। যিনি টাকার জন্য শ্বশুর বাড়ী কাশীকে দেওয়ালেন, আবার কাশীর যথা সর্ব্বস্ব রাঘবের করালেন—তিনি যে আরও কিছু বেশী টাকার জন্য রাঘবকেও পথে বসাতে পারেন, এ আমি আগে বুঝতে পারিনি, এখন পেরেছি।

কিনু। তা হ'লে কি আপনি মনে করেন যে টাকাটা আমিই দেওয়ানের হস্তগত করিয়েছি?

রাঘব। আর ভোলাবার চেষ্টা ক'রবেন না।

কিনু। আপনি অন্যায় ক'রছেন।

রাঘব। ক'রছি নয়—আপনাকে বিশ্বাস ক'রে ক'রেছি।

কিনু। একটু বিবেচনা ক'রে দেখুন—

রাঘব। তা হ'লেই দেখতে পাই, যে আপনিই আমার সর্ব্বনাশের মূল।

কিনু। সাবধানে কথা কইবেন মশায়—আমরা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লোক, অত মার পেঁচে যাই না। আপনার যদি আমাকে ভাল না লাগে বলুন, আমি আপনার এখানে আসতে চাই না।

রাঘব। এ কথাটা সন্ধ্যা বেলায় বুঝতে পারলুম মশায়, সন্ধ্যা বেলায় বুঝতে পারলুম। একটু বেলা থাকতে বুঝলে, কি জানি হয় ত সামলে উঠলেও উঠতে পারতুম।

কিনু। আর সামাল অসামালে কাজ নাই মশায়, ঢের হ'য়েছে। এখন বুঝলুম, লোকের ভাল ক'রতে নাই। দিন—কাশীবাবুর খতের দরুন আমার প্রাপ্য টাকা আমায় দিন—আমি চলে যাই।

রাঘব। আর রাগ ঝড়াবেন না—চলে যান। আর আপনার টাকার অভাব কি? মনে ক'রলেই এখনি আবার জাল খতে কাশীকে চেপে ধরতে পারেন।

(কাশীনাথের প্রবেশ)

কাশী। না, না—আর জালে কাজ নেই—বল কখানা খত সই ক'রতে হবে, আমি সই ক'রে দিই। দাও, দাও—কাগজ কলম দাও—খত সই ক'রে দিই।

রাঘব। কাশীবাবু, আপনি আমার টাকা দেওয়ানকে দিলেন কেন?

কিনু। হাঁ, কাশীবাবুকেই জিজ্ঞাসা করুন।

কাশী। তাই ত, দেওয়ানকে কেন দিলুম? কই, কোথায় দেওয়ান? তাকে বুঝি লুকিয়ে রেখেছ? দাও, দাও—কাগজ দাও—খত লিখে দিই।

কিনু। ঐ কি—কাশীবাবুর এ ভাব কেন? কথা এ রকম এলো মেলো কেন?

রাঘব। এ ভাবের কারণ খুঁজতে হবে কেন—এই যে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছি।

কাশী। দাও, দাও—খত দাও, সই ক'রে দিই। কই, শম্ভু কোথায় গেল? এই যে আবার দাদা বলে আমায় ডাকলে। যাই, যাই,—দাঁড়া—দাঁড়া।

[প্রস্থান]

রাঘব। দেখলেন ভটচায্যি মশায়?

কিনু। হাঁ, ওর মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে।

রাঘব। কাল আবার আমার মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে দেখবেন। ভটচায্যি মশায়, এখনও অনেক মাথা আপনাকে খারাপ দেখতে হবে। যান, বাড়ী যান—আমায় একটু অনুতাপ করবার সময় দিন।

কিনু। টাকার কথাটা বললেই আমি চলে যাই।

রাঘব। বাজে বোকে সময় নষ্ট ক'রবেন না।

কিনু। টাকা?

রাঘব। যমের বাড়ী—

কিনু। আচ্ছা, পারি ত আদায় ক'রে নেব।

[প্রস্থান]

রাঘব। তাই ত, কি ক'রে মান সম্ভ্রম বজায় রাখি?

(জনৈক লোকের প্রবেশ)

কে তুমি?

লোক। দেওয়ানজীর কাছ থেকে আসছি—একখানা চিঠি আছে।

(পত্র প্রদান)

রাঘব। (পত্র পাঠ) "নিবেদনমিদং পরে আপনি যে তঙ্কা কর্জ্জ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা পরিশোধ করিবা। সরকারীতে আপনার যে তঙ্কা জমা আছে, তাহা জমা খরচ করিয়া লইলেও আপনার নিকট স্তুদ হিসাবে অনেক টাকা প্রাপ্য হইবে।" সর্ব্বনাশ—স্তুদ হিসাবে আবার টাকা কি—আমি ত বরাবর স্তুদ দিয়ে এসেছি। তবে বিশ্বাসের উপর নির্ভর ক'রে স্তুদের তঙ্কা খতের পিঠে ওয়াশীল দিয়ে আসিনি। কিছুই ত বুঝতে পারছি না। ওহে, দেখ—দেওয়ানজীকে বলো, আমি তাঁর সঙ্গে আজই দেখা ক'রবো।

লোক। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান]

রাঘব। তাই ত, কি হ'ল কিছুই বুঝতে পারছি না।

[প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য।

সেরপুর জঙ্গল—শঙ্করীর মন্দির।

কমলিনী, গণপতি, সরস্বতী ও দিলিপ।

কম। দাদা, মা শঙ্করীর সামনে প্রতিজ্ঞা কর, যে আর কখন মদ খাবে না।

গণ। এই মার সামনে প্রতিজ্ঞা ক'রলুম, আর জীবনে কখনও মদ স্পর্শ ক'রবো না।

কম। দাদা, ভেবে দেখ দেখি, তুমি যদি কুসংসর্গে না পড়ে এই সব জঘন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত না হ'তে, তা হ'লে কি আমাদের বংশে দাগ পড়ে—না বাবা তোমার জন্যে একঘোরে হ'য়ে এত লাঞ্ছনা, এত যন্ত্রণা ভোগ করেন। দাদা, তোমার পায়ে পড়ি বল যে তুমি আর কখন কুসংসর্গে মিশবে না।

গণ। কমল, দিদি আমার, আর লজ্জা দিসনি—যতই ভাবছি, প্রাণের উপর ততই ঘৃণা হ'চ্ছে।

কম। বউদিদি, এবারে নূতন ক'রে সংসার পাতাও। আমার দাদা আর সে দাদা নাই—চেয়ে দেখ, সদাই অস্থির, সদাই উন্মত্ত সেই মূর্ত্তি আজ কি স্থির, কি গম্ভীর, কি পবিত্র।

সর। ঠাকুরঝি, কখন ওঁকে আমি অপবিত্র ভাবিনি। ভাই, দেবতাকে দেবতা জ্ঞান ক'রেই এসেছি—তবে প্রাণভোরে পূজা ক'রতে পেতেম না বলেই দুঃখ হ'ত।

গণ। সরস্বতী, তুমি কি আগে বুঝিনি—এখন বুঝেছি। তোমার পুণ্যেই আজ মা শঙ্করীর সামনে দাঁড়াবার অধিকার পেয়েছি। তোমার পুণ্যেই দেবী সদৃশা আনন্দময়ীর দেখা পেয়েছি। তোমার পুণ্যেই আমার হারান ধন স্নেহের কমলকে পেয়েছি। আর তোমার পুণ্যেই সরস্বতী, আজ আমি তোমায় চিনেছি। সরস্বতী, তুমি দেবী—তুমি যে স্থানে থাক, সে স্থান সকল তীর্থের উপর।

(আনন্দময়ীর প্রবেশ)

আনন্দ। ঠিক বলেছ ভাই। সতী-অঙ্গের অংশ ধারণ ক'রে যখন এক এক স্থান এক এক মহাতীর্থ—তখন যে স্থানে সেই পূর্ণমূর্ত্তি বিরাজমান, সেই স্থান যথার্থই সর্ব্বতীর্থের শ্রেষ্ঠ।

কম। দিদি, আজ আমাদের কি আনন্দের দিন।

আনন্দ। আমি কি সে আনন্দ থেকে পৃথক বোন?

(মোহনলালের প্রবেশ)

মোহন। আমিও কি এ আনন্দের ভাগ একটু পাব না?

গণ। ভাই মোহনলাল, তুমিও এখানে? যথার্থই দেবী আনন্দময়ীর স্থান আনন্দেতে পূর্ণ।

আনন্দ। কিন্তু যাঁর আগমনে এই আনন্দের ভিতর এক জনের আনন্দমাখা মুখখানি ঢাকা পড়ে, তাঁর কি কিছু শাস্তি হওয়া উচিত নয়?

মোহন। কিন্তু যদি আনন্দের আবরণে সেই মুখখানি ঢাকা পড়ে থাকে, তা হ'লে বিচারের ভুল স্বীকার করা উচিত

আনন্দ। ঠিক কথা—আমারই ভুল। এ ভুলের জন্য আমারই দণ্ড

গ্রহণ করা উচিত। মোহনলাল বাবু, এই নিন—আমার দণ্ডস্বরূপ আপনি এইখানি গ্রহণ করুন।

মোহন। এ কি ?

আনন্দ। রমাপুরের জমিদারী।

মোহন। রমাপুরের জমিদারী ?

আনন্দ। হাঁ, রমাপুরের জমিদারী—আমি কমলের নামে কিনে রেখেছিলাম—তার দলিল এই।

মোহন। দেবী, কিছুই ত বুঝতে পারলুম না।

আনন্দ। পরে বুঝতে পারবেন। দিলিপ!

দিলিপ। মা।

আনন্দ। মোহনলাল বাবুর সমস্ত টাকা আজই ওঁকে প্রদান ক'রবে।

দিলিপ। যে আজ্ঞা।

আনন্দ। কমল, দিদি আমার, কাল তোমাদের যাত্রার দিন স্থির হ'য়েছে জান বোধ হয় ? দিলিপ, সমস্ত বন্দোবস্তের ভার তোমার উপর—মনে আছে ?

দিলিপ। হাঁ মা, মনে আছে।

আনন্দ। আচ্ছা—আমি এখন চললুম।

[কমলিনী ব্যতীত সকলের প্রস্থান]

কম। মা শঙ্করী, যেন বাবা আর মাকে গিয়ে সুস্থ শরীরে দেখতে পাই মা। (পূজায় উপবেশন)

(রসময়ের প্রবেশ)

রস। এতদিন যে সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম, আজ তা পেয়েছি। কমল, তোমাকে একলা পাবার জন্যে কত রাত গাছতলায় কেটে

গিয়েছে, কোন সুবিধা ক'রতে পারিনি—আজ কিন্তু সে কষ্টের ফল পেয়েছি। মোহনলালের আশা এইবার বিসর্জ্জন দাও। আনন্দময়ী, সাধ ক'রে তুমি মোহনলালের হাতে কমলকে উপহার দিয়েছিলে—তার প্রতিফল তোমাকে দেবই দেব, তবে আমার নাম রসময়।

কম। মা, সংসারে যেন সকলের সুখের কারণ হই।

(প্রণাম করিয়া প্রস্থানোদ্যোগ ও রসময়ের কমলিনীর নিকট গমন)

কে তুমি ?

রস। চিনতে পারছো না—আমি রসময়।

কম। আমি এখানে একলা রয়েছি, এ সময়ে আপনার এখানে আসা অনুচিত।

রস। তোমাকে একলা পাবার জন্যে অনেক কষ্ট সহ্য ক'রেছি।

কম। তুমি কি চাও ?

রস। তোমাকে।

কম। পথ ছাড়। তুমি না আমার স্বামীর বন্ধু ?

রস। সেই জন্যই ত বলছি—আমি তার চেয়ে কোন অংশে হীন নই—আমি তোমাকে আমার ক'রতে চাই।

কম। ভাল চাও ত চলে যাও—নইলে তোমার এ কুকার্য্য প্রকাশ ক'রে দেব।

রস। অবসর পেলে ত।

কম। সাবধান—

রস। অত কথা বলবার সময় নাই—এস—(ধরিবার চেষ্টা)

কম। এখনও বলছি চলে যাও।

রস। এস—এস—(কমলিনীর হস্ত ধারণ)

কম। মা শঙ্করী, রক্ষা কর মা—

রস। শঙ্করীর কান থাকলে আমার প্রার্থনা অনেক দিন আগে শুনতে পেতো। এখন এস—

কম। কে কোথায় আছ, রক্ষা কর।

(সরস্বতীর প্রবেশ)

সর। (শঙ্করীর হস্ত হইতে খড়্গ লইয়া) ছাড়—

রস। কে তুমি ?

(পশ্চাৎ হইতে আনন্দময়ীর প্রবেশ ও রসময়ের কেশ ধারণ)

আনন্দ। তোমার যম—

রস। অ্যাঁ—অ্যাঁ—

(আনন্দময়ীর বংশীধ্বনি ও চারিজন দস্যুর প্রবেশ)

আনন্দ। যাও, এই পিশাচের দুটো কান কেটে, মাথা নেড়া ক'রে, বনের বার ক'রে দিয়ে এস।

[রসময়কে লইয়া দস্যুগণের প্রস্থান]

আনন্দ। এস বোন, আজ তুমিই মাতৃরূপে অবতীর্ণা হ'য়ে আমার কমলকে রক্ষা ক'রেছ—এস, যথাসাধ্য তোমার পূজা করিগে।

[সকলের প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য।

গ্রাম-প্রান্তরস্থ পর্ণকুটীরের সম্মুখ।

শম্ভুনাথের হস্ত ধরিয়া যোগমায়া ও

ঘোষের ঝির প্রবেশ।

শম্ভু। যোগমায়া, আমার বড় ভয় ক'রছে—ঘোষের ঝি কই ?

ঘোঃঝি। ভয় কি—এই যে আমি।

শম্ভু। ঘোষের ঝি, আমার বড় ভয় ক'রছে।

যোগ। ভয় কি ?

শম্ভু। যদি চোখ থাকতো যোগমায়া, তা হ'লে ভয় পেতাম না। কিন্তু অন্ধ হ'য়ে পর্য্যন্ত মনে বড় ভয় হয়, যদি কেউ আবার আমাকে লোকালয়ে নিয়ে যায়। ভুলেও আর কখন আমার হাত ছেড়ো না গিন্নি।

ঘো-ঝি। ভগবান, এত দুঃখু দিয়েও মন উঠলো না, শেষে চক্ষু দুটিও নিলে।

শম্ভু। দুঃখ ক'রো না ঘোষের ঝি—অন্ধ হ'য়ে আমি পরম সুখী। আর যে আমায় লোকের মুখ দেখতে হবে না, এই ভেবে আমার অপার আনন্দ।

যোগ। হা ভগবান, সোণার সংসার আমার কোথায় ভাসিয়ে দিলে।

শম্ভু। না গিন্নি, সংসারের কথা আর মুখে এনো না—তার বদলে এই নির্জ্জন প্রান্তরের কথা বল। গিন্নি, লোক-সমাজে না বাস,

ক'রে যদি ঘোর জঙ্গলে বাস ক'রতুম—মানুষকে আপনার না ভেবে যদি বনের পশু পক্ষীকে ভাল বাসতুম—মানুষকে বিশ্বাস না ক'রে যদি বাঘ ভাল্লুককে বিশ্বাস ক'রতুম—তা হ'লে বোধ হয় আমার সংসার আনন্দের স্থান হ'ত। বড় ভুল ক'রেছি যোগমায়া, বড় ভুল ক'রেছি।

যোগ। ভাবতে গেলে ইচ্ছে হয় গলায় দড়ি দিয়ে মরি। হায়—হায়. —আমার পাতান সংসার ভেসে গেল। ভগবান, আমার মৃত্যু লিখতে কি ভুলে গেছ?

শম্ভু। মরবে গিন্নি, মরবে—তোমরা সবাই মরবে—থাকবো কেবল আমি। আমার মৃত্যু আর হবে না। তুমি নিশ্চয় জেনো গিন্নি, এত যন্ত্রণা ভোগ ক'রেও যে বেঁচে থাকে, সে অমর।

ঘো-ঝি। আবার কাঁদছো? কেঁদে কেঁদে যে অন্ধ হ'য়েছ—

শম্ভু। এখনও এ চোখে অনেক জল আছে ঘোষের ঝি।

ঘো-ঝি। বেলা হ'ল—তোমরা থাক, আমি একবার ভিক্ষের চেষ্টায় যাই। ঘরে এক মুটোও চাল নেই।

শম্ভু। না, না—আর তোমার ভিক্ষে ক'রতে গিয়ে কাজ নেই ঘোষের ঝি। তুমি চলচ্ছক্তিহীন, আর তোমায় এ বয়সে কষ্ট দিতে পারবো না।

যোগ। না মা, আর তোমার ভিক্ষে ক'রতে যাওয়া হবে না। তুমি কত্তার কাছে থাক—আমি ভিক্ষে ক'রে নিয়ে আসি।

ঘো-ঝি। তুমি যে গেরোস্তর বউ মা, তোমার কি ভিক্ষে করা সাজে?

যোগ। পেটের দায়ে ভিক্ষা ক'রতে কোন দোষ নেই মা। শুনেছি রাজা হরিশ্চন্দ্রের রাণী শৈব্যা পৃথিবীর রাণী হ'য়েও অভাবে পড়ে

দাসী-বৃত্তি ক'রেছিলেন। অভাবে পড়লে সব ক'রতে হয় মা।

শম্ভু। গিন্নি, তোমাদের কারুর গিয়ে কাজ নেই, আমিই যাব। আমাদের ভিতর ভিখারী হবার আমিই উপযুক্ত।

যোগ। তুমি অন্ধ মানুষ, কোথায় যাবে?

শম্ভু। অন্ধ বলেই ত বলছি। অন্ধকে দেখলে সকলের দয়া হবে—এক মুটোর জায়গায় দু মুটো দেবে।

ঘো-ঝি। আমি মলে তোমরা যা খুসী তাই ক'রো বাপু। এখন তোমরা থাক, আমি কাজ সেরে আসি।

শম্ভু। ঘোষের ঝি, তুমি আমার হাত ধরে লোকের দোরে দোরে নিয়ে চল—এখনি দরকার মত চাল ভিক্ষা পাব এখন। তুমি একলা গেলে অনেক বাড়ী ঘুরতে হবে। কিন্তু তোমার সঙ্গে অন্ধকে দেখলে, লোকে দয়া ক'রে বেশী ভিক্ষা দেবে—তা হ'লে আর বেশী দোরে ফিরতে হবে না।

যোগ। এ কি! এ দিকে কে আসছে দেখ—

(কাশীনাথের প্রবেশ)

কাশী। দে, খত দে, সই ক'রে দিই। শীগ্‌গির দে—দেরী করিসনি! তোরা কারা এখানে দাঁড়িয়ে আছিস? দে, কাগজ দে, খত লিখে দিই।

ঘো-ঝি। কে তুই—পালা, পালা। আ মলো যা, কোথাকার পাগল এখানে মরতে এলো গা!

কাশী। টাকা নিবি? দে, খত দে—সই ক'রে দিই।

ঘো-ঝি। ও মা, এ কি পাগল গো! গাময় যে গু মেখে এসেছে।

কাশী। আমার খত কিছু গুয়ে লুকিয়ে রেখেছিল, আমি তাই

খুঁজছিলুম। দেওয়ান কোথায় গেল—টাকা নেবে কে?

যোগ। ঘোষের ঝি—ঘোষের ঝি—ইনি যে বড় ঠাকুর।

কাশী। উ-হু-হু-হু—জ্বলে গেল—জ্বলে গেল—বুকের ভেতর জ্বলে গেল।

ঘো-ঝি। অ্যাঁ—বড় কর্ত্তা! এ কি?

শম্ভু। অ্যাঁ—অ্যাঁ—কি হ'য়েছে?

ঘো-ঝি। বড় কর্ত্তা পাগল হ'য়ে গেছে—গাময় গু মেখে এসেছে।

শম্ভু। দাদা পাগল হ'য়ে গেছেন?

কাশী। আমার খত কোথায় গেল, তোরা কেউ জানিস? উঃ—বুক ফেটে গেল—বুক ফেটে গেল।

শম্ভু। দাদা, দাদা, আমি যে তোমার ছোট ভাই শম্ভু।

কাশী। চিনিছি, চিনিছি। আগে চিনতুম না—এখন চিনিছি. তুই আমার ছোট ভাই শম্ভু।

শম্ভু। দাদা, দাদা—আমি অন্ধ হ'য়েছি।

কাশী। বেশ হ'য়েছে—আর তুই আমার খত সই করা দেখতে পাবিনি।

শম্ভু। ভগবান, ভগবান—মুহূর্ত্তের জন্যে একবার আমার চোখ ফিরিয়ে দাও—একবার আমার স্নেহের ভাইকে দেখি।

কাশী। দাও, দাও—শীগ্‌গির খত ফিরিয়ে দাও—নইলে কেটে ফেলবো। গুয়ে লুকিয়ে রেখে এসেছিলি, তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজেছি—পাই নি। শীগ্‌গির বার ক'রে দে—সই ক'রে দিই।

শম্ভু। খত কি দাদা?

কাশী। খত কি জানিসনি? দে, শীগ্‌গির দে—

ঘো-ঝি। কিসের খত?

কাশী। তবে রে ডাইনি মাগি—খত দে বলছি—

(ঘোষের ঝিকে ফেলিয়া বক্ষোপরি উপবেশন ও কণ্ঠ মর্দ্দন)

দে, খত দে—নইলে মেরে ফেলবো।

ঘো-ঝি। গেলুম—গেলুম—

যোগ। ওগো, সর্ব্বনাশ হ'ল—সর্ব্বনাশ হ'ল।

শম্ভু। অ্যাঁ—অ্যাঁ, কি হ'ল—কি হ'ল?

(কাশীনাথের ঘোষের ঝিকে ছাড়িয়া শম্ভুকে ধাক্কা মারিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ)

শম্ভু। বাবারে, গেলুম—

কাশী। এখনও খত দিলিনি? যাই—আবার খুঁজে দেখিগে।

[প্রস্থান]

শম্ভু। গিন্নি, গেলুম—বড্ড লেগেছে।

যোগ। ওগো, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে—ঘোষের ঝিকে বড্ড মেরেছেন, সে অজ্ঞান হ'য়ে গেছে।

শম্ভু। অ্যাঁ—কই? কই? (হস্ত দ্বারা ঘোষের ঝিকে পরীক্ষা করিয়া) গিন্নি, শীগ্‌গির জলের ভাঁড়টা নিয়ে এস।

(যোগমায়ার প্রস্থান ও জলের ভাঁড় লইয়া পুনঃপ্রবেশ)

(শম্ভুনাথ ও যোগমায়ার ঘোষের ঝির মুখে জল সিঞ্চন)

শম্ভু। ভগবান, বুড়ীর জীবনটুকু আর নিয়ো না।

যোগ। ঘোষের ঝি—

ঘো-ঝি। অ্যাঁ—

যোগ। এখন কেমন আছ ?

ঘো-ঝি। ভাল আছি।

শম্ভু। ওকে আস্তে আস্তে ধরে ঘরে নিয়ে চল।

[ঘোষের ঝিকে ধরিয়া লইয়া যোগমায়া ও সঙ্গে সঙ্গে শম্ভুনাথের ধীরে ধীরে প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য।

দেওয়ানখানা।

ইংরাজ দেওয়ান ও প্রহরী বেষ্টিত রাঘব রায়।

দেও। রাঘব বাবু, এখনও যদি মঙ্গল চাও, আমার প্রাপ্য টাকা কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে দাও। তা না হ'লে তোমার অদৃষ্টে অনেক লাঞ্ছনা আছে।

রাঘব। আর লাঞ্ছনার বাকি কি দেওয়ান মশায় ? যৎপরোনাস্তি হ'য়েছে, বাকি মৃত্যু। তা মরতে পারলেই বাঁচি—আমার জীবনে ঘৃণা জন্মেছে।

দেও। তা হ'লে আমার টাকা দেবে না ?

রাঘব। টাকা থাকলে তবে ত দেব। আমার যথাসর্ব্বস্ব ত আপনিই গ্রাস ক'রেছেন—এমন কি আমার সোণার জমিদারীটি পর্য্যন্ত লাটে তুলে দিয়েছেন। আর আমার একটা কড়িও নেই। এ অবস্থায় আপনি কি ক'রে আমার কাছে আরও টাকার

আশা করেন তা জানি না।

দেও। আপনি খাজনা দিতে পারেননি বলেই আপনার জমিদারী বিকিয়ে গেল। সে কি আমার দোষ ?

রাঘব। টাকাগুলিত সব আপনিই হজম ক'রলেন—উল্টে আমায় কয়েদ ক'রলেন—এ কি আপনার অন্যায় নয় ?

দেও। আপনার জমিদারীর মূল্য মাল খাজনা হিসাবে কোম্পানীর তবিলে জমা খরচ হ'য়েছে—তা কি আপনি জানেন না ?

রাঘব। জানি। কিন্তু মাল খাজনা হিসাবে যে টাকা আমার কাছে কোম্পানীর প্রাপ্য ছিল, তা বোধ হয় আমার জমিদারীর মূল্যের এক-চতুর্থ অংশেই পরিশোধ হ'য়ে যায়।

দেও। সে সব তর্ক বিতর্ক আপনি কোম্পানীর সঙ্গে ক'রবেন। এখন আমার টাকা দেবেন কি না বলুন।

রাঘব। আপনারই হাতে যখন কোম্পানী বাহাদুর এ সব ভার দিয়েছেন, তখন ভাল মন্দের কৈফিয়ত আপনাকেই দিতে হবে। দেওয়ান মশায়, রমাপুর কি ক'রে সিকি মূল্যে বিক্রি হ'ল ?

দেও। উচিত মূল্যেই বিক্রি হ'য়েছে।

রাঘব। তা যদি হ'ত, তা হ'লে কি আজ আপনি আমায় কয়েদ ক'রতে পারেন ?

দেও। তা হ'লে কি আপনি বলতে চান যে আপনার জমিদারী আমি ইচ্ছা ক'রে কম দামে বিক্রি ক'রেছি ?

রাঘব। মনের অগোচর পাপ নেই, আপনি জানেন ত।

দেও। ও সব কথা শুনতে চাই না। তবে এটুকু আমি বেশ বলতে পারি, আপনার এই শাস্তি বোধ হয় হাজার হাজার লোকের করুণ ক্রন্দনের ফল।

রাঘব। তা যদি হ'ত, তা হ'লে দুজনে আজ পাশা পাশি দাঁড়াতুম দেওয়ান মশায়।

দেও। খবরদার! প্রাণের মমতা রাখ না রাঘব বাবু? জান কত কুকার্য্য ক'রেছ—কত লোকের বাস উঠিয়েছ—কত লোকের বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছ—কত লোকের সর্ব্বনাশ ক'রেছ।

রাঘব। দেওয়ান মশায়, সেই জন্যে আরও কঠোর শাস্তি আপনার হওয়া উচিত।

দেও। বটে! আচ্ছা—

(রসময়ের প্রবেশ)

কে তুমি?

রস। আমার নাম রসময়।

দেও। ও-হো-হো, আপনিই সেই রসময় বাবু? আসুন—আসুন—

রস। উনি কে—রাঘব বাবু? উনি এখানে বন্দী?

রাঘব। হাঁ, আমি বন্দী।

রস। আপনার যে সর্ব্বনাশ হ'য়েছে।

রাঘব। বাকি ত আর কিছু নেই।

রস। আপনার ছেলেকে সাপে কামড়েছে।

রাঘব। অ্যাঁ—অ্যাঁ—কি বললে?

রস। আপনার ছেলে রত্নেশ্বরকে সাপে কামড়ে মেরে ফেলেছে।

রাঘব। অ্যাঁ—অ্যাঁ—(বসিয়া পড়িয়া) কোথায়?

রস। কুমোরপাড়ার পেছনে যে বন আছে, তার ভিতরে।

রাঘব। দেওয়ান, আমার সর্ব্বনাশ হ'য়েছে। রত্নেশ্বর—বাবা—

বাবা—(প্রস্থানোদ্যোগ.)

দেও। এইও পাকড়ো।

রাঘব। ছেড়ে দাও দেওয়ান—আমায় ছেড়ে দাও। আমার বড় আদরের রত্নেশ্বর—একবার তাকে দেখে আসি।

দেও। ঠিকসে পাকড়ো।

রাঘব। এক মুহূর্ত্তের জন্য ছেড়ে দাও দেওয়ান, একবার আমার সর্ব্বস্বধনকে দেখে আসি।

দেও। কিছুতেই নয়।

রাঘব। তোমার পায়ে পড়ি দেওয়ান, এক মুহূর্ত্তের জন্য আমায় ছেড়ে দাও—একবার সে চাঁদ মুখখানি দেখে আসি—একবার রত্নকে আমার কোলে নিই গে। ওহো-হো—আমার কি হ'ল। দেওয়ান, একবার বাঁধন খুলে দাও, কিনুরামের মাথাটা চিবিয়ে খেয়ে আসি। সেই আমার রত্নেশ্বরের মৃত্যুর কারণ। তারই পরামর্শে শম্ভুকে আমি চিরকাল কাঁদিয়েছি—তারই পরামর্শে কাশীর নামে জাল খত তৈরি ক'রে তার যথাসর্ব্বস্ব নিয়ে তাকে পাগল ক'রে দিয়েছি। সেই সব পাপেই আজ আমি আমার রত্নেশ্বরকে হারিয়েছি।

দেও। এখনও তোমার অনেক বাকি।

রাঘব। না দেওয়ান, সর্ব্বনাশের আমার আর কিছুই বাকি নেই। ছেড়ে দাও দেওয়ান, তোমার পায়ে পড়ি, একবার ছেড়ে দাও—মুহূর্ত্তের জন্যে একবার আমায় ছেড়ে দাও—

দেও। কিছুতেই নয়।

রাঘব। ছাড়বিনি—ছাড়বিনি? এখনি তোর মাথাটা গুঁড়িয়ে দেব। মেরে ফেলবো, কেটে ফেলবো—রক্ত চুসে খেয়ে ফেলবো।

'ওহো—হো—(পতন)

দেও। যাও, ইস্কো গারদমে লে যাও। যাও রাঘব বাবু, গারোদে ঠাণ্ডা হও গিয়ে। তোমার বন্ধুর দেখাও খুব শীঘ্রই পাবে। ব্যাটা ভটচার্য্যিকে অনেক দিন থেকেই হাতের ভিতরে নিয়ে আসবো মনে ক'রছি, কিন্তু পারিনি। আজ তোমার মুখ থেকেই সব ব্যক্ত হ'য়েছে, আর ভয় কি। যাও—লে যাও—

[রাঘব রায়কে লইয়া প্রহরীগণের প্রস্থান]

তারপর রসময় বাবু, আপনি প্রস্তত? পথঘাট সমস্ত ঠিক ক'রে রেখেছেন?

রস। সে কথা আর কিছু বলতে হবে না মশায়—সমস্তই ঠিক ঠাক।

দেও। এই কাযটার জন্যে কোম্পানী চিরকাল আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।

রস। দুষ্টকে দমন করবার জন্য কোম্পানীকে সাহায্য করা প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য।

দেও। তা হ'লে আসুন—সাহেবের সঙ্গে দেখা ক'রে সব বন্দোবস্ত করা যাক।

[উভয়ের প্রস্থান]

ষষ্ঠ দৃশ্য।

সেরপুর-জঙ্গল—শঙ্করীর মন্দির।

আনন্দময়ী পূজায় নিবিষ্টা।

আনন্দ। (প্রণামান্তে) এই আশীর্ব্বাদ কর মা, যেন তোর পায়ে মতি থাকে—তোর কার্য্যেই যেন এ জীবনের শেষ হয়—

(জনৈক দস্যুর প্রবেশ)

দস্যু। মা, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে—অসংখ্য সেপাই এসে বন আক্রমণ ক'রেছে—আর বুঝি রক্ষা হয় না।

আনন্দ। বন আক্রমণ ক'রেছে? দিলিপ কোথায়? কি ক'রে হঠাৎ বন আক্রমণ ক'রলে? এ সংবাদ তোমরা কেউ রাখনি?

দস্যু। মা, আমরা সব অসতর্ক অবস্থায় ছিলুম, এমন সময় সেপায়েরা এসে বন আক্রমণ ক'রেছে—সর্দ্দার প্রাণপনে যুদ্ধ ক'রছে।

আনন্দ। যাও—আমার আদেশ প্রচার কর, যেন একজনও সন্তান বেঁচে থাকতে আমার সাধের রাজ্য পরপদদলিত না হয়।

[দস্যুর প্রস্থান]

মা শঙ্করী! এ বিপদে রক্ষা কর মা। এ কি! কাঁপছিস কেন মা? তবে কি তুই শত্রুর আক্রমণে ভয় পেয়েছিস? ভীত-ভয়-হারিণী, তুই যখন আজ ভীতা, না জানি আমাদের অদৃষ্টে কি

বিপদ আছে। এ কি! কে হৃদয়ের ভিতর থেকে বলছে "আনন্দময়ী—নিয়তির কার্য্যে বাধা দিতে দেব দেবীও অক্ষম।" তবে কি তুই সত্য সত্যই শত্রুর আক্রমণে ভীতা? জননী, তবে দেখি মায়ের কার্য্য সন্তানে ক'রতে পারে কি না।

(শঙ্করীর হস্ত হইতে খড়্গ গ্রহণ ও প্রণাম করিয়া)

তবে চললুম মা—

(নেপথ্যে বন্দুকের শব্দ ও ইংরাজ দেওয়ান ও সিপাইগণের প্রবেশ)

দেও। ব্যস—আউর কেয়া। লেও, পাকড়ো।

আনন্দ। খবরদার, আমাকে স্পর্শ ক'রো না।

দেও। আর কেন ঠাকরুন, গোড়া বেঁধে তবে এসেছি।

আনন্দ। কুক্কুর, মনেও ভাবিসনি যে তোরা আমাকে বন্দী ক'রতে পারবি। এগুলেই প্রাণ হারাবি। কিন্তু অনর্থক প্রাণনাশ করা আমার ইচ্ছা নয়—বল, তোদের উদ্দেশ্য কি?

দেও। তোমাকে ধরাই আমাদের উদ্দেশ্য। বাবা, ইংরাজের কাছে চালাকি। যারা সাত সমুদ্র তের নদী পার হ'য়ে এসে এত বড় বিশাল রাজ্যটা জয় ক'রলে—তারা কি না তোমার মত একটা বুনো ডাকাতনিকে না ধরে চুপ ক'রে বসে থাকবে।

আনন্দ। চুপ কর কাপুরুষ—তোর মুখ দেখলেও প্রায়শ্চিত্ত ক'রতে হয়। বল দেখি এ বনের রাস্তা তোদের কে দেখালে?

(রসময়ের প্রবেশ)

রস। আমি—আমি—

আনন্দ। কে তুই?

রস। চিনতে পারছো না আনন্দময়ী? আমি রসময়। এখন দেখ, তোমার প্রধান সেনাপতি কেমন গহনা প'রে এদিকে আসছে।

(কয়েক জন সিপায়ের সহিত বন্দী অবস্থায় দিলিপের প্রবেশ)

দিলিপ। মা, মা, আমি বন্দী হ'য়েছি।

আনন্দ। বুঝেছি বাবা, এই পিশাচের প্রতারনায় তুমি বন্দী হ'য়েছ। এই রকম নর-কুক্কুরের প্রতারনায় ভারতের যে কত সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, তা কি তুমি জান না দিলিপ?

রস। সাবধান আনন্দময়ী: এখন তুমি আমাদের বন্দী, ইচ্ছা ক'রলে তোমাকে এখনি পদাঘাত ক'রতে পারি জান?

দিলিপ। কি—ছেলের সামনে মাকে অপমান? এখনি তোর কাঁচা মাথাটা চিবিয়ে খেয়ে ফেলবো।

রস। ওঃ—ব্যাটার মাতৃভক্তি দেখ। তোর মাকে যে এইবারে গারদে টেনে নিয়ে চললুম, পারিস ত রক্ষা কর। এই, পাকড়ো—

(সিপাইগণের আনন্দময়ীকে ধরিবার উদ্যোগ)

দিলিপ। খবরদার, যদি প্রাণের মায়া থাকে, মায়ের গায়ে হাত দিসনি। ভাই সব, কে কোথায় আছ, এস—মাকে রক্ষা কর। জয় মা আনন্দময়ীর জয়।

নেপথ্যে। জয় মা আনন্দময়ীর জয়।

দিলিপ। জয় মা আনন্দময়ীর জয়।

(দিলিপের শৃঙ্খল ভঙ্গ করণ)

(দস্যুগণের প্রবেশ)

ভাই সব, মাকে রক্ষা কর। মায়ের জন্য প্রাণ দিলে অক্ষয় স্বর্গলাভ হবে।

দস্যুগণ। জয় মা আনন্দময়ীর জয়।

(উভয়পক্ষের যুদ্ধ ও দিলিপের পতন)

দিলিপ। মা, মা, আমি গেছি—তুই আত্মরক্ষা কর।

আনন্দ। ভয় নেই বাবা।

(বৃদ্ধ ও সিপাইগণের পলায়ন)

সন্তানগণ, তোমাদের বনরাজ্য রক্ষা কর।

দস্যুগণ। জয় মা আনন্দময়ীর জয়।

[প্রস্থান]

আনন্দ। দিলিপ—

দিলিপ। মা—

আনন্দ। যাচ্ছ বাবা?

দিলিপ। হাঁ মা। কিন্তু মা তোকে শত্রুর মধ্যে দেখে প্রাণ যে দেহ ছেড়ে যাচ্ছে না জননী।

আনন্দ। শত্রু পরাজিত হ'য়েছে বাবা।

দিলিপ। না মা, এখনও অসংখ্য শত্রু বনের ভিতর রয়েছে। তাদের পরাজিত করা অসম্ভব। মা, মা, কি হবে মা? কি ক'রে এ বন-রাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষা ক'রবি মা?

আনন্দ। দিলিপ!

দিলিপ। কি করি মা, আমার যে উত্থান শক্তি রহিত। ভগবান!

একবার পূর্ব্ববল ফিরিয়ে দাও, মাকে আমার নিরাপদ স্থানে রেখে এসে নিশ্চিন্ত হ'য়ে মরি। (উঠিবার চেষ্টা)

আনন্দ। উঠ না বাবা।

দিলিপ। মা, একবার ধর্—দাঁড়াই। একবার ভাল ক'রে তোর স্নেহ মাখা মূর্ত্তি জন্মের মত দেখে নিই।

আনন্দ। বাবা, তোমার মত ছেলেকে ছেড়ে কি মা থাকতে পারে? আমিও শীঘ্রই যাব।

(নেপথ্যে কোলাহল)

দিলিপ। পালা মা—পালা—শত্রু আসছে, আত্মরক্ষা কর।

আনন্দ। পালাতে ত অভ্যাস করিনি বাবা।

দিলিপ। মা, ছেলের এই শেষ অনুরোধ রাখ—পালা। নইলে আমার মরণেও সুখ হবে না।

আনন্দ। পালাব না—যুদ্ধ ক'রবো। দেখি কে কোথায় আছে।

[প্রস্থান]

(অপর পার্শ্ব হইতে সিপাইগণ, দেওয়ান ও রসময়ের প্রবেশ)

রস। কই—কোথায় গেল আনন্দময়ী? এই যে বুড়ো ব্যাটা এখানে ঘাল হ'য়ে পড়ে রয়েছে।

দিলিপ। মা, এখনও মরিনি—আয়, যুদ্ধ ক'রবো। মায়ের জন্য শেষ রক্তবিন্দু পর্য্যন্ত দেব। আয়—(তরবারি গ্রহণ ও যুদ্ধ) মা—মা—গেলুম।

(মৃত্যু)

দেও। ব্যস—সর্দ্দার ব্যাটা পটল ভুলেছে।

রস। কিন্তু সে বেটি গেল কোথায়? চারি দিকে দেখ, যেন পালাতে না পারে।

[রসময় ও কতিপয় সিপায়ের প্রস্থান]

দেও। নে ধর, এ ব্যাটাকে নিয়ে চল—সাহেব দেখলে খুসি হবে।

[সকলের প্রস্থান]

পট পরিবর্ত্তন

জঙ্গলের অপরাংশ।

আনন্দময়ীর প্রবেশ।

আনন্দ। শেষ চেষ্টা—শেষ চেষ্টা। সব সন্তানকে হারিয়েছি—সেরপুর জঙ্গলের জন্যে সকলেই প্রাণ দিয়েছে। বাকি আছি কেবল আমি। একা যুদ্ধ ক'রবো, দেখি আমার গতি রোধ করে কে। দিলিপ, বাপ আমার, মরেছ? আমিও যাচ্ছি। তোমার মত ছেলেকে ছেড়ে মা কখনও থাকতে পারে না।

(পশ্চাৎ হইতে রসময়ের প্রবেশ)

রস। (আনন্দময়ীর প্রতি পিস্তল লক্ষ্য করিয়া) আনন্দময়ী! তুমি আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছ, বিনা দোষে আমার নাক কান কেটে দিয়েছ, তার প্রতিফল ভোগ কর। এখন কোথায় তোমার সাধের বনরাজ্য আনন্দময়ী?

আনন্দ। আমার বনরাজ্য কোথায়? কুক্কুর! যে দেশে তোর মত লোক জন্মায়, সে দেশে আনন্দময়ীর ক্ষুদ্র বনরাজ্য ত দূরের কথা, রাজরাজেশ্বরের বিশাল রাজ্যও অধীনতার কঠিন শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়।

রস। বেশী কথার দরকার নেই—এইবার মর।

আনন্দ। তোর হাতে মরার চেয়ে আত্মহত্যা করা ভাল।

(ছুরিকা বাহির করণ)

(ওয়াটসন সাহেবের প্রবেশ)

ওয়াট। (রসময়ের মস্তকে বন্দুক লক্ষ্য করিয়া) Take care you rascal! Now leave the pistol.

(রসময়ের পিস্তল ভূমিতে নিক্ষেপ ও ওয়াটসন সাহেবের তাহা গ্রহণ)

মাম্মি, হামি আপনাকে ছাড়িয়া ডিলে—আপনি যঠা ইচ্ছা গমন করিটে পারেন।

আনন্দ। সাহেব, তুমি কি আমাকে জীবন ভিক্ষা দিচ্ছ?

ওয়াট। না মাম্মি, হামি হামাড় মায়েড় জীবন ভিক্ষা করিয়াছে—ভিক্ষা ডিল না।

আনন্দ। আচ্ছা সাহেব, তবে চললুম।

[প্রস্থান]

রস। সাহেব, আপনার এ কি অন্যায়? আমি প্রাণপনে আপনাদের উপকার করলুম, আর আমারই উপর এই জুলুম? আপনি আনন্দময়ীকে ছেড়ে দিলেন কেন?

ওয়াট। Shut up you rascal.

রস। সাহেব, আমার দোষ কি ?

ওয়াট। হামি পিশাচেড় হাটে ডেবীর death ডেখিটে পাড়িল না, সেই জন্য টোমাকে গুলি কড়িটে আসিল।

রস। সাহেব, এত পরিশ্রমের কি এই পুরস্কার ?

ওয়াট। না, টোমাকে গুলি কড়িব না—টবে চিড়জীবন গাড়ডে টাকিটে হইবে।

(তূর্য্যধ্বনি ও কয়েকজন সিপায়ের প্রবেশ)

ইস্কো পাকাড়কে গাড়ডমে লে যাও।

রস। এ কি সাহেব, এ কি ? আমি তোমাদের এত সন্ধান দিলুম, আমার যত্নেই এত ধন রত্ন হস্তগত ক'রলে, আর আমাকে বন্দ ক'রছো ? এই কি তোমাদের জাতির ধর্ম্ম ?

ওয়াট। Listen to me you devil ! যে লোক ঘড়েড় সন্ধান পড়কে ডিয়া টাহাড় সড়বনাশ কড়িটে পাড়ে, টাহাকে হামড়া hate কড়ি। এমন হইটে পাড়ে, এক ডিন টুমি হামাডেরও সড়বনাশ কড়িটে পাড়ো। সেই কাড়নে হামি টোমাকে চিড়জীবন গাড়ডে রাখিল। আউড় টুমি যে হামাডেড় উপকাড় কড়িয়াছে, টাহাড় reward হামড়া অবশ্য ডিবে। টুমি কিন্টু টাহা পাইবে না—সে reward হামড়া টোমাড় familyকে ডিবে। এই—লে যাও।

[ওয়াটসন সাহেব ও পশ্চাতে রসময়কে বন্দী করিয়া সিপাইগণের প্রস্থান]

সপ্তম দৃশ্য।

শ্মশান।

শম্ভুনাথের মৃতদেহ টানিয়া লইয়া
যোগমায়ার প্রবেশ।

যোগ। এনেছি—আর ভয় নেই—এনেছি। রাস্তা দিয়ে হড় হড় ক'রে টেনে এনেছি। কেমন, জব্দ হ'য়েছ? যেমন আমায় নিয়ে ধীরে ধীরে সংসারে ঢুকেছিলে, তেমনি আমিও তোমায় হড় হড় ক'রে টেনে সংসার থেকে বার ক'রে নিয়ে এসেছি। একদিনও আমায় ছেড়ে থাকতে পারতে না—আজ তার ফল হাতে হাতে পেলে। আমি কি ক'রবো? তোমায় এখানে বয়ে আনবার জন্য চেঁচিয়ে ব্রহ্মাণ্ড ফাটিয়ে ফেলেছি—কেউ এল না। আমার দোষ কি? দুঃখের জ্বালায় কেঁদে কেঁদে তুমি আমার সামনে অন্ধ হ'য়েছ, সংসারের জ্বালায় জ্বলে পুড়ে প্রাণটাকে বার ক'রে ফেলেছ—সব দেখেছি। এইবার তোমায় চিতায় দেখে রাক্ষসী ব্রত উদ্যাপন ক'রবো। সব দেখবো, সব সহ্য ক'রবো। কই—যোগমায়া, আমি অন্ধ, আমার হাত ধর, ব'লে আর ডাকছো না? পেটের জ্বালায় মরে গেলুম যোগমায়া, ব'লে যে আর অন্ধ চোখের ভিতর থেকে জলের ধারা বার ক'রছো না? আমার সব কোথায় গেল, ব'লে আর আছাড় কাছাড় খাচ্ছ না? এখন তুমি সব ভুলে গেছ? আমিও ভুলবো—আমিও ভুলবো।

মনে ক'র না যে আমায় ফেলে যেতে পারবে। আগুণের বিছানা তৈরি ক'রে এক সঙ্গে শোব—শেষে পাঁসে পাঁসে মেশামিশি হ'য়ে দুজনে এক সঙ্গে থাকবো। যাই—বিছানা তৈরি ক'রতে হবে—যাই।

[প্রস্থান]

(অপর পার্শ্ব হইতে গীত গাহিতে গাহিতে
শিবু পাগলার প্রবেশ)

গীত।

হ'ল সাঙ্গ ভব রঙ্গ, আর কেন মন চলে চল।
মিছে খেলায় দিন কাটালে, ঐ জীবন রবি অস্ত গেল।
খেলাঘরে মত্ত হ'য়ে, দেখলেনা কো বারেক চেয়ে,
এত উপকরণ দিয়ে, এ খেলা ঘর কে রচিল।
কারে বা বলায় পিতা, কারে স্নেহময়ী মাতা,
কারে বা বল দুহিতা, কেবা পুত্রের স্থান পাইল!
আপন জন সবে মিলে, খেলছ রে মনের মিলে,
কিন্তু তারা দেবে ফেলে, (যেদিন) যে পুতুলটা ভেঙ্গে গেল।
সবারে ভাবিয়ে আপন, ক'রছ তুমি কতই যতন,
প্রমাণ তার পাও যে রে মন, যখন (দেহ) ঘরের বাহির হ'ল।
পাগল শিবে বলে রে মন, বিষয় বৈভব সব অকারণ,
ভূতের বোঝা কর বহন, (যখন) শেষ দিনে সে না রহিল।

শিবু। কে, শম্ভু শুয়ে? শো শো—আমিও যাচ্ছি। ঐ দেখ—মা আমায় কোলে নেবার জন্যে ডাকছে।

[প্রস্থান]

(কমলিনী, মোহনলাল, গণপতি ও সরস্বতীর প্রবেশ)

কম। বাবা, বাবা, আমাদের ফেলে কোথায় গেলে বাবা?

গণ। বাবা একবার ওঠ বাবা—একবার গণপতি বলে ডাক। মোহনলাল, আমার কি হ'ল ভাই।

মোহন। গণপতি, আর কেঁদে কি হবে ভাই—এখন মা কোথায় দেখি এস।

গণ।—এ দুঃখ আমার মলেও যাবে না।

(কাঠের বোঝা স্কন্ধে লইয়া যোগমায়ার প্রবেশ)

এই যে মা। মা—মা—

কম। মাগো, আমাদের কি সর্ব্বনাশ হ'ল মা!

(কমলিনী ও সরস্বতীর যোগমায়ার পদতলে পতন)

যোগ। কে তোরা, পালা—পালা—

মোহন। গণপতি, মাকে ধর—মা শোকে উন্মত্ত হ'য়েছেন।

(আনন্দময়ীর প্রবেশ)

আনন্দ। ভয় নেই, আমি এখনি মাকে প্রকৃতিস্থা ক'রছি। এখানে

আমাকে দেখে আশ্চর্য্য হ'চ্ছ? তোমাদের সংসারে দেখবো বলে এসে শশ্মানে দেখলুম, এইটুকুই আমার দুঃখ।

কম। দিদি, দিদি, আমাদের সর্ব্বনাশ হ'য়েছে!

আনন্দ। স্থির হও বোন। সর্ব্বনাশ যে পৃথিবীর তিনভাগ লোককে শাসন ক'রছে, তা কি তুমি জান না? মা—মা—

যোগ। অঁ্যা—অঁ্যা—এ কি?

গণ। মা, মা, আমরা যে তোমার সব ফিরে এসেছি মা—

যোগ। গণপতি, এতদিন কোথায় সব লুকিয়ে ছিলি বাবা? এ যে আমার হরিষে বিষাদ হ'ল।

গণ। মা, আর কেঁদ না মা।

আনন্দ। মা, শান্ত হ'ন, ধৈর্য্য ধরুন।

যোগ। কে মা তুমি?

আনন্দ। আমি তোমার বড় মেয়ে।

মোহন। মা, ঐ দেবীর প্রসাদে আজ আমরা অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হ'য়ে ফিরে এসেছি। কিন্তু জানি না কি পাপে আজ আপনাদের এ অবস্থায় দেখতে হ'ল।

আনন্দ। আর এখন দুঃখ ক'রে ফল কি বলুন?

মোহন। দেবি, আপনার এ ভিখারিণীর বেশ কেন?

আনন্দ। আমি এখন প্রকৃতই ভিখারিণী। আমার বনরাজ্য গেছে—সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত সন্তানকে হারিয়েছি। আমিও যেতুম—কিন্তু আপনাদের সঙ্গে শেষ দেখা ক'রবো বলে এসেছি। মোহনলাল বাবু! রসময়ের বিশ্বাসঘাতকতায় আমার বনরাজ্য আজ পরপদদলিত। পৃথিবীতে ঘরের শত্রুকে কেউ যেন ক্ষমা না করে। তাকে যদি আমি ছেড়ে না দিতাম, তা হ'লে

যে আজ আমার বনরাজ্যের এ সর্ব্বনাশ, ক'রতে পারতো না। আমি চললুম—আর আমার সঙ্গে দেখা হবে না। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, আর যেন আপনাদের কখনও কষ্ট পেতে না হয়।

[কমলিনী ও সরস্বতীর নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান]

গণ। মা, মা—আমাদের বিপদের উপর বিপদ—দেবী জন্মের মত চলে গেলেন।

যোগ। এইবারে আমিও যাব বাবা।

কম। এ কি কথা বলছো মা ?

যোগ। হিন্দু ধর্ম্ম জান না মা—আমি সহমৃতা হব। গণপতি, চিতা প্রজ্বলিত কর বাবা, পবিত্র হিন্দুধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা কর।

(গণপতির পিতৃশব চিতার উপর রক্ষণ ও তাহাতে অগ্নি সংযোগ)

কম। মা, মা, আমাদের ফেলে কোথায় যাবে মা ?

সর। মা, আমরা কি ক'রে থাকবো মা ?

যোগ। ভয় কি মা, সবই সয়ে যাবে—সংসারের এই নিয়ম।

গণ। মা, মা, একবার দাঁড়াও মা, তোমায় জন্মের মত দেখে নিই।

(যোগমায়াকে সকলের প্রণাম করণ).

যোগ। আশীর্ব্বাদ করি সংসারে সব মনের সুখে থাক।

প্রজ্বলিত চিতার উপর আরোহণ

যবনিকা পতন।